শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি।

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

“আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমূখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।”

- **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

“বর্তমান যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে সমবায়ের মাধ্যমেই আমাদের দেশের উন্নয়ন করতে পারব।”

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২০ উদযাপন দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

উপদেষ্টা পরিষদঃ

জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সম্পাদনা পর্ষদঃ

জনাব মুনিমা হাফিজ অতিরিক্ত সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সভাপতি
জনাব আশরাফ উদ্দীন আহাম্মদ খান যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বাজেট) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব আরিফুর রহমান খান উপসচিব (উন্নয়ন শাখা) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা উপসচিব (পরিকল্পনা শাখা-১) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
ড. অশোক কুমার বিশ্বাস সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রতিষ্ঠান শাখা-১) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ আহসান হাবীব মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর জনসংযোগ কর্মকর্তা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
প্রকৌঃ মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী সিস্টেম এনালিস্ট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য-সচিব

প্রকাশকাল
১২ অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশনায় ও মুদ্রণ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.rdcd.gov.bd

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি সরকারি দপ্তরের বার্ষিক কার্যক্রমের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ আজ উদীয়মান গর্বিত জাতি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে চলমান উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অন্যতম সহযাত্রী।

গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অঙ্গীকার। বৈশ্বিক নানা প্রতিকুলতা যেমন- প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বেকার সমস্যা, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বিশ্বব্যাপী দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচনে অনন্য ভূমিকা রাখছে। এ বিভাগের অধীনস্থ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বার্ড, আরডিএ ও বাপার্ড গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও মডেল উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গ্রাম ও শহরের উন্নয়নকে একসূত্রে গাঁথার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি জমি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রম ভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে এ বিভাগের অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরসহ নীতি নির্ধারণী মহল অবহিত হতে পারবে। এ প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে চলমান উন্নয়ন পরিক্রমায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠান পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। সরকারের নীতিমালা, নির্বাচনী ইশতেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) কে সামনে রেখে এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ নানামূখী প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকার ভিত্তিক “আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প” এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ড, আরডিএ এবং বাপার্ড একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান সর্বমহলে স্বীকৃত।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সন্নিবেশিত করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে যা সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি)

মোসাম্মৎ হামিদা বেগম
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট ভিলেজ বিনির্মাণে কাজ করছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় নির্ধারিত ১৭ (সতের)টি লক্ষ্যের মধ্যে ৭টি লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যক্ষভাবে এবং আরও অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনে পরোক্ষভাবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কাজ করছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কুটির শিল্পে প্রণোদনা, কৃষি উৎপাদন ও বিপণন এবং বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের নিরলস প্রচেষ্টায় আমাদের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। জনবান্ধব সেবা, আইসিটি প্রযুক্তির মানসম্মত ব্যবহার সর্বোপরি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ বিভাগের প্রধান অভিলক্ষ্য। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ডের একঝলক মাত্র। এ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকলকে আমাদের অর্জনের সার্বিক বিষয়ে অবহিত করতে সহায়ক হবে। এ বিভাগের চলমান কার্যক্রম আর ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় অধিদপ্তরসহ মোট ০৮টি দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এছাড়া আরও তিনটি প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই চালু হওয়ার অপেক্ষায় আছে। এগুলো হলো: (১) শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর, (২) শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর এবং (৩) শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর।

দারিদ্র্য দূরীকরণে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের আওতায় পন্যভিত্তিক পল্লী সৃজন" উদ্যোগের জন্য দলীয়ভাবে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২৩ অর্জন করেছে। আমি মনে করি এ প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নযাত্রায় ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিশ্রণে স্মার্ট ভিলেজ গঠনে এ বিভাগের কার্যক্রমের প্রতিফলন। গ্রামীণ জনপদের প্রতিটি পরিবারকে একটি সমৃদ্ধ টেকসই ইউনিট হিসেবে গড়ে তুলতে পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি এ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা।

মোসাম্মৎ হামিদা বেগম
সচিব

মুনিমা হাফিজ
অতিরিক্ত সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সময়োপযোগী নতুন নতুন কৌশলের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন তথা মানবউন্নয়ন সূচকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ওপর অর্পিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যেসব কাজ নিরন্তরভাবে করে যাচ্ছে। তারই সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটেছে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এ বার্ষিক প্রতিবেদনে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সমগ্র কাজের অগ্রগতির চিত্রের প্রতিফলন ঘটে । সে হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন উক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়নাস্বরূপ। কেননা, এ প্রতিবেদনের তথ্যচিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। সেকারণে এ প্রতিবেদন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও তার অধীন দপ্তর সংস্থাগুলোর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, এ বিভাগ তথা অধীনস্থ সকল অধিদপ্তর/বোর্ড/ একাডেমি/সংস্থা/ব্যাংক/ফাউন্ডেশন/ফেডারেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের তথ্যচিত্র ও তার বিবরণ সুধীজনের নিকটেও বিশেষভাবে সমাদর পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তথা বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সার্বিক দিকনির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব মহোদয়। সে কারণে তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ সম্পাদনার ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সম্মিলিত মেধা ও পরিশ্রমের সঙ্গে জড়িত সকলকে আমি সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মুনিমা হাফিজ
অতিরিক্ত সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান)
ও
সম্পাদক
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	পৃষ্ঠা নং
১.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	০১-২৩
২.	সমবায় অধিদপ্তর	২৪-৪০
	২.১ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	৪১-৫৪
	২.২ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা)	৫৫-৬৮
৩.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	৬৯-১১৯
	৩.১ বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	১২০-১২৬
৪.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা	১২৭-১৪৩
৫.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	১৪৪-১৭৫
৬.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	১৭৬-১৮৩
৭.	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	১৮৪-২১৭
৮.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	২১৮-২২৬
৯.	গণমাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২২৭-২৫৮

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজীবন স্বপ্ন ছিল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করা। বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন; যেখানে তিনি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সমবায়কে। কারণ, তিনি জানতেন কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল ও শক্তিশালী রাখার ক্ষেত্রে সমবায় গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এ লক্ষ্যে সমবায় খাতকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে তিনি সমবায়ভিত্তিক কৃষক বান্ধব অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গাবন্ধুর দর্শনের আলোকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় খাত-কে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালন, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিং-কে উৎসাহ দান, পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করে মানব সম্পদ উন্নয়ন এর মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া দেশকে স্ব-নির্ভর এবং দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনার আলোকে সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশকে ২০২৬ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ এবং একইভাবে ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী, সমৃদ্ধশালী ও উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশে রুপান্তরের লক্ষ্যে 'পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' নিরন্তন কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, বাজার-সংযোগ সৃষ্টি, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন এবং বহুমুখী সমবায় কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার জনগণের জীবনযাত্রার মান এই বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা করা হয়ে থাকে। এই গবেষণায় লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থাও গ্রহণ করে থাকে।

বঙ্গাবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের রূপকল্প (Vission) এবং পল্লী উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের অভীলক্ষ্য (Mission) বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরন্তর কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ যথা: সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং ৩টি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান যথা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং বঙ্গাবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জসহ বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করে গ্রামীণ দরিদ্য জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া, সমবায় সমিতিসমূহকে বিভিন্ন ধরণের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করায় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এবং কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম এবং অর্জিত সাফল্যের একটি চিত্র এ নির্বাহী সারসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

২. সমবায় অধিদপ্তর (সমবায়)– পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সবচেয়ে বড় দপ্তর হলো সমবায় অধিদপ্তর। এ বিভাগের নির্দেশনা ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার সহযোগীতায় সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক খাতের বিকাশের মাধ্যমে টেকসই সমবায় গঠনে সমবায় অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৮৮,৮৮৬টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১,২০৫টি ও জাতীয় সমবায় সমিতি ১১টি এবং দেশব্যাপী ও বিভাগব্যাপীসহ অন্যান্য সমিতি ২৪৭ টি যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৯,১৬,২৯৮ জন। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতি মিলে মোট ৯০,৩৬২টি সমবায় সমিতির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫৬ কোটি ৫৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের ০৯টি জেলার ১০টি গ্রামে এবং ৪৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয়ে দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের পাশাপাশি গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। এ লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পটি যথাক্রমে মনিরামপুর ও মেহেরপুর সদর উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। অন্যদিকে দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে ১৪১৭টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের জনশক্তির মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠছে ১৫০৮টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে ২১৯টি গৃহায়ণ সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। পরিবহন খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলো পরিবহন সেবা প্রদানসহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

২.১ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. (বিএসবিএল)- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. দেশব্যাপী সমবায়ী কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি ঋণ সহায়তা, টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে পল্লী প্রকল্পে ৯% সরল মুনাফায় প্রকল্প ঋণ সহায়তা এবং গ্রামীণ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মাত্র ৮% সরল মুনাফায় মহিলা প্রকল্প ঋণ সহায়তা, সরকারী কর্মচারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্সোনাল ঋণ সহায়তা ও অন্যান্য খাতে ৩০শে জুন/২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৪,৮১২ জন সুবিধাভোগীকে ৯৮৭১.২৬ লক্ষ টাকা টাকা প্রদান করেছে।

২.২ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)- দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে সমবায়ের মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে, তাদের গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্য মূল্য প্রদানভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি এবং শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার অভিলক্ষ্যে (Mission) ''সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প'' নামে ১৯৭৩ সালে মিল্কভিটার যাত্রা শুরু হয়। নতুন প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতির সংখ্যা ২০৩টি সহ মিল্ক ইউনিয়নের মোট প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতির সংখ্যা ৩৭৬৮টি। ২০৩টি প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৫৮৮০ জন সহ মিল্ক ইউনিয়নের দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১৪১,৩২৮ জন। দেশের মোট ৭টি বিভাগের ৪১টি জেলায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরও নতুর ৫ টি সহ মোট ১৫৭টি উপজেলার নতুন ২৯টিসহ মোট ৬৯৪টি ইউনিয়নে এবং নতুন ১৯৩টি সহ মোট ৩৪৪৩টি গ্রামে মিল্ক ইউনিয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে মিল্কভিটা ৩টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা এবং ৫৭টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে প্রায় **৩** কোটি **৭৭** লক্ষ **৭২** হাজার লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে চালুকৃত ৭টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র চালু করা হয়। সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুরে গো-খাদ্য কারখানা এবং রায়পুর ও টেকেরহাট প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঘাবাড়ীঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়াতে প্রায় ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপন প্রকল্প এবং বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা ও পার্শ্ববর্তী চরাঞ্চলে প্রায় ৩৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৩. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিআরডিবি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ''দ্বি-স্তর'' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, নেতৃত্বের বিকাশ, সক্ষমতা উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে আসছে। ৯০ দশকের মাঝামাঝি বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন দল গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিআরডিবি কর্তৃক গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৬২ টি সমিতি ও দলে ৬২ লাখ ০১ হাজার ৫৫৪ জন সদস্যভুক্ত করা হয়। বিআরডিবি'তে চাকুরিজীবি ও বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র নিজস্ব ৩টি

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ১৮টি উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিট এবং উপজেলা পল্লী ভবনের সাথে প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। যার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২,৭১,৬৬৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৭৩,৫০,৯৯৩ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা বিআরডিবি'র অন্যতম কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিনিয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় সদস্যদের জুন ২০২৩ পর্যন্ত শেয়ার জমার পরিমাণ ১৮,১৪৬.২৮ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় জমা ১,২২,১৭৬.১৮ লক্ষ টাকা, মোট মূলধন ১,৪০,৩২২.৪৬ লক্ষ টাকা। বিআরডিবি শুরু হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ২২,২৫,৮১১.৮১ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে। একই সময়ে আদায়ের পরিমাণ ২০,৩২,০৬০.২১ লক্ষ টাকা। আদায়ের হার ৯৮%।

৩.১ বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন (বিএনসিএফআরডি)- পল্লীর কৃষক, মহিলা ও বিত্তহীন পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় স্ব-নির্ভর আর্থিক সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউসিসিএ গঠন ও সঠিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করার অভিলক্ষ্যে (Mission) বিএনসিএফআরডি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমবায় ফেডারেশন ইউসিসিএগুলোর জাতীয় শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। এটি সমবায়ীদের তথা কৃষক সমবায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণে সহায়তাকরণ, ইউসিসিএ'র ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

৪. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)- প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের সুস্থায়ী (Sustainable Rural Development) গতিধারা সৃজন ও লালন এবং পল্লী উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সরকারকে নতুন প্রস্তাবনা ও পরামর্শ প্রদানের অভিলক্ষ্যে (Mission) এবং এ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে বার্ড কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পল্লী অঞ্চলের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের নানামুখী সুযোগ সৃষ্টি ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা বর্তমানে বার্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর পল্লি উন্নয়ন দর্শন, উপকূল অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, মাধ্যমিক শিক্ষায় আইসিটির ভূমিকা, কৃষি ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহারসহ ইত্যাদি নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে। বার্ড প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা প্রকল্প; পল্লী অঞ্চলে উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ; অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পল্লী এলাকায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন উল্লেখ যোগ্য। তাছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ড ২১৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৯৭২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

৫. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ)- দারিদ্র্য দূরীকরণে পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তারের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের অভিলক্ষ্যে (Mission) আরডিএ কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচনের নিমিত্ত আত্ম-কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা, পরামর্শ সেবা ইত্যাদি আরডিএ কর্তৃক প্রদান করা হয়। আরডিএ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩ হাজার ৪৬৪ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে একাডেমীর নিজস্ব, বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মোট ৩৭৩টি কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৫৩ হাজার ১৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং এসকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরুষ ৩৩ হাজার ১৬ জন এবং নারী ২০ হাজার ১৭৪ জন। একাডেমী ১৯৭৩-৭৪ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৭ হাজার ২১ ব্যাচে মোট ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ২০টি গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৫৭৯টি গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আরডিএ কর্তৃক গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এ পর্যন্ত মোট ৪৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬. বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করে চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন, আধুনিক ধ্যান-ধারণা লাভে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের অভিলক্ষ্য

(Mission) নিয়ে ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে বাপার্ড এর যাত্রা শুরু হয়। দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র অবদানের স্মরণে প্রথমে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছিল 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'। পরবর্তীতে এটিকে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ৫ হাজার ৩৮৮ জনকে (আয়বর্ধনমূলক ১২০৪ জন, উদ্বুদ্ধকরণ ২ হাজার ৯৪ জন ও স্থানীয় ১ হাজার ৩৪৭ জন, জনপ্রতিনিধি ও এনজিও কর্মী ৩৬০ জন, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ ২৬৩, হালকা যানবাহন মেরামত বিষয়ক-১২০ জন) বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা- কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পন্নকৃত ০৬ (ছয়) টিসহ মোট ২৮টি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

৭. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)- ১৯৯৯ সন থেকে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ নারী-পুরুষদেরকে সংগঠিত করে নিয়মিত সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে সদস্যদের পুঁজি গঠন, ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, আয় উৎসারি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নারী-পুরুষের সমতায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নব সম্পদ সৃজনের অভিলক্ষ্যে (Mission) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠান পল্লীর দারিদ্র্য সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত সঞ্চয় আহরণ, দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, নবসম্পদ সৃজন, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের সমতা বিধানের লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্রমপুঞ্জিত ৫০,৪৫৩টি সমিতির মাধ্যমে ৩০.২৫ লক্ষ সুফলভোগী পরিবারকে পরিসেবার আওতায় এনেছে। পিডিবিএফ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, নারী উদ্যোক্তা ঋণ, কোভিড প্রণোদনা ঋণ ও কৃষি জীবিকায়ন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৩২.৪৮ লক্ষাধিক পরিবারের প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠী পিডিবিএফ-এর পরিসেবা ভোগ করে। এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রমপুঞ্জিত ২২,৪৯৯.০৮ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত পিডিবিএফ এ সুফলভোগীদের সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৪৩২.৬৮ কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিসেবাভুক্ত ১১,৩৬,৭৬৯ জন সুফলভোগীর মধ্যে ৩,১৫,৬৬২ জন সুফলভোগীকে ১০৫৭.৭১ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৩০.২৫ লক্ষের অধিক সুফলভোগীকে এই পরিসেবার আওতায় এনেছে এবং এই সকল সুফলভোগীদের ক্রমপুঞ্জিত ১৫,২৩৫.৭৬ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার ক্রমপুঞ্জিত আদায় হার ৯৯%। উল্লেখ্য, এই পরিসেবা গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় ৯৭ শতাংশ নারী। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পিডিবিএফ এর আওতায় ৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

৮. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)- পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ ও নারীদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে (Mission) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ২০০৭ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এসএফডিএফ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৩৬টি জেলার ২০০টি উপজেলায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৭১৩টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১৫৮৪৯ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৮২৪২টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,৫৪৭২৫ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২৮৩২৪.৭৩ (আসল) লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ২৭৭৮৪.৮০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১৭২৪১১.৯৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১৪৭৮৫৭.৬৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৭.১৯ ভাগ। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২৭৫৮.৩৬ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১৫৪৬০.২০ কোটি টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। ২০২২–২০২৩ অর্থ বছরে ৮০০০ জন সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৪৮৯৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৫৯১৪৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

www.rdcd.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন ২০২২ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন প্রান্ত থেকে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে যুক্ত ছিলেন।

প্রারম্ভিকা:

পল্লীর জনগনের নাগরিক সেবাপ্রদান ও মৌলিক মানবিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রাস্ট্রব্যবস্থায় যে অংগটি নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে তা হলো পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। গনমানুষের সেবায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ আজ উন্মুক্ত - অবারিত- নিবেদিত। তথ্যপ্রযুক্তির সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনীকে কাজে লাগিয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিটি সরকারি যন্ত্র সেবার ব্রত নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে জনসেবায় - উদ্ভাবনী তত্ব। তরুন মেধাবী কর্মকর্তাগন তাঁদের নিজনিজ উদ্ভাবনী চিন্তায় বিভোর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাপ্রসূত পল্লী উন্নয়নে “এক পল্লী এক পণ্য তত্ব” (OPOP) জনপ্রশাসনে ব্যপক প্রশংসিত হয়েছে। জনপ্রশাসন পদক ২০২৩ লাভ করেছে। বিভাগ,জেলা,উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাগন সেবা প্রদানে তাদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির যথাযথ ব্যবহার করছেন।

বংগীয় ডেল্টার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো প্রকৃতির রূদ্ররোষের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দেওয়া। সাথে চিন্তার জগতে নতুন খোরাক যুক্ত হয়েছে সুলভে- কম সময়ে- দুততার সাথে সাধারণ মানুষের নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা।বিশ্বকে বার্তা দিতে চায় আজকের বাংলাদেশ "অপার সম্ভাবনার দেশ"। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ততার ফলে উন্নয়নের লক্ষ্যস্থলকে বৃহৎ দৃষ্টিতে প্রসারণ ঘটানোয় কৃষি অথবা প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা, উদ্যোক্তা, বাহ্যিক অবকাঠামো ও সামাজিক অবকাঠামো গ্রাম্য এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।এছাড়াও পল্লী উন্নয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে রয়েছে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। বিপরীতক্রমে শহুরে এলাকার সাথে অনেক বিষয়ে মিল থাকলেও গ্রাম্য এলাকার সাথে একে-অপরের পার্থক্য বিশাল ও ব্যাপক। এ প্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল ও রূপরেখা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত রয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরে পল্লী অঞ্চলে পন্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালন, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিং-কে উৎসাহ দান,এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশকে দারিদ্রমুক্ত এবং স্ব-নির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনার আলোকে সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এ বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মেধা, মনন আর নিরলস পরিশ্রমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মেধাবী তরুণ প্রজন্ম কাজ করে যাচ্ছে।প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা দেশের প্রান্তিক মকনুষের

কাছে পৌঁছে দেওয়ার মধ্যদিয়ে জন সংখ্যাকে জনসম্পদে পরিনত করার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন এর যে বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিটি কর্মী এর সারথী হয়ে কাজ করছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ড, আরডিএ এবং বাপার্ড একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে।

ভিশন: বঙ্গাবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ।

মিশন: পল্লী উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এলোকেশন অব বিজনেস-

61

[1] [B. Rural Development and Co-operatives Division

1. Rural Development Policy.
2. Co-operative Law, Rules & Policy.
3. Implementation of Poverty Reduction Programmes in rural areas assigned to this Division.
4. Promote entrepreneurship development through micro-credit, agricultural credit, small and cottage industries on co-operative basis, co-operative banking, co-operative insurance, co-operative farming, co-operative marketing, milk co-operatives and other co-operative enterprises.
5. Human resources development for Co-operative members; Education, Training and Research on Rural Development & Co-operatives.
6. Innovation of new models for rural development through action research.
7. Development and empowerment of woman through co-operative societies in formal and informal groups as assigned to this Division.
8. Administration of the officers of BCS (Co-operative) Cadre.
9. Administration and control of sub-ordinate offices, bodies organisations and institutes under this Division, such as Department of Co-operatives, BRDB, BARD, RDA *etc*.
10. Co-ordination of all matters related to Rural Development & Co-operatives.
11. Organise national, international seminar, workshop, conference and dialogue, *etc*. related to Rural Development & Co-operatives.
12. National Co-operative awards, Rural Development awards.
13. Celebration of National and International Co-operative day.
14. Liaison with International Organisations including CIRDAP, NEDAC, AARDO, ICA, *etc*.
15. All laws on subjects allocated to this Division.
16. Inquiries and statistics on any of the subjects alloted to this Division.
17. Fees in respect of the subjects alloted to this Division except fees taken in courts.]

Note : [1]Amended *vide* S.R.O. No. 01-Law/2004-CD-4/5/2003-Rules, Dated 01 January 2004.

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

কৌশলগত উদ্দেশ্য:

এমটিবিএফ এর কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের মোট তিনটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

১. পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আয়-বর্ধক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণ;
২. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; এবং
৩. পল্লী উন্নয়নে যুগোপযোগি কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মূল লক্ষ্য হলো:

- পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে এ যাবৎ অর্জিত সাফল্যকে ধারণ করে চাহিদার নিরিখে সময়োপযোগী নতুন নতুন কৌশলের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা;
- পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে উৎসাহিত করা;
- পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ তৈরি করা এবং এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশীয়, আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা;
- সময়ের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে সমবায় পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করা;
- সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা; এবং
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রধান কার্যাবলি:

১. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সমিতি গঠন এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. পল্লী উন্নয়নভিত্তিক নীতিমালা, সমবায় আইন ও বিধি এবং তৎসংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন;
৩. ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, সমবায়ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন, সমবায় ব্যাংকিং, সমবায়ী কৃষি খামার সৃষ্টি ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায়ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
৪. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ;
৫. পল্লী উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তৈরি, সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ;
৬. পল্লী উন্নয়নভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
৭. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন কৌশল ও মডেল উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ;
৮. সমবায়ভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
৯. পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।

সাংগঠনিক কাঠামো:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৩টি অনুবিভাগ নিয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে- প্রশাসন ও বাজেট, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ। অনুবিভাগ সমূহের অধীনে ০৫টি অধিশাখা, ১৬টি শাখা, ১টি আইসিটি শাখা এবং ১টি হিসাব কোষ রয়েছে। এবিভাগের মোট জনবল ১১৭ জন (প্রথম শ্রেণি ৩১ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি ২৬জন, তৃতীয় শ্রেণি ৩০ জন ও চতুর্থ শ্রেণি ৩০ জন)।

প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ:

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন,যুগ্মসচিব ১জন, উপসচিব ৩জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ২জন, সহকারী সচিব ১জন, সিস্টেম এনালিস্ট ১জন, প্রোগ্রামার ১জন, সহকারী প্রোগ্রামার ১জন, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ১জন, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ১জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- বিভাগের সাধারণ প্রশাসন;
- কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা;
- প্রটোকল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- অভ্যন্তরিণ প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলী;
- সিরডাপ, সার্ক, নেডাক ও এএআরডিও ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কার্যক্রম;
- লাইব্রেরি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- বিসিএস সমবায় ক্যাডারের প্রশাসন এবং সমবায় অধিদপ্তরের সংস্থাপন;
- সমবায় সংক্রান্ত সকল নীতি নির্ধারণ, যেমন সমবায় আইন, সমবায় নীতি, সমবায় বিধিমালা প্রভৃতি প্রণয়ন;
- সমবায় সমিতি সংক্রান্ত বিবিধ আবেদন/অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ক কার্যাবলী;
- আইসিটি সেলের যাবতীয় কার্যক্রম;
- এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ:

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ১ জন, উপসচিব ৫ জন, সহকারী সচিব ১ জন, কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখাসমূহের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান
- উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় বিভাজন ও অর্থ ছাড়করণ, প্রকল্প পরিচালক, বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী তত্ত্বাবধান;
- এ বিভাগ এবং অধীন সংস্থাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী তত্ত্বাবধান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১জন, যুগ্মসচিব ১জন, উপসচিব ১জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ০২জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- আইন শাখা, প্রতিষ্ঠান শাখা-১, প্রতিষ্ঠান শাখা-২ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান;
- জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান;
- রাষ্ট্রপতি কার্যালয় ও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থা/সংস্থার আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ

২০২২-২৩ বছরে African-Asian Rural Development Organization (AARDO) হতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ১৫টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থার মোট ৪১ জন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়।

গত ১৭-১৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখ চীনে অনুষ্ঠিতব্য "Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) Poverty Alleviation" বিষয়ক অনলাইন সেমিনারে ০১ জন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়।

Network for the Development of Agricultural Cooperatives in Asia and the Pacific (NEDAC) General Assembly and EXCOM Meeting 2023 in Manila, Philippines, 5-8 November 2023.

শূন্যপদ, নিয়োগ ও পদোন্নতি (২০২২-২৩)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তৃতীয় শ্রেণির ১০টি পদ এবং চতুর্থ শ্রেণির ১৪টি পদ শূন্য রয়েছে। এই তৃতীয় শ্রেণির ১০টি পদে ও চতুর্থ শ্রেণির ১৩টি পদে গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, দ্বিতীয় শ্রেণির ০১টি প্রশাসনিক কর্মকতা পদে পদোন্নতি প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য
১.	গ্রেড ১-৯	১৩৮ জন	৩৩ জন	সেমিনার/কর্মশালা- ৪৪৫ জন, প্রশিক্ষণ- ৯০	০
২.	গ্রেড ১০	০	০	সেমিনার/কর্মশালা-২৫ জন, প্রশিক্ষণ- ১৫০	০
৩.	গ্রেড ১১-২০	০	০	প্রশিক্ষণ- ১৭৯	০
	মোট	০	৩৩ জন	৮৮৯ জন	০

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য
১.	গ্রেড ১-৯	০৩ জন	১১ জন	০	০
২.	গ্রেড ১০	০	০	০	০
৩.	গ্রেড ১১-২০	০	০	০	০
	মোট	০	১১ জন		

বাজেট

২০২২-২৩ অর্থ বছরের মূল বাজেটে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ১৬৪৫ কোটি ৪৩ লক্ষ (পরিচালন বাজেট ৬৮১ কোটি ও উন্নয়ন বাজেট ৯৬৪ কোটি ৪৩ লক্ষ) টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ১৪৬৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৫ হাজার (পরিচালন বাজেট ৬২১ কোটি ২১ লক্ষ ৫৫ হাজার ও উন্নয়ন বাজেট ৮৪৭ কোটি ২৪ লক্ষ) টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং বাজেট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন) নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) আয়ের লক্ষ্যমাত্রা

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	২০২২-২০২৩
০১.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (সচিবালয় অংশ)	১৭২.০০
০২.	সমবায় অধিদপ্তর	১৭২৮.০০
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		১৯০০.০০

(খ) বাজেট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মূল বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩
পরিচালন বাজেট	৬৮১০০.০০	৬২১২১.৫৫
উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প সাহায্য)	৯৬৪৪৩.০০ (১১৯৫.০০)	৮৪৭২৪.০০ (১৩১২.০০)
সর্বমোট (প্রকল্প সাহায্য)	১৬৪৫৪৩.০০ (১১৯৫.০০)	১৪৬৮৪৫.৫৫ ১৩১২.০০)

এক নজরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	পরিচালন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (প্রকল্প সাহায্য)
১	২	৩	৪	৫
০১.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবালয় অংশ	১৯৮৮.০০	১৪৬২০.০০	১৬৬০৮.০০
০২	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা	৮৬.৬৫	-	৮৬.৬৫
০৩.	সমবায় অধিদপ্তর	২৪৫৩৮.৬৬	৪৪২৯.০০	২৮৯৬৭.৬৬

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	পরিচালন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (প্রকল্প সাহায্য)
১	২	৩	৪	৫
০৪.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	২৯৪৬২.০০	৪৮৭০০.০০	৭৮১৬২.০০
০৫.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	২৪২৪.০০	৭৫৪৫.০০ (১৩১২.০০)	৯৯৬৯.০০ (১৩১২.০০)
০৬.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বার্ড),কুমিল্লা	২৮৯৬.৬১	১৪০০.০০	৪২৯৬.৬১
০৭.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	৬০৯.৩৩	-	৬০৯.৩৩
০৮.	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা)	-	৫৫২.০০	৫৫২.০০
০৯.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	-	৩৮৭৮.০০	৩৮৭৮.০০
১০.	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	-	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০
১১.	বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	১১৬.৩০	-	১১৬.৩০
	সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৬২১২১.৫৫	৮৪৭২৪.০০	১৪৬৮৪৫.৫৫ (১৩১২.০০)

বিঃ দ্রঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জন্য জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ৬৪৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮১ হাজার (জিওবি: ৬৩০ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮১ হাজার ও প্রকল্প সাহায্য: ১৩ কোটি ১২ লক্ষ) টাকা ছাড় করা হয় এবং সর্বমোট ৬১৮ কোটি ৩২ লক্ষ ২৬ হাজার ব্যয় হয় (ছাড়কৃত অর্থের ৯৬.০১%)।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব:

২০২২-২৩ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২৩ পর্যন্ত ব্যয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ				
১.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	২৯৯৯৮.০০	১৪৬২০.০০	১৬২৬৭.৯৬
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)				
২.	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩)	১৩১৪৮.০০	৬৩৯.০০	১২৯৪৩.৪৯
৩.	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩)	২৮৬৬২.৪৭	৫৩৪৯.০০	২৩৪৯৫.৭৯ (৯৯.৪২%)
৪.	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	৫০৯৪.০০	৮৭২.০০	৪৯৬০.৭৯

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২৩ পর্যন্ত ব্যয়
৫.	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)	২৩৭৩০.০০	৬২৪০.০০	১৯৯৪৩.৮০
৬.	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)- ২য় পর্যায় (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	৩৮৫৮৯.৯৩	৮০০০.০০	৯৪৯৪.৯৫
৭.	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প- ৩য় পর্যায় (জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৫)	৯২৮৮৮.২৯	২৭৬০০.০০ লক্ষ	৪৯৪৪২.১৪
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা				
১.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪)	৪৮৫৫.০০	১৪০০.০০	২৮২৬.৬৮
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া				
১.	গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই,২০১৪ হতে জুন, ২০২৪)	২৫১১৬.১৭ (জিওবি ২১৮০৫.২৭+৩৩১০.৯০ উপকারভোগী)	৬০০.০০	১৭২২৫.১৭ ল
২.	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪)	১৬২৪০.৬১	৫২০০.০০	১৩৩২৪.০১
৩.	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় (জানুয়রি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৪)।	জিওবি: ১৪৭৬.০০, পিএ: ৪৫১০.০০ মোট=৫৯৮৬.০০	জিওবি-৩৬৮.০০ পিএ-১৩১২.০০ মোট-১৬৮০.০০	৩৭৫৩.৪৪
৪.	শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ (জুলাই,-২০২২ জুন, ২০২৬)	১৯৮৯৫.০০	৬৫.০০	৩২.৩৩
সমবায় অধিদপ্তর				
১.	দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১- জুন, ২০২৪)।	৪৯৮১.০০	১৫০৯.০০	৪৫৮৩.৬৩
২.	বঙ্গবন্ধু গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪)।	৫৬৫৬.৪০	২৮১০.০০	১৭৮৪.৮০
৩.	দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৬)	১৫৬৮৮.০০	১১০.০০	৩৩৩.৬৭
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশেন (পিডিবিএফ)				
১.	আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৩)	৫১৫৮.৭৯	৩৬০০.০০	৪২৫৩.০২
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)				
১.	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	(জিওবি: ৩৩০৬.৫৫, নিজস্ব তহবি: ১৪৮৭.৬৭) মোট ৪৭৯৪.২২	২৬৮.০০	৪১৯৪.৬৭

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২৩ পর্যন্ত ব্যয়
২.	বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পাশ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫) **দুই বছর মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন**	জিওবি- ৩৭২৪৯.০০ নিজস্ব তহবিল- ১৫০০ মোট ৩৮৭৪৯.০০	২৮৪.০০	৭৭৯৬.৭৬
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)				
১.	রূপকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন (জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৫)	১৪৯০০.০০	৩৮৭৮.০০	৪৬৮৭.১৬

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
সমবায় অধিদপ্তর				
১.	দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৬)	১৫৬৮৮.০০	১১০..০০	৩৩৩.৬৭
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া				
২.	শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ (জুলাই,-২০২২ জুন, ২০২৬)	১৯৮৯৫.০০	৬৫.০০	৫২.১৩
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)				
৩.	রূপকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন (জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৫)	১৪৯০০.০০	৩৮৭৮.০০	৪৬৮৭.১৬

সেবা সহজীকরণ:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর অধীন অত্রবিভাগ এবং এর অধিনস্থ দপ্তর সংস্থার মামলা সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রদান,তথ্য আপলোড এবং মনিটরিং কার্যক্রম মামলার ডাটাবেইজ "মামলা ব্যবস্থাপনা" সেবাটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ডিজিটাইজকৃত উক্ত উদ্ভাবনী সেবার মাধ্যমে অত্রবিভাগ এবং এর অধিনস্থ দপ্তর সংস্থার মামলার একনজরে কার্যক্রম মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ২০২২-২৩ অর্থ বছরে দুই (০২)টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চার (০৪)টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে। একইসাথে এ বিভাগ হতে সেতুবিভাগের অধীন বাংলাদেশ সেতু কতৃপক্ষের আওতাধীন কর্ণফুলি নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মান প্রকল্প উদ্যোগ পরিদর্শন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ সংক্রান্ত:

মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকান্ড পরিচালনায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করা হয়ে থাকে। ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ২৩ জুন ২০২২ তারিখ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে অধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে কৌশলগত উদ্দেশ্যে ২০টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৪৭টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই,২১- জুন,২২) অর্জন মূল্যায়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এপিএ প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা, এপিএ টিম ও বিশেষজ্ঞ পুল এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন। মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত মূল্যায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৫২ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ১০তম স্থান অর্জন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছর এবিভাগের প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৯৫.৫২।

২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত:

মন্ত্রণালয়ের এবং দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকান্ড পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা ও ফরম্যাট অনুসারে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের শুদ্ধাচার উপকমিটি এবং দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত নৈতিকতা কমিটি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ১৫টি কার্যক্রমের বিপরীতে ১৫টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায়** নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিপরীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের (জুলাই,২২- জুন,২৩) অর্জন মূল্যায়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা, শুদ্ধাচার কমিটি ও নৈতিকতা কমিটি এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন।

২০২২-২৩ অর্থবছরের তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০৫টি তথ্য প্রদানের আবেদন এবং ০২টি আপীল আবেদন পাওয়া গেছে। ০৫টি আবেদন তথ্য প্রদানের মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০২টি আপীল আবেদনের তথ্য মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ করে সরবরাহ করে আপীল আবেদনকারীকে প্রদানের মাধ্যমে আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত:

২০২২-২৩ অর্থবছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মোট ৭১ টি অভিযোগ পাওয়া যায়।প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার বিষয়ে সময়ে সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে।

আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের নাম:

১. সমবায় অধিদপ্তর
২. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
৩. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা
৪. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া
৫. বঙ্গাবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ
৬. বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
৭. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

৮. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)
৯. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

প্রধান অর্জনসমূহ:

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিগত বছরে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকায়ন উন্নয়নে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও তা বাস্তবায়ন করে আসছে। এজন্য দেশব্যাপী সমবায় কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি জনসাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য দুগ্ধ ঘাটতি জেলায় দুগ্ধ সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ, হতদরিদ্র পরিবার-কে ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় গরু প্রদানসহ বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

- শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর এর অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
  শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১১০টি পদ সৃজনে সচিব কমিটির অনুমোদন পাওয়া গেছে।

- শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর এর অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
  শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১১০টি পদ সৃজনে সচিব কমিটির অনুমোদন পাওয়া গেছে।

- বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জে বর্তমানে ১১০টি পদ সৃজন করা হয়েছে পরবর্তীতে আরো ৫৩ টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ:

- মোট ৩১ লক্ষ ৩২ হাজার ৬১৫ জনকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২২ হাজার ৫৬৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা
- মোট সৃজিত উদ্যোক্তার সংখ্যা ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৪৭৬
- এ বিভাগের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মোট ৮০টি প্রায়োগিক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে
- এ বিভাগের আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা মোট ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ১১ হাজার ৯৭৩টি।
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের এলাকা রংপুর সদর, বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলা, গোপালগঞ্জ সদরে নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- দেশের পশ্চাৎপদ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬ সাল পর্যন্ত ১০.৬৬ লক্ষ জনের কর্মসংস্থান সৃজন
- স্মার্ট ভিলেজ গড়ার নিমিত্ত উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের উৎপাদিত ১০ টি পণ্যের অনলাইন এবং অফলাইন মার্কেট লিংকেজ স্থাপন
- ৯.৩৩ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা

- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় ২০২৫ সালের মধ্যে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত ১০ টি সংরক্ষণাগার নির্মাণ
- ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে ৬৯ টি গবেষণা ও ৬৯ টি প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধান ও ফলাফল সম্প্রসারণ
- বিভিন্ন কার্যকর সমবায় সমিতি/অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সমিতির ৫০ লক্ষ সদস্যের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য কমিয়ে আনা
- সুবিধাভোগী সদস্যদের মধ্য হতে ৪৫% প্রশিক্ষিত নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা
- দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের জন্য পল্লী পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ:

- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লার নিজস্ব অর্থায়নে আইলবিহীন কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা প্রকল্প কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কুমিল্লার লাকসাম এলাকার চনগাঁও ও নোয়াপাড়া গ্রামে একই স্থানে ৪০ একর জমিতে আইলবিহীন চাষ শুরু হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ০৯টি জেলার ১০টি উপজেলার ১০টি গ্রামে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলাগুলো হলো: গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, টাঙ্গাইল, জামালপুর, কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ, যশোর, রংপুর, বরিশাল।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের স্থির চিত্র

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি কে ফুল দিয়ে বিদায় শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নবযোগদানকৃত সচিব জনাব মোসাম্মাৎ হামিদা বেগম কে ফুল দিয়ে বরন করে নেয়া হচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪" স্বাক্ষর

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২৩ প্রদান অনুষ্ঠান

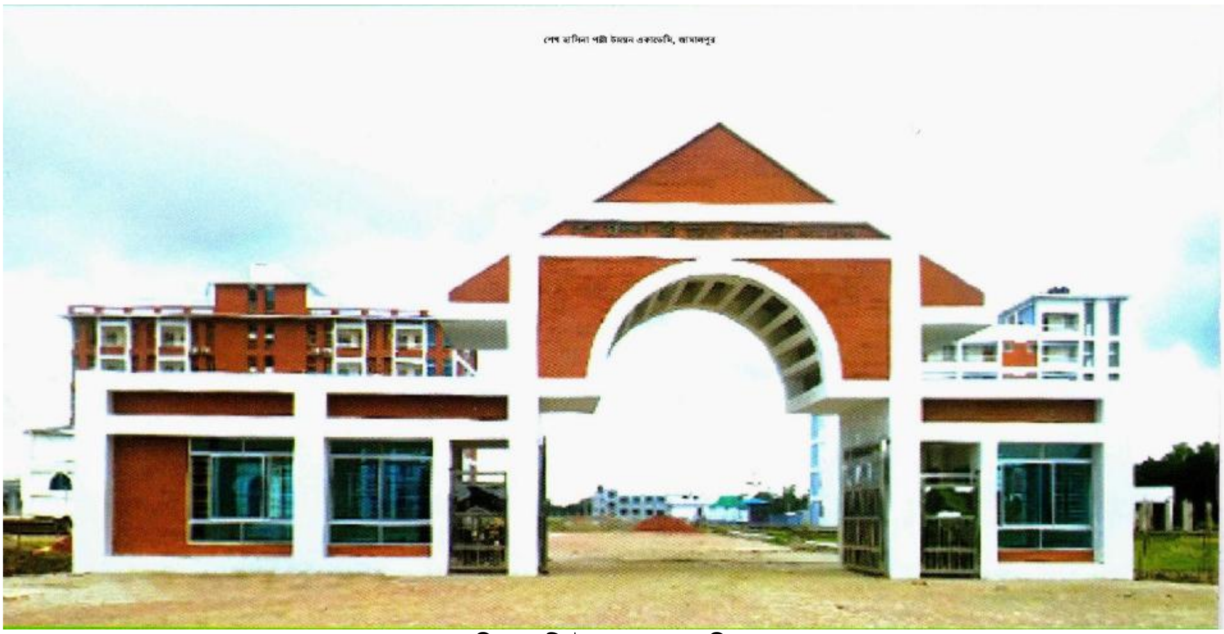

শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এঁর সমাধি সৌধে পুস্পস্তবক অর্পন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এঁর সমাধি সৌধে পুস্পস্তবক অর্পন ও দোয়া করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

১.	প্রকল্পের নাম	: সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৩.	বাস্তবায়নকারী/সমন্বয়কারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ)	১) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা (সমন্বয়কারী সংস্থা) ২) সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) ৩) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), ঢাকা (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) ৪) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) ৫) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)
৪.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৫.	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ক) মোট	: ২৯৯ কোটি ৯৮ লক্ষ (১ম সংশোধন)

খ) জিওবি : ২৯৯ কোটি ৯৮ লক্ষ (১ম সংশোধন)

গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০

৬. প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)।

৭. বাস্তবায়নকাল : ০১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (১ম সংশোধন)

৮. প্রকল্প এলাকা : দেশের সকল বিভাগের ৬৪ টি জেলার ১৬২ টি উপজেলার ১০,০৩৫টি গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

০৯। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহঃ

০১) গ্রাম পর্যায়ে ১০ হাজার ৩৫টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন;

০২) প্রকল্পের আওতায় ৯ লক্ষ ৫০ হাজারটি পরিবারের ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার জন সমবায়ীকে প্রকল্পের সুবিধা প্রদান;

০৩) শেয়ার ও সঞ্চয় এর মাধ্যমে ৫১০.০০ কোটি টাকার মূলধন গড়ে তোলা;

০৪) কমপক্ষে ১৮ বছর এবং তদুর্ধ্ব বয়সের নারী-পুরুষ, ধর্ম, পেশাজীবী নির্বিশেষে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

০৫) সমবায় সমিতির সকল নীতি কার্যকর প্রয়োগের জন্য একটি সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তি গড়ে তোলা;

০৬) গ্রামবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন;

০৭) বস্তুনিষ্ঠ জরিপের মাধ্যমে গ্রাম তথ্য বই তৈরি;

০৮) প্রতিটি সমিতির নিজস্ব প্রশিক্ষিত বিষয়ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃজন এবং তাদের মাধ্যমে সরকারি সেবা দৃশ্যমানভাবে গ্রামে পৌঁছানো নিশ্চিত করা;

০৯) প্রকল্পের আওতায় ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৩০ জন সমবায়ীকে (পুরুষ ও মহিলা) প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি;

১০) পল্লীর দরিদ্রদের বিদ্যুৎ সংকটের অবসানের জন্য পরিবার পর্যায়ে সৌর শক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা;

১১) সমবায়ীদের নিজস্ব তহবিল বিনিয়োগ এবং স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ৩,৫০,০০০ জনের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;

১২) আইসিটি ব্যবহারে উৎকর্ষ সাধন এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সেবা দৃশ্যমান করা এবং তা গ্রামবাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছানো ;

১৩) সমবায় সমিতি ও মাইক্রো-ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড় সংযোগ প্রতিষ্ঠা; এবং

১৪) গ্রাম ভিত্তিক সমবায় সমিতির অন্তর্গঠিত (inbuilt) মনিটরিং পদ্ধতির উন্নয়ন করা;

১০) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

১) প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ

২) উন্মুক্ত সদস্যপদ

৩) বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃজন

৪) তহবিল সংগ্রহ এবং বিনিয়োগ কর্মসূচি

৫) অর্থনৈতিক ও আত্ম-কর্মসংস্থান কার্যাবলী

৬) সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

৭) মাসিক যৌথ সভা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দূর্বল সমিতিসমূহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

১১। <u>প্রকল্পের অগ্রগতিঃ</u>

প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ছিল ২৮৮৫৮.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়ছে ১৭ হাজার ৮২৮.৫৯ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫৯.৪৩%এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৬৮%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মূল এডিপিতে ১৪ হাজার ৬২০.০০ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত এডিপিতে ১৪ হাজার ৬২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। অতঃপর হ্রাসকৃত আরএডিপিতে ৬ হাজার ৮৭১.৪৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৬ হাজার ৮৭১.৪৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৬ হাজার ৮১৩.৫৬ লক্ষ টাকা, যা হ্রাসকৃত আরএডিপিতে বরাদ্দের ৯৯.১৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.০৭%।

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৩০ জন সমবায়ীকে (পুরুষ ও মহিলা) বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সাংগঠনিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা: সমিতি গঠন ১০ হাজার ৩৫ টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার জন। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৯ হাজার ৩৩৩টি সমিতি গঠন এবং ৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৫৬ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ১০৭ জনকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ যেমন: বিশেষ প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ (আইজিএ) এবং মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় আইজিএ প্রশিক্ষণ এনএসডিএ/বিটিইবি কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে আয়োজন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের এনএসডিএ/বিটিইবি কর্তৃক অ্যাসেসমেন্ট করা হচ্ছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় (২০২২-২০২৩) অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় (২০২২-২০২৩) অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় (২০২২-২০২৩) অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

AI QUAD CAMERA

সমবায় অধিদপ্তর

সমবায় অধিদপ্তর

www.cd.gov.bd

প্রারম্ভিকা:

দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী একটি পরীক্ষিত ও স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল করতে গ্রাম সমবায় গড়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। তিনি সমবায়ের মাধ্যমে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। তাই সমবায়কে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার ২য় খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বর্তমানে অর্থনীতির প্রায় সকল শাখায় সমবায় তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র-ব্যবসা, পরিবহন, পর্যটন, কুটির শিল্প, আবাসন, মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণদান,সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন,পানি ব্যবস্থাপনা, তাঁত শিল্প ইত্যাদি ৩৫ শ্রেণির বিভিন্ন খাতে সমবায় পদ্ধতির বিস্তার ঘটেছে।

সরকার ঘোষিত নির্বাচনী অঙ্গীকার ''রূপকল্প ২০৪১''বাস্তবায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, বিশেষ করে আর্থিক ও সেবা খাতে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ, বিদ্যমান কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তর বেশ কিছু মৌলিক লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে পারে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন বিশেষত নারী উন্নয়নের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে সমবায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বর্তমানে দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৮৬টি যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ১৯ লক্ষ ১৬ হাজার ২৯৮ জন। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্যখাতের পাশাপাশি দুগ্ধখাতে সমবায়ের কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃতি ঘটছে। দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে ১ হাজার ৪৫০টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলো শক্তিশালীকরণে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের জনশক্তির মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠছে ৩ হাজার ২৯৮টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পটি **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার** অগ্রাধিকার প্রকল্পের অন্যতম। আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে ২৩১টি গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। পরিবহণ খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলো পরিবহণসেবা প্রদানসহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। টেকসই পরিবেশ গড়তে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে।

দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে সমবায়ীদের এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মচারিবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে নতুন নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

সমবায়ের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ:

সমবায়ের মূল চালিকাশক্তি এর সদস্য/সদস্যদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা। ইতোমধ্যে সমবায় সেক্টরের জন্য রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধিকরণ, নতুন জনবল নিয়োগ, সকল পর্যায়ে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপকহারে সমবায়ীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প

গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ক) বঙ্গাবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে 'বঙ্গাবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক পাইলট প্রকল্প (খ) 'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ' শীর্ষক প্রকল্প (গ) 'দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প। এসব উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের ফলে সমবায় সেক্টরে দারিদ্র্ বিমোচনসহ সমবায়ীদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে "বঙ্গামাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতি" গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সময়ের চাহিদা পূরণে ও সমবায়ীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালে সরকার সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ সংশোধন করে সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধন-২০২০) জারি করেছে। সমবায়ীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সমবায় সমিতি আইন. ২০০১ (সংশোধন-২০০২ ও ২০১৩) এর অধিকতর সংশোধনের জন্য খসড়া আইন প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

১. সমবায় কার্যক্রমে অর্জন :

সমিতির সংখ্যা: সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত সমবায় সমিতির পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগেও বিভিন্ন শ্রেণির সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়ে থাকে। প্রতি বছরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হচ্ছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৮৮,৮৮৬টি যার মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৮৭,৪২৩টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১,২০৫টি এবং জাতীয় সমবায় সমিতি ১১টি এবং দেশব্যাপী ও বিভাগব্যাপীসহ অন্যান্য সমিতি ২৪৭ টি।

সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা: উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্ব উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নির্দেশক। সমবায় নিম্নবিত্তের সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হলেও বর্তমানে সকল শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছে। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয় পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১,১৯,১৬,২৯৮ জন।

সমবায় সমিতির অডিট: সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান বিধিবদ্ধ দায়িত্ব হচ্ছে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির হিসাব ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অডিট করা। এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বর্তমান অর্থবছরে জাতীয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতি মিলে মোট ৯০,৩৬২টি সমবায় সমিতির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

২. প্রশিক্ষণ :

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ:

সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও তৃণমূল জনগণকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে অর্থনীতির মূলস্রোতে নিয়ে আসা। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী ,কুমিল্লা ও এর আওতাধীন ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক (Income Generating Activities) প্রশিক্ষণ, সমবায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপ:

প্রতিষ্ঠান সমূহ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী	৮৬	২১৩৯
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট	৩০০	৭৭৬২
মোট	**৩৮৬**	**৯৯০১**

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ :

সমবায় সমিতির কার্যক্রমে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে গতিবৃদ্ধির জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক চাহিদানুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু-পালন, বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচির আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বান্দরবন জেলার ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র

কুমিল্লা জেলার ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র

জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি চিত্র নিম্নরুপ:

ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি:

অর্জনের খাত সমূহ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ (স.ব্য)	১০৬৫	২৬৬০০
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ (আইজিএ)	১২২	৩০৫০
মোট	**১১৮৭**	**২৯৬৫০**

ইন হাউজ প্রশিক্ষণ :বর্তমান অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরে ১০টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪১৩ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ: ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৭টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৬৫৬ জন।

সমবায় অধিদপ্তরের অডিট বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, মণিরামপুর যশোর কর্তৃক আয়োজিত আইজিএ প্রশিক্ষণে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি কর্তৃক সনদ বিতরণ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি কর্তৃক আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটখু ,লনার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, মণিরামপুর, যশোর কর্তৃক আয়োজিত আইজিএ প্রশিক্ষণে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি

আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি শক্তিশালীকরণ শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীবৃন্দের সাথে আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটখুলনা ,য় প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মত বিনিময় করেন

সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে সমিতির অর্থায়নে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন যুগ্ম নিবন্ধক, রাজশাহী

বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণে সমবায়ী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

৩. প্রশাসনিক কার্যক্রম:

কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সংখ্যা (রাজস্ব):

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।	৫০৬৩	৩৯১০	১১৫৩	-	**কর্মকর্তার রিজার্ভ পদ ১৫ টি।**
মোট	**৫০৬৩**	**৩৯১০**	**১১৫৩**		

শূন্যপদের বিন্যাস:

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	১৬	৩৯	৪০	৮৪২	২১৬	১১৫৩

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান:

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারি	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারি	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬০	১	৬১	-	-	-	-

অডিট ফি ও নিবন্ধন ফি আদায়: সমবায় অধিদপ্তর সরকারী রাজস্ব (ননট্যাক্স) আদায় করে থাকে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে সমিতির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর সমিতি হতে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ১০৭ বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন ফি হিসেবে ১০.২৯ লক্ষ টাকা এবং অডিট ফি হিসেবে ৩৭০.৫৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৩৮০.৮৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায়: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ৬৫৩.০২ লক্ষ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায় হয়েছে। সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪(সংশোধন ২০২০) এর ৮৪(২)বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বর্ষে নীট মুনাফা হতে ৩% অর্থ সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অনুকূলে জমা করার মাধ্যমে উক্ত তহবিল গঠিত হয়। সমবায় উন্নয়ন তহবিল যে কাজে ব্যয় করা যাবে তা হলো- (ক) সমবায়ের নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সমবায় সমিতির সদস্যদের শিক্ষামূলক কার্যক্রম (খ) সমবায় সমিতির উন্নয়ন (গ) সমবায় বিষয়ক কর্মকান্ড প্রচারণা, প্রকাশনা ও সম্প্রসারণ (ঘ) সমবায় বিষয়ক গবেষণা (ঙ) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ (চ) সমবায় বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠান ও দিবস পালন (ছ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমবায় সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন কাজ।

৪. দুগ্ধ সমবায়:

দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (ব্রান্ড নাম **মিল্কভিটা(** নামে একটি জাতীয় সমিতি এ খাতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি:

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার "সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প" নামে একটি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। উক্ত প্রকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন যা দিয়ে দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্পের নাম "বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড" করা হয়। উল্লেখ্য এই সমিতি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ব্রান্ড নাম মিল্কভিটা। বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড গ্রামীণ সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন, সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। মিল্কভিটা তরল দুধের পাশাপাশি ঘি, মাখন,আইসক্রীম, মিষ্টি দই, টক দই, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপনন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড এর সদস্য সংখ্যা ৮৬টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মিল্কভিটা প্রায় ৩.৭৮ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে।

৫. আশ্রয়ণ সমবায়:

আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভুক্ত কর্মসূচি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারগুলোকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথম পর্যায়ে (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদে আশ্রয়ণ প্রকল্প নামে ৩০০.০০ (তিনশত) কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি ''প্রকল্প গ্রাম''এর মাধ্যমে ৪৭২১৫টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-২০১০) মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮.০০ (ছয়শত আট) কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৩টি ''প্রকল্প গ্রাম''এর মাধ্যমে ৫৮৭০৩টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৫টি সংস্থা জড়িত থাকলেও সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

২০২২২-৩ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

বিবরণ	আশ্রয়ণ	আশ্রয়ণ ফেইজ-২	আশ্রয়ণ-২	মোট
প্রকল্প সংখ্যা (টি)	২৮৯	৭২০	২৮৯	১২৯৮
ব্যারাক সংখ্যা (টি)	২২১৩	৫৭১১	৪৮৭৭	১২৮০১
উপকারভোগীর সংখ্যা (জন)	১৯১৯৮	৫৫৫১৬	৬১০২৯	১৩৫৭৪৩
ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিত) (লক্ষ টাকা)	৪২০২.২৪	৬৭১১.১৪	১৯৭৪.৮৫	১২৮৮৮.২২
ঋণ আদায় (ক্রমপুঞ্জিত) (লক্ষ টাকা)	৩১৮৭.৪৬	৪৮৪৫.৮৮	৯৭৮.৮০	৯০১২.১৪
সার্ভিস চার্জ আদায় (ক্রমপুঞ্জিত) (লক্ষ টাকা)	২৫৯.২৭	৩৮৯.৭৪	৭২.৬৯	৭২১.৭০
মোট আদায় সার্ভিস চার্জসহ(লক্ষ টাকা)	৩৪৪৬.৭৩	৫২৩৫.৬৩	১০৫১.৪৯	৯৭৩৩.৮৪

সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ(ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় অধিদপ্তর সমিতি গঠন ও তার নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছে যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে উপজেলা সমবায় অফিসার পুনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির সংখ্যা ৩২৯৮টি।

৬.পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস):

পানি সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপপ্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা

সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধন,অডিট, নির্বাচনসহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ কার্যাবলী নিয়মিত পরিপালন করে থাকে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৪৫০টি।

৭. ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরের বিশেষ কার্যক্রম:

(ক) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতার ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট, ২০২২ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব **মোঃ মশিউর রহমান** এনডিসি এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. **তরুণ কান্তি শিকদার** এর নেতৃত্বে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবস পালন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব **মোঃ মশিউর রহমান** এনডিসি।

জাতির পিতার ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে দোয়া

জাতির পিতার ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান

(খ) সমবায় অধিদপ্তরে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ১৮ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে শেখ রাসেল দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার এর নেতৃত্বে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

শেখ রাসেল দিবস, ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার এর নেতৃত্বে পুস্পস্তবক অর্পণ

শেখ রাসেল দিবস, ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে কেক কাটছেন অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড তরুন কান্তি .শিকদার

(গ) ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন

৭ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২২ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ (মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও নিবন্ধক মহোদয়)

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২২ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন বিশেষ অতিথি সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি এবং প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল ‘বঙ্গাবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’। অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২১ প্রদান করা হয়।

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২২ অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২১ বিতরণ করছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: তাজুল ইসলাম, এমপি

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস২০২২- অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার- ২০২১ প্রাপ্তদের সাথে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সমবায় অঙ্গনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর ১০টি শ্রেণিতে সমবায় সমিতি/সমবায়ীকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করা হয়। জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায়ী এবং সমবায় সমিতির প্রতিনিধির নিকট পদক ও সনদ তুলে দেয়া হয়। পুরস্কার হিসেবে ১৮ ক্যারেট মানের ১০ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণ পদক এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২২ উদযাপনের প্রাক্কালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি এবং প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্রাচার্য্য, এমপি কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও পায়রা অবমুক্তকরণ

(ঘ) সমবায় অধিদপ্তরে মহান বিজয় দিবস উদযাপন ও শপথ পাঠ

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৬ ডিসেম্বর, ২০২২ মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল আগারগাঁওস্থ সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

মহান বিজয় দিবস ,২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ডতরুণ কান্তি . শিকদার এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান বিজয় দিবস ,২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়

(ঙ) অমর একুশে বইমেলা-২০২৩ এ সমবায় অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ

১ ফেব্রুয়ারি অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে আয়োজিত মাসব্যাপী ‘অমর একুশে বইমেলা-২০২৩’ উদ্বোধন করেন। এবারের বইমেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো **‘পড় বই, গড়ো দেশ : বঙ্গাবন্ধুর বাংলাদেশ’**। মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল উদ্বোধন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমানসমবায় ,এনডিসি , অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক**ডতরুণ কান্তি শিকদার .**। মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন বই, পত্রিকা, বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রদর্শন করা হয়।

অমর একুশে বইমেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টলে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

(চ) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সমবায় অধিদপ্তরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আসাদুজ্জামান খান,এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব স্বপন ভট্রাচার্য, এমপি,মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, বিপিএম (বার), পিপিএম, পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, জনাব সত্যজিত কর্মকার, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ এবং জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মশিউর রহমান, এনডিসি, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। দিবসের শুরুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপির নেতৃত্বে সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার, সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা / কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি'র নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

(ছ) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

১৭ মার্চ, ২০২৩ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। জন্মবার্ষিকী ও শিশুদিবস উপলক্ষ্যে কেক কাটা, আলোচনা সভা এবং শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত কেক কাটা, আলোচনা সভা এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সচিব।

জাতির পিতার ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব তরুণ কান্তি শিকদার ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

জাতির পিতার ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে আলোচনা সভার প্রধান অতিথি জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সচিব

জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশু কিশোরদের সাথে জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

(জ) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকালে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার এর নেতৃত্বে সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধকসহ সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার

(ঝ) সমবায় অধিদপ্তর এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২২-২৩):

সমবায়কে উন্নয়নমুখী ও টেকসই করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর তার চলমান কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিগত তিন বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ, নতুন নতুন উৎপাদনমুখী সমবায় সংগঠন তৈরি, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনের জন্য খসড়া আইন, সমবায় সমিতি বিধিমালা (সংশোধিত-২০২০) উল্লেখযোগ্য। গত তিন অর্থবছরে মোট ১২ হাজার ৩০টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। প্রায় ২১ লক্ষ ৫১ হাজার নতুন জনগোষ্ঠীকে সমবায় সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা, টেকসই সমবায় গঠনের নিমিত্ত ২১ হাজার ৪৭৫ জন ব্যক্তিকে সমবায় ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রায় ৯০ হাজার জনকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের সাথে মন্ত্রণালয়ের এপিএ স্বাক্ষর ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান অনুষ্ঠান

সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সকল বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক ও অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কুমিল্লা এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত Planning Process in Bangladesh শীর্ষক সেমিনারের স্থিরচিত্র

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালার স্থিরচিত্র

৮. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহ :

(১) 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক পাইলট প্রকল্প:

'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটি (১ম সংশোধিত) ৫৬৫৬.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ২৫২৫.০০ লক্ষ (রাজস্ব বাবদ ১৮৬৫.০০ লক্ষ ও মূলধন বাবদ ৬৬০.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ম-৪র্থ কিস্তি বাবদ ২১৪৬.২৫ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। চলতি বছরের জুন'২৩ মাস পর্যন্ত ১৩২৭.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫২.৫৬%।

বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম সমবায় সমিতি লিঃ, পাড়ালা, মনিরামপুর,যশোর এর কমিউনিটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বপন ভট্টাচার্য এমপি

বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম সমবায় সমিতি লিঃ, ডুংরিয়া, শান্তিগঞ্জ,সুনামগঞ্জ এর প্রদর্শনী মৎস্য খামারে পোনা অবমুক্ত করছেন জনাব আলহাজ্ব এম এ মান্নান এমপি, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী

(২) 'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ 'শীর্ষক প্রকল্প:

'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ৪৯৮০.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ১৫০৯.০০লক্ষ (রাজস্ব বাবদ ১৫০৯.০০লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে । ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ম থেকে ৪র্থ কিস্তি বাবদ ১২৮২.৬৫ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। চলতি বছরের জুন'২৩ মাস পর্যন্ত ১২২১.৪৩ লক্ষ ব্যয় করা হয়েছে । যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮০.৯৪%।

দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলার সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে ঋণের চেক বিতরণ করেন জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি

(৩) 'দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প:

'দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৬৮৮.২৪ লক্ষ টাকা। জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬ মেয়াদে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আরএডিপিতে ৩৯৫.০০ লক্ষ (রাজস্ব বাবদ ৩৯০.০০ লক্ষ ও মূলধন বাবদ ৫.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রকল্পটির ১ম হতে ৪র্থ কিস্তি বাবদ ৩৩৫.৭৫ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। চলতি বছরের জুন' ২৩ মাস পর্যন্ত ৩৩৩.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৪.৪৭%।

'দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের সুফলভোগীদের হাতে ঋণের চেক বিতরণ ও প্রশিক্ষণের স্থির চিত্র

এছাড়াও সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির ২১০ জন সদস্যকে সমিতি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নির্বাচিত সুফলভোগীগণের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩০৪০ জনকে ২টি করে উন্নত জাতের ১টি ষাঁড় বকনা ক্রয়ের জন্য ৭০ হাজার টাকা করে ঋণ সহায়তা হিসেবে মোট ২১.২৮ কোটি টাকা চেক এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তিস্তা বিধৌত গংগাচড়া উপজেলার সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর ব্যাপক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে ।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

www.bsbl.bd.org

প্রারম্ভিকা:

পাকভারত উপমহাদেশে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে কৃষকদের ঋণের বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে গরীব কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার জন্য "সমবায় ঋণদান সমিতি" গড়ে উঠে। ১৯০৪ সালে বৃটিশ ভারতে সমবায় সমিতি আইন জারির পর বৃটিশ ভারতের সর্বত্র কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন শুরু হয়। সমবায় আন্দোলনে আরও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে সমবায় সমিতি আইন প্রণীত হয় এবং এর মাধ্যমে সমবায় ঋণদান সমিতি সৃষ্টি হলেও মাঝারি ও বড় চাষীদের প্রয়োজনে আর্থিক চাহিদা মেটানো দুঃসাধ্য হয়। সরকারী উদ্যোগে ১৯২২ সালে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার সদর দপ্তর হয় কোলকাতায়। পরবর্তী সময়ে ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৯১২ সালের আইনকে সংশোধন করে দা বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি এ্যাক্ট, ১৯৪০ প্রণয়নের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে আরও অর্থবহ ও কার্যকর করার বিধান সৃষ্টি করে। ১৯৪০ সালের দা বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি এ্যাক্ট অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ ইস্ট পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ০১-০৪-১৯৪৮ তারিখ হতে সদরঘাট এলাকায় অবস্থিত ভিক্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন জনশন রোডে একটি ভাড়া বাড়ীতে কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে ৩/১০ জনশন রোডে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মালিকানাধীন ভবনটি ক্রয় করে পুরোদমে কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৯৫৯ সালে ৯-ডি, মতিঝিল এলাকায় ৮.৭৬ কাঠা জমি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট হতে ৯৯ বছরের জন্য লীজ গ্রহণ করে ১৯৬২ সালে ৯ তলা বিশিষ্ট সমবায় ব্যাংক ভবন তৈরী করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর এই ব্যাংকটি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেড নামকরণ করা হয়। পরবর্তীসময়ে ১৯৭৮ সালে উপ-আইন সংশোধন করে এই ব্যাংকটির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. (বিএসবিএল)। প্রতিষ্ঠাকালীন ব্যাংকের নিবন্ধন নং ছিল ৩, তারিখ ৩১-০৩-১৯৪৮ খ্রি.। পরবর্তীতে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা নতুনভাবে জারী হওয়ার পর ২০০৫ সালে উপ-আইন সংশোধিত আকারে নিবন্ধন করা হয়। সংশোধিত নিবন্ধন নং ০১ বি, তারিখ ০৯-০৩-২০০৫ খ্রি.।

রুপকল্প (Vision):

সমবায় সেক্টরে শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায়ীদের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন।

অভিলক্ষ্য (Mission):

নতুন ও যুগোপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখা।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলী:

- সমবায় ভিত্তিক পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা;
- সমবায় ভিত্তিক আর্থসামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনায় বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা; এবং
- সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং ব্যাংকের উপ-আইন মোতাবেক এর সদস্যসমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সকল প্রকার ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

কর্পোরেট তথ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ
আইনগত সত্ত্বা:	১৯৪৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন অনুযায়ী গঠিত হলেও বর্তমানে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ নামে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত- ২০০২, ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত- ২০২০) অনুযায়ী পরিচালিত। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হলেও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্লিয়ারিং হাউজের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে নিবিড়ভাবে কাজ করে থাকে।
প্রতিষ্ঠাকাল:	৩১ মার্চ ১৯৪৮খ্রি.
কার্যক্রম শুরুর তারিখ:	০১ এপ্রিল ১৯৪৮খ্রি.
অনুমোদিত মূলধন:	১০০,০০,০০,০০০.০০ (একশত কোটি) টাকা
পরিশোধিত মূলধন:	৭,৫২,৭০,১৫৭.০০ টাকা (৩০-০৬-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)
শেয়ারের মালিকানা:	সরকার ১৮.৬৯%, সমবায়ী প্রতিষ্ঠান ৮১.৩১%।
সদস্য সংখ্যা:	৪৪৫ টি
পরিসম্পদ:	৪৭৯,৭৭,০১,৪৯৫.৮২ টাকা
প্রতি শেয়ারের মূল্য (Face value)	১০০০ (এক হাজার) টাকা।
কার্যক্রমের ধরণ:	সমবায় সমিতিসমূহকে কৃষি ঋণ, প্রকল্প ঋণ, সরকারি/আধাসরকারি চাকুরিজীবীদের কনজুমার্স ঋণ, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পার্সোনাল ঋণ, ব্যক্তি পর্যায়ে স্বর্ণ জামানত ঋণ প্রদানসহ সকল পর্যায়ে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।
সভাপতি:	ড. হুমায়রা সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
মহাব্যবস্থাপক (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা):	জনাব ঝর্ণা প্রভা দেবী (ভারপ্রাপ্ত)
প্রধান কার্যালয়:	৯-ডি, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
আন্তর্জাতিক সংস্থা:	২০১৫ সালে International Co-operative Alliance (ICA) এবং ২০১৯ সালে International Co-operative Banking Association (ICBA) এর সদস্যপদ লাভ করেছে।
অডিট দলনেতা (২০২১-২০২২ অর্থবছর)	জনাব সাইয়্যেদাতুন নেছা, যুগ্ম-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
আয়কর উপদেষ্টা:	জনাব এ.কে.গোলাম কিবরিয়া (এফসিএ)
আইন উপদেষ্টা:	জনাব এডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম
কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা:	অনুমোদিত-৩৩২ জন, কর্মরত-২২৫ জন (৩০-০৬-২০২৩ পর্যন্ত)।
দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বর:	০২২২৩৩৮৪৬২৮, ০২২২৩৩৮৭৮০০, ০২২২৩৩৫৬২৪০, ০২২২৩৩৮৮৪২২
ব্যাংকের ওয়েব সাইট:	www.bsbl.org. bd
ব্যাংকের ই-মেইল:	bdbsbl_bank@yahoo.com; bsblrdcd@gmail.com

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর উপ আইন অনুযায়ী প্রধান উদ্দেশ্য সমূহ

(ক) বাংলাদেশের সমবায় সমিতিসমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমূহের শীর্ষ স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা;
(খ) বিজ্ঞান সম্মত ব্যবসায়িক নীতিমালা অনুযায়ী সমবায় সমিতি সমূহের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা;
(গ) ঋণ গ্রহিতা কেন্দ্রীয় সমিতি ও অন্যান্য সমবায় সমিতি সমূহের আর্থিক বিষয়ে নিয়ন্ত্রন এবং সমন্বয় সাধন করা;
(ঘ) প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমূহের সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য সেই সমস্ত সমিতিকে অথবা তাহাদের ফেডারেশনের মাধ্যমে গুদাম অথবা ওয়্যার হাউজ, কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মাণ এবং উৎপাদিত পন্য মজুত রাখা ও বিক্রির ব্যাপারে ঋণ সহায়তা প্রদান করা;
(ঙ) সমগ্র বাংলাদেশের সমবায় প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
(চ) সকল উপায়ে সদস্য সমিতি সমূহের স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য উপদেশ, সহায়তা ও সমন্বয় সাধন করা এবং
(ছ) সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং এই সকল উপ- আইন মোতাবেক সমবায় সমিতিসমূহ এবং অন্যান্যদের সাথে ব্যাংকিং ব্যবসা করা।

আইন ও বিধিমালা এবং এই সকল উপ-আইনের বিধি নিষেধ অনুযায়ী উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য ব্যাংক স্বাধীনভাবে নিম্নোক্ত কাজে নিয়োজিত থাকিবে:

(ক) সুদসহ বা সুদ ব্যতিরেকে আমানত গ্রহণ বা অর্থ প্রদান, চেক, ড্রাফট, পেমেন্ট অর্ডার ইস্যু, প্রত্যাহারকরণ, শর্ত সাপেক্ষে আমানত বা অন্যভাবে অর্থ গ্রহণ;
(খ) ব্যাংকের ব্যবসার উদ্দেশ্যে উহার সম্পদ বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ;
(গ) বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুকরণ, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, ডিবেঞ্চার, স্বর্ণালংকার বা স্বর্ণপিন্ড জামানত রাখিয়া ঋণ প্রদান, যেকোন কনজুমার্স ক্রেডিট পরিচালনা করা;
(ঘ) ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ এবং অগ্রিমের জামানত হিসাবে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির প্লেজ (Pledge), বন্ধক, হাইপোথিকেশন (Hypothecation) বা স্বত্বনিয়োগ (Assignment) গ্রহণ করা;
(ঙ) উপযুক্ত জামানতের ভিত্তিতে ঋণ, কৃষি ঋণ, শস্য ঋণ, শিল্প ঋণ ও অন্যান্য ঋণ এবং জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা;
(চ) বিভিন্ন প্রকার ক্রেডিট কার্ড, রেডিক্যাশ কার্ড ইত্যাদি ইস্যু ও বাজারজাত করণ;
(ছ) হাউজিং/রিয়্যাল এষ্টেট ব্যবসা করা ও উহার বিপরীতে অর্থায়ন করা;
(জ) ঋণ গ্রহণ, অর্থ গ্রহণ, যথাযথ জামানতের ভিত্তিতে ঋণ ও অগ্রিম দেওয়া, বিনিময় বিল, হুন্ডি, প্রতিশ্রুতিপত্র, ডিবেঞ্চার, কুপন, ড্রাফট, বহনপত্র, রেলওয়ে রশিদ, ওয়ারেন্ট সার্টিফিকেট, হস্তান্তর বা বিনিময়যোগ্য হউক বা না হউক এমন অন্যান্য দলিল, সম্পত্তি গ্রহণ করা, বিতরণ করা, ক্রয় করা, বিক্রয় করা ও সংগ্রহ করা এবং লেটার অব ক্রেডিট, ট্রাভেলার্স চেক, সার্কুলার নোট, বিদেশী ব্যাংক নোটসহ বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদন, ইস্যু, ক্রয় ও বিক্রয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করা;
(ঝ) শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার ষ্টক, বন্ড, দায় সম্পত্তি নিদর্শনপত্র ও অন্যান্য দলিল গ্রহণ, ধারন, কমিশন ভিত্তিতে প্রেরণ এবং উহাদের দায় গ্রহণ ও লেনদেন এবং বন্ড, শেয়ার স্ক্রিপ্ট ও অন্যান্য সম্পত্তি নিদর্শনপত্র ক্রয় ও বিক্রয় করা;
(ঞ) ঋণ ও অগ্রিমের বন্দোবস্ত করা, সর্বপ্রকার বন্ড, স্ক্রিপ্ট ও মূল্যবান সামগ্রীর আমানত গ্রহণ বা উহাদিগকে নিরাপদ হেফাজত বা অন্যভাবে রাখিবার জন্য গ্রহণ;
(ট) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা;
(ঠ) সর্ব প্রকার গ্যারান্টি ও ইনডেমনিটি ব্যবসা পরিচালনা করা;
(ড) ক্রয়, ইজারা, বদলা, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করা;
(ঢ) ট্রাষ্ট সম্পাদন এবং দায় পরিগ্রহণ করা এবং সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ট্রাস্টি অথবা নির্বাহক হওয়া;
(ণ) কোন ব্যবসা বা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের শেয়ার গ্রহণ ও ধারণ করা;
(ত) ব্যাংকের তহবিল দ্বারা কোন ব্যবসা বা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের শেয়ার গ্রহণ বা ধারণ করা;

(থ) যে কোন সমবায় সমিতির ডিবেঞ্চার এবং ডিবেঞ্চার ষ্টক ইস্যু ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে উদ্যোগী হওয়া, চালু করা, বীমা করা, নিশ্চয়তা দেওয়া, অবিক্রিতগুলি ক্রয় করিতে অঙ্গীকার করা এবং এতদউদ্দেশ্যে টাকা ধার দেওয়া;

(দ) ব্যাংকের আয়ত্বাধীন যে কোন সিকিউরিটির টাকা আদায়ের সহায়তার জন্য অথবা ইহার সম্ভাব্য ক্ষতি অথবা দায় রোধ অথবা কমানোর জন্য ব্যাংক উপযুক্ত মনে করিলে অথবা আয়ত্ব করিতে সহজতর হইলে যে কোন স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের মাধ্যমে আয়ত্ব, ইজারা, ভাড়া করিতে পারিবে এবং সম্পূর্ণ অথবা আংশিক দায় মিটানোর জন্য ব্যাংকের আয়ত্বাধীন ঐ সমস্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, বিক্রয় এবং আদায় করিতে পারিবে;

(ধ) ব্যাংকের উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধার্থে এবং প্রয়োজনে ভবন/মার্কেট আয়ত্ব করা, নির্মাণ করা, সংরক্ষণ ও পরিবর্তন এবং
পরিবর্ধন করা;

(ন) যে কোন সমবায় সমিতির এজেন্ট হিসাবে কাজ করা এবং

(প) ব্যাংকের ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের জন্য আনুষাঙ্গিক ও সহায়ক অন্যান্য সকল বিষয় সম্পাদন।

সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা এবং উপ-আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ -এর কার্যাবলী

- সুদসহ বা সুদ ব্যতিরেকে আমানত গ্রহণ, চেক, ড্রাফট, পেমেন্ট অর্ডার ইস্যু;
- বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যু, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, ডিবেঞ্চার, স্বর্ণালংকার বা স্বর্ণপিন্ড জামানত রেখে ঋণ প্রদান, যেকোন কনজিউমার ক্রেডিট পরিচালনা;
- ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ এবং অগ্রীমের বিপরীতে জামানত হিসেবে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পেজ (Pledge), বন্ধক, হাইপোথিকেশন (Hypothecation) বা স্বত্বনিয়োগ (Assignment) গ্রহণ;
- উপযুক্ত জামানতের ভিত্তিতে ঋণ, কৃষি ঋণ, শস্য ঋণ, শিল্প ঋণ ও অন্যান্য ঋণ এবং জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
- বিভিন্ন প্রকার ক্রেডিট কার্ড, রেডিক্যাশ কার্ড ইত্যাদি ইস্যু ও বাজারজাতকরণ;
- হাউজিং/রিয়্যাল এষ্টেট ব্যবসা করা ও উহার বিপরীতে অর্থায়ন;
- ঋণ গ্রহণ, অর্থ গ্রহণ, যথাযথ জামানতের ভিত্তিতে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান, বিনিময় বিল, হুন্ডি, প্রতিশ্রুতিপত্র, ডিবেঞ্চার, কুপন, ড্রাফট, বহনপত্র, রেলওয়ে রশিদ, ওয়ারেন্ট সার্টিফিকেট, হস্তান্তর বা বিনিময়যোগ্য হউক বা না হউক এমন অন্যান্য দলিল, সম্পত্তি গ্রহণ, বিতরণ, ক্রয়, বিক্রয় ও সংগ্রহ এবং লেটার অব ক্রেডিট, ট্রাভেলার্স চেক, সার্কুলার নোট, বিদেশী ব্যাংক নোটসহ বৈদেশিক মুদ্রা, ইস্যু, ক্রয় ও বিক্রয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা;
- শেয়ার, ডিবেঞ্চার ষ্টক, বন্ড, দায় সম্পত্তি নিদর্শনপত্র ও অন্যান্য দলিল গ্রহণ, ধারণ, কমিশন ভিত্তিতে প্রেরণ এবং উহাদের দায় গ্রহণ ও লেনদেন;
- ঋণ ও অগ্রিমের বন্দোবস্ত করা, সর্বপ্রকার বন্ড, স্ক্রিপ্ট ও মূল্যবান সামগ্রীর আমানত গ্রহণ বা উহাদিগকে নিরাপদ হেফাজত বা অন্যভাবে জমা রাখার জন্য গ্রহণ;
- সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ;
- সর্ব প্রকার গ্যারান্টি ও ইনডেমনিটি ব্যবসা পরিচালনা;
- ক্রয়, ইজারা, বদলা, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন;
- ট্রাষ্ট সম্পাদন এবং দায় পরিগ্রহণ এবং সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ট্রাষ্টি অথবা নির্বাহক হওয়া;
- যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ কোন ব্যাংকিং বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার গ্রহণ ও ধারণ;

- যে কোন সমবায় সমিতির ডিবেঞ্চার এবং ডিবেঞ্চার ষ্টক ইস্যু ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে উদ্যোগী হওয়া, চালু করা, বীমা করা, নিশ্চয়তা দেওয়া, অবিক্রিতগুলি ক্রয় করতে অঙ্গীকার করা এবং এতদউদ্দেশ্যে টাকা ধার দেওয়া;
- ব্যাংকের আয়ত্বাধীন যে কোন সিকিউরিটির টাকা আদায়ের সহায়তার জন্য অথবা ইহার সম্ভাব্য ক্ষতি অথবা দায় রোধ অথবা কমানোর জন্য ব্যাংক উপযুক্ত মনে করলে অথবা আয়ত্ব করতে সহজতর হলে যে কোন স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের মাধ্যমে আয়ত্ব, ইজারা, ভাড়া এবং সম্পূর্ণ অথবা আংশিক দায় মিটানোর জন্য ব্যাংকের আয়ত্বাধীন সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, বিক্রয় এবং বকেয়া অর্থ আদায় করতে পারবে;
- ব্যাংকের উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে ভবন/মার্কেট, নির্মাণ, সংস্কার, পরিবর্ধন বা উন্নয়ন;
- যে কোন সমবায় সমিতির এজেন্ট হিসেবে কাজ করা;
- ব্যাংকের ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য আনুষাঙ্গিক ও সহায়ক অন্যান্য সকল বিষয় সম্পাদন;
- সমবায় সমিতি আইনে যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নিবন্ধিত সমবায় সমিতিগুলোকে ঋণ প্রদান করা;
- ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণ প্রদান;
- সমবায় সদস্যদের মধ্য হতে ভবিষ্যতে উন্নয়নের সম্ভাবনাপূর্ণ উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা;
- আত্ম কর্মসংস্থানের নিমিত্তে সমবায়ী সদস্যদের ঋণ প্রদান করা এবং
- মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষমতায়নের নিমিত্তে ঋণ সরবরাহ করা ।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো

- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: এর কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং ঋণ গ্রহণকারী সকল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে;
- ব্যাংকের সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক আখচাষী সমবায় সমিতি, উপজেলা/থানা কেন্দ্রীয় বহুমূখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিক সমবায়ী সদস্যদের মধ্যে কৃষি ঋণ (স্বল্প/মধ্যম/দীর্ঘ মেয়াদী), কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়;
- ব্যাংকের সদস্য নয় এমন সমবায় সমিতির সদস্যদেরও আয়-বর্ধনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে পল্লী প্রকল্প ঋণ (মৎস্য চাষ, গবাদীপশু পালন, হাঁস মুরগি পালন, কুটির শিল্প) বিতরণ ও আদায়;
- মহিলা সমবায়ী সদস্যদের জন্য স্বল্প মুনাফায় স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক প্রকল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়।
- কনজুমার্স ও পার্সোনাল ঋণ বিতরণ ও আদায়;
- স্বর্ণ/স্বর্ণালংকার বন্ধকী ঋণ বিতরণ ও আদায়;
- কনজুমার্স ও পারর্সোনাল ঋণ এবং প্রকল্প ঋণ, এসএমই ঋণের মুনাফা ৯% এ কার্যকর;
- ব্যাংকের কর্মচারীদের গৃহ-নির্মাণ, মোটর গাড়ী ও কম্পিউটার ক্রয় ঋণ বিতরণ ও আদায়;
- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী সম্প্রসারণ এবং ঋণ গ্রহীতা সদস্যগণকে ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরগুলোতে আঞ্চলিক কার্যালয় এবং বিভিন্ন জেলায় জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর,

ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও বরিশালসহ ১৮টি জেলায় জেলা কার্যালয় চালু করে কর্মকর্তা/কর্মচারী পদায়ন করা হয়েছে এবং

- বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবীক্ষণের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর সদস্যভুক্ত ৭৩টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং ৫৮টি সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ এর বরাবরে বাংলাদেশ ব্যাংক কোড নম্বর বরাদ্দ প্রদান করেছেন। এ বরাদ্দকৃত কোড নম্বর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ -এর শাখা হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ- এর কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলীর লক্ষ্যসমূহ

- সমবায় ভিত্তিক পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা;
- সমবায় ভিত্তিক আর্থসামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনায় বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এবং
- সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং ব্যাংকের উপ-আইন মোতাবেক এর সদস্য সমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সকল প্রকার ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ- এর লক্ষ্যসমূহ

- সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সমবায় খাতের একমাত্র অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই ব্যাংকের শক্তিশালী আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে তোলা;
- সমবায় সমিতি ও সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অব্যাহত অর্থায়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা;
- ব্যাংকের সকল সেবা ও কার্যক্রম অটোমেশনের মাধ্যমে ডিজিটাইজ করা;
- নারীর ক্ষমতায়নে মহিলা সমবায় সমিতিতে ৮% সরল মুনাফায় ঋণ প্রদান করা এবং
- মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে এই ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ- এর অঙ্গীকার

- দেশ ও জাতির প্রতি
- সদস্যের প্রতি
- গ্রাহকের প্রতি
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি
- সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতি

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ- এর সেবাসমূহ

ব্যাংকিং সেবাসমূহ

- স্থায়ী আমানত হিসাব
- সঞ্চয়ী আমানত হিসাব
- চলতি আমানত হিসাব
- ডিডি/পে-অর্ডার সুবিধা
- MICR ইন্সট্রুমেন্ট (চেক, ডিডি, পে-অর্ডার) ইস্যু
- অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ-এর সুবিধা

চলতি আমানত হিসাব

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাধারণ লেনদেনের সুবিধার্থে চলতি আমানত হিসাব খোলাসহ ব্যাংকিং কার্য সময়ে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া এবং তোলার সুবিধা।

মুনাফা

চলতি আমানত হিসাব জমার উপর বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী কোন প্রকার মুনাফা প্রদান করা হয় না।

সরকারি, আধা-সরকারি অথবা দাতব্য সংস্থার নামে পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব হতে কোন চার্জ আদায় করা হয় না।

সঞ্চয়ী আমানত হিসাব

ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত টাকা লেনদেনের সুবিধার্থে সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সুবিধা পাওয়া যায়।

মুনাফা: সঞ্চয়ী আমানত হিসাবে জমা টাকার উপর প্রতিযোগীতামূলক হারে মুনাফা প্রদান করা হয়।

স্থায়ী আমানত হিসাব

বিভিন্ন মেয়াদে আকর্ষনীয় বিভিন্ন প্রকল্পে স্থায়ী আমানত জমা রাখার সুবিধা ।

মুনাফা: স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা টাকার উপর প্রতিযোগীতামূলক হারে মুনাফা প্রদান করা হয়।

ডিপিএস: বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: এর ব্যবসা সম্প্রসারণ লক্ষ্যে ডিপিএস (ডিপোজিট পেনশন স্কীম) চালু করেছে।

MICR ইন্সস্ট্রুমেন্ট: গ্রাহকগণের সুবিধার্থে নিরাপদভাবে লেনদেনের জন্য MICR (Magnetic Ink Character Recognition) Code আধুনিক সম্বলিত চেক/পে- অর্ডার ইস্যু করা হয়।

অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ: বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউজের সদস্য পদ লাভ করে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে আমানতকারীগণ যাতে সারাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বল্প সময়ে ও নিরাপদ লেনদেন করতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে BACH এর আওতায় BACPS ও BEFTN এর সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

বিনিয়োগ সেবাসমূহ

স্বল্প মেয়াদী ঋণ

- আউশ, আমন, বোরো ঋণ
- গম/আলু , রবি শস্য/শীতকালীন শাক-সবজি ঋণ
- ভুট্টা/পাট/গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি ঋণ
- ইক্ষু ঋণ
- গভীর নলকূপ ঋণ
- অগভীর নলকূপ ঋণ
- হস্তচালিত নলকূপ/রোয়ার পাম্প/ট্রেডল পাম্প ঋণ

মধ্যম মেয়াদী ঋণ

- হালের গরু/মহিষ ক্রয় ঋণ
- মৎস্য চাষ ঋণ
- গরু মোটাতাজাকরণ ঋণ
- গাভীপালন /দুগ্ধ খামার ঋণ
- ছাগল/ভেড়া খামার ঋণ
- হাঁস/মুরগি খামার ঋণ

দীর্ঘমেয়াদী ঋণ

- কৃষি ভূমির উন্নয়ন ঋণ
- সেচ/কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ঋণ
- হালের গরু/মহিষ ক্রয় ঋণ

অকৃষি ঋণ

- ক্ষুদ্র ঋণ, মহিলা ও যুব কর্মসংস্থান ঋণ
- সমবায় গৃহায়ণ ঋণ
- সমন্বিত পল্লী প্রকল্প ঋণ (সংশোধীত)
- স্বর্ণ আমানত ঋণ
- ক্যাশ ক্রেডিট
- পল্লী প্রকল্প ঋণ
- কনজুমার্স ঋণ (সরকারি ও আধাসরকারি চাকুরীজীবিদের জন্য)
- পার্সোনাল ঋণ (শুধুমাত্র সরকারি চাকুরীজীবিদের জন্য)

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ব্যাংকের বিভিন্নমূখী সেবা ও কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো

ঋণ/বিনিয়োগ

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সমবায় সমিতি আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত একটি জাতীয় সমবায় সমিতি। এই ব্যাংকের নিবন্ধিত উপ আইন অনুযায়ী সমবায় অঞ্চলে শীর্ষ অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য সদস্য সমবায় সমিতি এবং অসদস্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তি সদস্যদের কৃষি ঋণ ও বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে পল্লী প্রকল্প ঋণ প্রদান করা। এছাড়া ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কনজুমার্স ঋণ, পার্সোনাল ঋণ, স্বর্ণ জামানত ঋণ ইত্যাদি ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকার ঋণ কার্যক্রমে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০০৪ জন এবং ৩০শে জুন/২০২৩ পর্যন্ত মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫৪,৮১২।

কৃষি ঋণ

এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫২ সাল হতে সরকারী গ্যারান্টির বিপরীতে প্রতিবছর বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য এই ব্যাংককে স্বল্প সুদে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হতো। এই ব্যাংকের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক লিঃ (বর্তমানে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক), কেন্দ্রীয় আখচাষী সমবায় সমিতি লিঃ, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন লিঃ, কেন্দ্রীয় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সমবায় সমিতি লিঃ ইত্যাদি গড়ে তোলা হয়। এই সকল কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সদস্যভুক্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও ব্যক্তি সমবায়ী কৃষক সদস্যদের কৃষি পণ্য উৎপাদন, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য নিয়মিত ঋণ প্রদান করে আসছিল। ১৯৮৮-১৯৮৯ অর্থ বছর পর্যন্ত এই ঋণের ধারা অব্যাহত ছিল।

১৯৮৮-১৯৮৯ অর্থ বছরের পর সরকারী গ্যারান্টি প্রদান বন্ধ করে দেওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে আর কোন কৃষি ঋণ সহায়তা পাওয়া যায়নি। অপরদিকে ১৯৯১ সালে তৎকালীন সরকার ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ এর ঘোষনা দেওয়া সত্বেও পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে সমবায় খাতে বিতরণকৃত কৃষি ঋণ মওকুফের আওতা বহির্ভূত বলে ঘোষনা দেয়। কিন্তু সাধারণ সমবায়ী কৃষক সমাজ সরকারী ঘোষনা বিবেচনায় নিয়ে এই ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত কৃষি ঋণের আসল ও মুনাফা পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে এই ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত কৃষি ঋণের বিরাট অংশ মাঠ পর্যায় হতে আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। একই সাথে সরকারী গ্যারান্টি

প্রদান বন্ধ করে দেওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকও ঋণ সহায়তা প্রদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। এহেন অবস্থায় এই ব্যাংক ব্যাপক ভাবে আর্থিক সংকটে পড়ে এবং সমবায়ী কৃষকদের চাহিদা মোতাবেক প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণে অসামর্থ্য হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে, মাঠ পর্যায়ে কৃষি সমবায় সমিতিসহ অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলি ক্রমান্বয়ে দূর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়ে।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর আর্থিক দৈন্যতা ও মাঠ পর্যায়ে অনাদায়ী কৃষি ঋণের কথা বিবেচনা করে এই ব্যাংক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বিনিয়োগকৃত কৃষি ঋণের অনাদায়ী সুদ ও দন্ডসুদ বাবদ ৯৮৭১.২৬ লক্ষ টাকা ভর্তুকি প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উহার ধারাবাহিকতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হতে পর্যায়ক্রমে সরকার কৃষি ঋণের সুদ ও দন্ডসুদের ভর্তুকি বাবদ ৯৮৭১.২৬ লক্ষ টাকা প্রদান করে এবং আসল বাবদ পাওনা অর্থ পুনঃতফসিল করে পাঁচ বছরের মধ্যে আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করেন। সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সুদ ও দন্ডসুদ বাবদ প্রাপ্ত ভর্তুকির টাকা হারাহারিভাবে বন্টন করে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর আসল বাবদ পাওনা অর্থ পুনঃতফসিল করে দিলেও সমিতিগুলোর নিকট হতে সমুদয় আসল টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে পুনঃতফসিল ঋণের আসল বাবদ ব্যাংকের প্রায় ১৪২৮.৩০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

১৯৯০-১৯৯১ অর্থ বছর হতে এই ব্যাংক সদস্যদের পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ও মুনাফা হতে গঠিত তহবিল দ্বারা নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এই ব্যাংক উহার সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক (বর্তমানে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক), কেন্দ্রীয় আখচাষী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সমবায় সমিতি ও প্রান্তিক সমবায়ী কৃষকদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ৯% সরল মুনাফায় রোপা-আমন, গম, রবি-শস্য, ভূট্টা, শীতকালীন শাক-সবজি, ইরি-বোরো, আউশ-বোনা আমন, পাট ও গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি আবাদে স্বল্প-মেয়াদী কৃষি ঋণ এবং সেচ/কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, দুগ্ধ খামার, হাঁস/মুরগী পালন, ছাগল/ভেড়া পালন, মৎস্য চাষ ও নার্সারি উন্নয়নের জন্য মধ্যম মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ২৫.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে নিজস্ব তহবিল ঋণের আসল বাবদ ৯৪০.১৯ লক্ষ টাকা, মুনাফা বাবদ ১১০৮.১০ লক্ষ টাকা মোট ২০৪৮.২৯ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে। সমিতিগুলোকে নতুন ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন সময় কৃষি ঋণ নীতিমালার শর্ত শিথিল ও সংশোধন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কৃষি ঋণ খাতে দাদন, আদায়যোগ্য, আদায় ও পাওনার বিবরণী

ক. নিজস্ব তহবিল ঋণ

(লক্ষ টাকার অংকে)

ক্র: নং	ব্যাংক/ সমিতির নাম	০১-০৭-২০২২ তারিখে পাওনা/বকেয়া			বিতরণ ২২-২৩ অর্থ বছর	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আদায়যোগ্য (মামলা বাদে)			আদায় ২০২২-২০২৩ অথবছরে			আদায়ের হার	৩০-০৬-২০২৩ তারিখে পাওনা/বকেয়া		
		আসল	মুনাফা ও দন্ড মুনাফা	মোট		আসল	মুনাফা ও দন্ড মুনাফা	মোট	আসল	মুনাফা ও দন্ডমুনাফা	মোট		আসল	মুনাফা ও দন্ড মুনাফা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ	৩৭৩.৪৪	৩১৪.৪০	৬৮৭.৮৪	২৫.০০	৩০৭.৭৭	২১৮.৭৮	৫২৬.৫৫	৭৬.১১	৩১.১৬	১০৭.২৭	১২.৭০ %	৩২২.৩৩	৩১৩.৯৩	৬৩৬.২৬
২	কেন্দ্রীয় আখচাষী সমবায় সমিতি লিঃ	০.৫৬	০.২৮	০.৮৪	০.০০	০.৫৬	০.২৮	০.৮৪	০.০১	০.০১	০.০২		০.৫৫	০.৩২	০.৮৭
৩	উপজেলা/থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ	১.৫৩	১৩.৭৩	১৫.২৬	০.০০	১.৫৩	১৩.৭২	১৫.২৫	০.০০	০.০৫	০.০৫		১.৫৩	১৩.৬৬	১৫.১৯
৪	সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক	৬৪৩.১৯	৭৫১.৮৯	১৩৯৫.০৮	০.০০	৫১১.৫৪	৬২১.৩২	১১৩২.৮৫	২৮.১৭	১৫.২৯	৪৩.৪৬		৬১৫.৭৮	৭৮০.১৯	১৩৯৫.৯৭

ক্র: নং	ব্যাংক/ সমিতির নাম	০১-০৭-২০২২ তারিখে পাওনা/বকেয়া			বিতরণ ২২-২৩ অর্থ বছর	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আদায়যোগ্য (মামলা বাদে)			আদায় ২০২২-২০২৩ অথবছরে			আদায়ের হার	৩০-০৬-২০২৩ তারিখে পাওনা/বকেয়া		
		আসল	মুনাফা ও দন্ড মুনাফা	মোট		আসল	মুনাফা ও দন্ড মুনাফা	মোট	আসল	মুনাফা ও দন্ডমুনাফা	মোট		আসল	মুনাফা ও দন্ড মুনাফা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
	লিঃ **														
	মোটঃ	**১০১৮.৭২**	**১০৮০.৩০**	**২০৯৯.০২**	**২৫.০০**	**৮২১.৪০**	**৮৫৪.১০**	**১৬৭৫.৫০**	**১০৪.২৯**	**৪৬.৫১**	**১৫০.৮০**		**৯৪০.১৯**	**১১০৮.১০**	**২০৪৮.২৯**

**(বর্ণিত অর্থবছরে আসল বাবদ ০.৭৫ লক্ষ ও মুনাফা ০.৩৫ লক্ষ টাকা সমন্বয়/সংশোধন করা হয়েছে)

বি:দ্র:- উক্ত পাওনার মধ্যে ৫টি সমিতির সাথে মামলা চলমান রয়েছে। যাদের নিকট আসল ১৬৩.৯৩ লক্ষ টাকা, মুনাফা ২২৮.৭২ লক্ষ টাকা মোট ৩৯২.৬৫ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত অর্থ বছরের দাদনকৃত ঋণের মধ্যে ৭৯.৭৮ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য হয়নি।

খ. পুন:তফসিলকৃত ঋণ

(লক্ষ টাকার অংকে)

ক্র: নং	ব্যাংক/ সমিতির নাম	০১-০৭-২০২২ তারিখে মাঠে পাওনা			২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আদায়	সর্বমোট হালনাগাদ আদায় (৩০.০৬.২০২৩ পর্যন্ত)	৩০.০৬.২০২৩ তারিখে মাঠে পাওনা		
		আসল	মুনাফা	মোট	আসল	আসল	আসল	মুনাফা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ	১১২৭.৪২	০.০০	১১২৭.৪২	৩৬.৭৩	৪৩.৩২	১০৯০.(৯	০.০০	১০৯০.৬৯
২	কেন্দ্রীয় আখচাষী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৫.৮৮	০.০০	১০৫.৮৮	০.১০		১০৫.৭৮	০.০০	১০৫.৭৮
৩	উপজেলা/থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ	১১৬.০৮	০.০০	১১৬.০৮	৬.৪১		১০৯.৬৭	০.০০	১০৯.৬৭
৪	সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ	১২২.২৪	০.০০	১২২.২৪	০.০৬		১২২.১৬	০.০০	১২২.১৬
	সর্বমোটঃ	**১৪৭১.৬২**	০.০০	**১৪৭১.৬২**	৪৩.৩২	৪৩.৩২	**১৪২৮.৩০**	০.০০	**১৪২৮.৩০**

বি:দ্র:- উক্ত পাওনার মধ্যে ৯টি সমিতির সাথে মামলা চলমান রয়েছে। যাদের নিকট আসল বাবদ ২৩৬.৭৯ লক্ষ টাকা টাকা পাওনা রয়েছে।

গ. অন্যান্য কৃষি ঋণ (স্বাধীনতাপূর্বকালীন সময়ের দাদনকৃত):

(১) পল্লী প্রকল্প/USAID ঋণ খাতে ১৯ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির নিকট আসল ৫৮.৩৯ লক্ষ টাকা, মুনাফা ২৩২.৭৩ লক্ষ টাকা মোট ২৯১.১৩ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে।

(২) Bank Own Fund (নিজস্ব তহবিল পুরাতন) খাতে ১৮ টি সমবায় কো-অপারেটিভ সোসাইটির নিকট আসল ১১.৭৭ লক্ষ টাকা, মুনাফা ৭৭.৪৭ টাকা মোট ৮৯.২৩ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে।

উক্ত সমিতিগুলোর মধ্যে অধিকাংশ সমিতি অকার্যকর ও অস্তিত্বহীন।

পল্লী প্রকল্প ঋণ কার্যক্রম

সমবায় খাতের শীর্ষ অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ উহার সদস্যভুক্ত সমবায় সমিতি, অসদস্য সমবায় সমিতি এবং সমবায়ীগণ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি/কর্মকান্ডে জামানতবিহীন ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারনামা/চুক্তিপত্র সম্পাদনপূর্বক জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা হারে দুই বছর মেয়াদী মাসিক/ত্রৈমাসিক/ ষাম্মাসিক ভিত্তিতে কিস্তি পরিশোধের শর্তে ৯% সরল মুনাফায় হাঁস মুরগী, গাভী পালন, পাট ও পেয়াজ, হস্ত শিল্প, গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস্য চাষ, তরমুজ চাষ, বাঁশ ও বেত, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কচু ও কচুর লতি চাষ ইত্যাদি খাতে এই ঋণ দাদন করা হয়ে থাকে। ৩০শে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ৯৫টি সমবায় সমিতি হতে আসল বাবদ ১১০৯.৮৭ লক্ষ টাকা, মুনাফা বাবদ ৩৪০.৩৪ লক্ষ টাকা সর্বমোট **১৪৫০.২১** লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।

বিভাগওয়ারী পল্লী প্রকল্প ঋণ দাদন ও আদায়ের সারসংক্ষেপ (৩০শে জুন/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	ঋণ দাদনের পরিমাণ	সমিতির সংখ্যা	সুবিধা ভোগীর সংখ্যা	আদায়যোগ্য		আদায়		মাঠে পাওনা		আদায়ের হার
					আসল	মুনাফা	আসল	মুনাফা	আসল	মুনাফা	
১	ঢাকা	-	-	-	৪২৪	১৭৪.৯৮	৩৬৫.৪৫	১১৭.৯০	৫৮.৫৫	৫৭.০৮	৮০.৬৯
২	চট্টগ্রাম	-	-	-	৪৪	২২.১৬	৩২.৩৪	৯.৬৬	১১.৬৭	১২.৫০	৬৩.৪৮
৩	রাজশাহী	-	-	-	৪৮৯.০৫	২৬৮.৮৯	৩২৪.৪৭	৮৭.৬৫	১৬৪.৫৮	১৮১.২৩	৫৪.৩৭
৪	খুলনা	-	-	-	১৩৩.৩০	১০৬.৪৩	৬৮.১১	৩৪.৬৩	৬৫.১৯	৭১.৮০	৪২.৮৬
৫	বরিশাল	-	-		১৪.২৫	৯.৭১	১০.১৫	৩.৯৩	৪.১০	৫.৭৮	৫৮.৭৬
৬	রংপুর	-	-	-	২৬৬.৯০	১৮২.৩০	১৬৩.১৪	৪৫.৫৫	১০৩.৭৬	১৩৬.৭৫	৪৬.৪৬
৭	সিলেট	-	-	-	২২.৪০	১৬.৪৬	১৪.৪৩	৫.৫১	৭.৯৭	১০.৯৫	৫১.৩১
৮	ময়মনসিংহ	-	-	-	১৪৮.৭০	৫০.৩৫	১৩১.৭৮	৩৫.৫১	১৬.৯২	১৪.৮৪	৮৪.০৫
৯	পুরাতন প্রকল্প ঋণ	-	-	-	১৫.৭৫	৬২.৬৮	০	০	১৫.৭৫	৬২.৬৮	-
	মোটঃ	**-**	**-**	**-**	**১৫৫৮.৩৫**	**৮৯৩.৯৬**	**১১০৯.৮৭**	**৩৪০.৩৪**	**৪৪৮.৫০**	**৫৫৩.৬১**	৫৯.১৪
সর্বমোট					**২৪৫২.৩১**		**১৪৫০.২১**		**১০০২.১২**		

অকৃষি পল্লী প্রকল্প ঋণ (মহিলা)

এই ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। সেই লক্ষ্যে এই ব্যাংকের সদস্য এবং সদস্য নয় এমন মহিলা সমবায় সমিতি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে জামানতবিহীন ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারনামা/চুক্তিপত্র সম্পাদনপূর্বক ৯% সরল মুনাফায় হস্ত শিল্প, কুটির শিল্প, হাঁস/মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ইত্যাদি খাতে এই ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মহিলা সমবায় সমিতিতে কোন দাদন করা হয়নি। এ পর্যন্ত ৩০টি মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে ৯২৯ জন মহিলাকে ০৩ কোটি ৯৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ঋণ দাদন করা হয়।

কনজুমার্স ঋণ

স্বল্প আয়ের সরকারী/আধা সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহ সামগ্রী ক্রয় ও গৃহ সাজ-সজ্জা বাবদ সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কনজুমার্স ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ ঋণের মুনাফার হার ৯% (সরল মুনাফা)। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কনজুমার্স ঋণের দাদন নেই। এ পর্যন্ত কনজুমার্স ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ২৪৮৯ জন এবং ঋণ দাদনের পরিমান ৪৭ কোটি ৭০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা । ঋণ আদায়ের হার ৭৩.৩২ %।

পার্সোনাল লোন

সরকারী বেতন ভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ সাজসজ্জা/মেরামত, চিকিৎসা (নিজের অথবা পরিবারের সদস্যের), শিক্ষা (নিজের অথবা পরিবারের সদস্যের), মটরযান ক্রয়, বিবাহ সংক্রান্ত (নিজের অথবা পরিবারের সদস্যের) খাতে ৯% সরল মুনাফায় সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পার্সোনাল ঋণের সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পার্সোনাল ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৭৯৬ জন এবং ঋণ দাদনের পরিমাণ ২৯ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত পার্সোনাল ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৬২১৪ জন এবং ঋণ দাদনের পরিমাণ ১৬০ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৩৭.৭২%।

স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টারের মাধ্যমে সরাসরি সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ঋণ দাদনের পরিমান ১৫ কোটি ৬৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। ৩০-০৬-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত এ ঋণের

স্থিতি ২৮ কোটি ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও গ্রাহক সংখ্যা ১১৬১ জন। ১% বীমাসহ এ ঋণের মুনাফার হার ১৮% (সরল সুদ)।

ব্যাংকের খেলাপী ঋণ আদায় ও মামলা নিষ্পত্তি

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ হতে ঋণ গ্রহীতা বিভিন্ন সমবায় সমিতির সঙ্গে খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের শুরুতে মোট মামলার সংখ্যা ছিল ১০৯ টি। বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৫৩ টি নতুন মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে দ্বি-পাক্ষিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আরও ০৮ টি মামলা নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং ১৫ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এই অর্থ বছরে বিভিন্ন সমবায় সমিতি প্রকল্প, কনজুমার্স ও পার্সোনাল ঋণ খেলাপী ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায়কৃত মোট অর্থের পরিমাণ ১৭৪.১৪ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর এ্যালবাম হতে

ব্যাংকের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি।

ব্যাংকের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সভাপতি ড. হুমায়রা সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

ব্যাংকের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মো: মশিউর রহমান এনডিসি, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুন কান্তি শিকদার, ব্যাংকের সভাপতি ড. হুমায়রা সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ঝর্ণা প্রভা দেবী ও অন্যান্য অতিথিবর্গ।

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুন কান্তি শিকদারের নিকট বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর পক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরে সিডিএফ খাতে সরকারের প্রাপ্য ১০,৬৫,৫৯১ (দশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার পাঁচশত একানব্বই) টাকার চেক হস্তান্তর করেন অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সভাপতি ড. হুমায়রা সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ঝর্ণা প্রভা দেবী।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ ও সমবায় অধিদপ্তরের মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর আয় বৃদ্ধি, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা সমাধানের উপায় বিষয়ক SWOT Analysis সংক্রান্ত কর্মশালা

ব্যাংকে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার এর শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ জনাব মো: মশিউর রহমান এনডিসি, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক এবং ব্যাংকের সভাপতি ড. হুমায়রা সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ব্যাংকে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু কর্ণারের একাংশ।

ব্যাংকে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার এর শুভ উদ্বোধন ও মতবিনিময় সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি, জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং ব্যাংকের অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সভাপতি ড. হুমায়রা সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

www.milkvita.org.bd

প্রারম্ভিকা

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, কৃষক-শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু, মেহনতি জনতার কণ্ঠস্বর, **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, কৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য এবং শহরের ভোক্তা শ্রেণীর মধ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্ত নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্র দিয়ে দুগ্ধ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভারতের ''আমূল'' পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরূপনের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ও ডেনমার্ক'এর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী ড্যানিডা'এর সহায়তায় দুই পরামর্শক যথাক্রমে মিঃ ক্যাসট্রপ ও মিঃ নেলসন কর্তৃক এ দেশের দুগ্ধ শিল্প নিয়ে স্টাডি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার স্টাডি দু'টির সুপারিশ বিবেচনা করে ''সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প'' নামে ১৯৭৩ সালে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় নিম্নোক্ত দু'টি মৌলিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন করা হয়।

১.২ রূপকল্প (Vision)

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

১.৩ উদ্দেশ্য

ক) শতাব্দী ধরে বঞ্চিত এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া-দালাল শ্রেণী কর্তৃক নিগৃহীত এ অঞ্চলের দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে সমবায়ের মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে, তাদের গবাদিপশু থেকেউৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্যমূল্য প্রদান ভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি; এবং

খ) শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ।

১.৪ কার্যাবলি

- মানসম্মত, নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত কাঁচা তরল দুধ সংগ্রহ;
- সংগৃহীত তরল দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য যথাযথ প্রক্রিয়াজাতকরণ;
- উৎপাদিত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বিপণন;
- প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি গঠন;
- দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী সদস্যদের সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ঋণ বিতরণ;
- বিনামূল্যে সমিতিভূক্ত সদস্যদের গবাদিপশুর চিকিৎসা সেবা প্রদান;
- গো-খাদ্য উৎপাদন ও ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- উন্নতজাতের সিমেন সংগ্রহ ও বিনামূল্যে বিতরণ করা;
- গবাদিপশুর জীবনরক্ষাকারী ঔষধ ও ভ্যাকসিন ক্রয়পূর্বক বিনামূল্যে বিতরণ;
- বিভিন্ন দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বিপণনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি

১.৫ সাংগাঠনিক কাঠামো:

ক) ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন :

বাম্পকুল (বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড) একটি জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান। এর কার্য পরিচালনার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ এর আলোকে উপ-আইনের কতিপয় ধারায় এর সমবায়ী সদস্যের সরাসরি ভোটে চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ০৬ (ছয়) জন সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। অবশিষ্ট ০৪ (চার) জন সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরুপ:

ক্র: নং	নাম	পদবী
১.	শেখ নাদির হোসেন লিপু	সভাপতি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
২.	জনাব শামছুল আরেফীন	সহ-সভাপতি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
৩.	জনাব হোসনে আরা, মাননীয় সংসদ সদস্য, ৩১৬ মহিলা আসন-১৫, সদস্য, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি
৪.	আশরাফ উদ্দীন আহাম্মদ খান যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সরকার কর্তৃক মনোনিত সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি
৫.	মোহাম্মদ হাফিজুল হায়দার চৌধুরী অতিরিক্ত নিবন্ধক (প্রশাসন, মাসউ ও ফাইন্যান্স) সমবায় অধিদপ্তর	সরকার কর্তৃক মনোনিত সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি
৬.	ডা: আবুল কাশেম মোহাম্মদ কবীর উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সরকার কর্তৃক মনোনিত সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি
৭.	মো: জাহিদুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সরকার কর্তৃক মনোনিত সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮.	মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন হায়দার	সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি
৯.	তপন কুমার ঘোষ	সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি
১০.	মোঃ সুজাউদ্দৌলা (টিপু)	সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি
১১.	মোঃ বাবুল হোসেন	সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি
১২.	আইভি সাহা	সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

খ) জনবল কাঠামো:

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (বাম্পকুল) এর জনবল কাঠামো-২০২০ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জনবল কাঠামো মোতাবেক নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যুগ্ম সচিব পর্যায়ে প্রেষণে ০১ (এক) জন, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন,অর্থ ও নিরীক্ষা) হিসেবে উপ-সচিব পর্যায়ে প্রেষণে ০১ (এক) জন এবং মহাব্যবস্থাপক (বিপণন) হিসেবে ০১ (এক) জন মোট ০২ (দুই) জন, অতি: মহাব্যবস্থাপক হিসেবে উপ-নিবন্ধক প্রেষণে ০১ (এক) জন এবং অতি:মহাব্যবস্থাপক(পরিকল্পনা ও সমিতি/অর্থ ও হিসাব) হিসেবে মোট ০২ জন সহ অন্যান্য বিভিন্ন পর্যায়ের মোট বর্তমানে মোট ১০৪০ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক কর্মরত রয়েছে এবং চিঠিপ্রাপ্ত দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক ৮০১ জন কর্মরত রয়েছেন।

১.৬ শূন্যপদ, নিয়োগ ও পদোন্নতি ২০২২-২৩

মিল্ক ইউনিয়নের সহকারী ব্যবস্থাপক পদের সরাসরি নিয়োগ কার্যক্রমের ৯ম গ্রেডের ১০ (দশ) ক্যাটাগরির ৪৭ (সাতচল্লিশ)টি শূণ্য পদে সাময়িকভাবে নির্বাচিত এবং অপেক্ষামান প্রার্থীর ফলাফল প্রকাশ করেছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান।

০২. ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সমিতি বিভাগের কার্যক্রম

(ক) **প্রাথমিক সমিতির সংখ্যাঃ** ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতির সংখ্যা ২০৩টি সহ মিল্ক ইউনিয়নের মোট প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতির সংখ্যা ৩৭৬৮টি।

সমবায়ী সদস্য সংখ্যা: ২০৩টি প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৫৮৮০ জন সহ মিল্ক ইউনিয়নের দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১৪১,৩২৮ জন।

(খ) **কার্যকরী এলাকাঃ** দেশের মোট ৭টি বিভাগের ৪১টি জেলায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরও নতুর ৫ টি সহ মোট ১৫৭টি উপজেলার নতুন ২৯টিসহ মোট ৬৯৪টি ইউনিয়নে এবং নতুন ১৯৩টি সহ মোট ৩৪৪৩টি গ্রামে মিল্ক ইউনিয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(গ) **দুগ্ধ সংগ্রহঃ** ২০২২-২৩অর্থ বছরের মিল্কভিটা'র মোট দুগ্ধ ও সংগৃহীত দুধের পরিশোধিত মূল্য সংক্রান্ত তথ্যসমূহঃ

অর্থবছর	মোট দুগ্ধ সংগ্রহ (লিঃ)	মোট দাম
২০২২-২৩	৩৭৭.৭২ লক্ষ	১৮৩০৪.৭০ লক্ষ টাকা

ঘ) **নতুন দুগ্ধ শীতলীকরণ সমূহ (২০২২-২৩ অর্থবছর)**

ক্রম নং	স্থান	ধারণ ক্ষমতা ক্ষমতা (লিটার)	চালুর তারিখ
১.	বারবাজার, যশোর	৫,০০০	১৩ ডিসেম্বর২০২২
২.	গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী	২,০০০	১৩ মার্চ ২০২৩
৩.	কাউনিয়া, রংপুর	৫'০০০	১৫ মার্চ ২০২৩
৪.	পীরগঞ্জ , ঠাকুরগাঁও	৫'০০০	১৫ মার্চ ২০২৩
৫.	চুয়াডাঙ্গা সদর	২'০০০	১৪ মে ২০২৩

ঙ) বিবিধ (২০২২-২৩ অর্থবছর):

১. দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমান (লিটার) - ৩৭৭.৭২ লক্ষ লিটার
২. মোট গবাদিপশুর সংখ্যা - ১৪,৯৫৪ টি
৩. জরুরী ও ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসা - ১০৫২ টি
৪. মোট টীকা দান - ১.০০ লক্ষ ডোজ
৫. কৃত্রিম হিমায়িত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ - ১.১০ লক্ষ ডোজ
৬. কৃত্রিম প্রজনন - ১.১০ লক্ষ ডোজ
৭. শংকর জাতের গো-শাবক জন্ম - ৪০,৮৫০ টি
৮. মোট ব্রিডিং বুলের সংখ্যা - ০৮ টি
৯. উচ্চ ফলনশীল ঘাস চাষ (একর) - ২৭২০ একর
১০. উচ্চ ফলনশীল ঘাসের বীজ বিতরণ - ৬.১১২ মে: টন
১১. বাথান জমি বিতরণ (একর) - ১০৬২.৯৬ একর
১২. বাথান জমি ভোগকারী সমিতির সংখ্যা - ৪১ টি
১৩. ভ্যাকসিন, ঔষধ ক্রয় ও বিতরণ - ২০.০১৮ লক্ষ টাকা
১৪. নাইট্রোজেন গ্যাস সরবরাহ - ৩১০০০ লিটার
১৫. গো-খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণ - ৭৯.০৪ মে: টন
১৬. গাভী ঋণ বিতরণ (আবর্তক,সিডিএফ) - ৬০০.৫০ লক্ষ টাকা

১৭. মোট পশু চিকিৎসক - ৪১জন
১৮. সম্প্রসারণ কর্মকর্তা - ১২ জন
১৯. সমিতি সংগঠক - ৬১ জন
২০. এল.এফ.এ.আই - ১৮৬জন
২১. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম - ৮১ জন

০৩. ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড মিল্কভিটা ব্রান্ডে প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন পণ্য তৈরি/নামে চলমান পণ্যের মান উন্নয়নে বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বর্তমানে মিল্কভিটা ব্রান্ডে ২২ ধরণের পণ্য বিপণন করা হচ্ছে। যা নিচের চার্টে বিশদ উপস্থাপন করা হ'লঃ

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ(লক্ষ টাকায়)

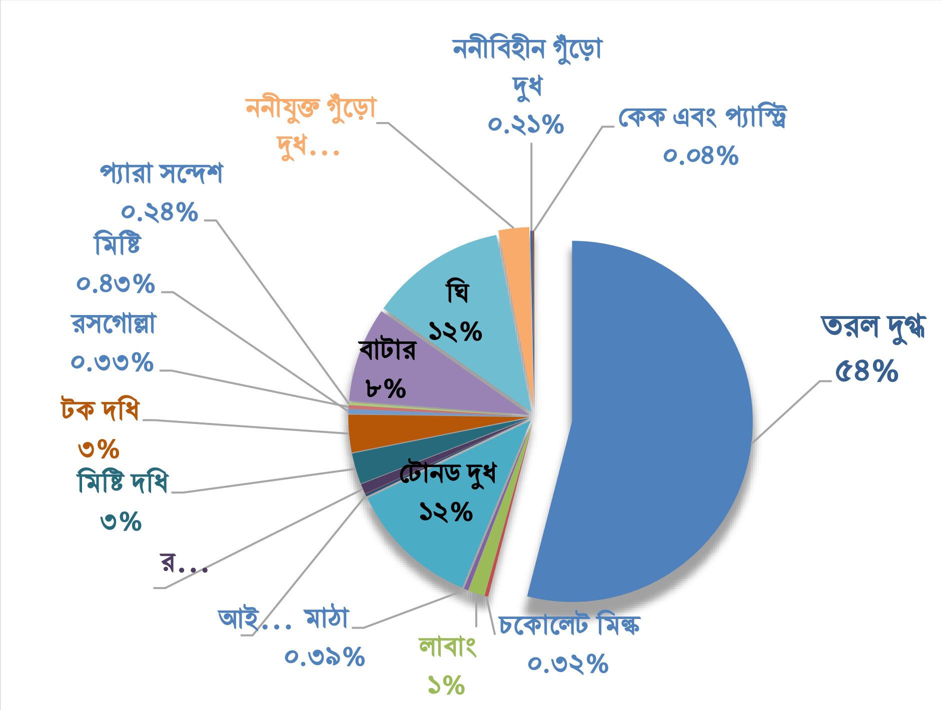

বিপণন বিভাগে সমিতি/পরিবেশকদের তালিকা-

বিভাগওয়ারী (তরলদুধসহ অন্যান্য দুগ্ধ পণ্য)	সমিতি/পরিবেশকদের সংখ্যা
ঢাকা বিভাগ	১২৭
চট্টগ্রাম বিভাগ	৩২
সিলেট বিভাগ	০৭
খুলনা বিভাগ	০৮
বরিশাল বিভাগ	১৩
রংপুর বিভাগ	১৮
রাজশাহী বিভাগ	৩৫
ময়মনসিংহ বিভাগ	১০
মোট =	২৫০

প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান প্রধান গ্রাহকের নামঃ

১) সোনারগাঁও হোটেল	৫) হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল	৯) প্রিন্স বাজার, মিরপুর	১৩) বনফুল
২) রেডিশন হোটেল	৬) বি.এফ.সি.সি	১০) সিএফসি	১৪) সসলিস
৩) সি.এস.ডি	৭) হোটেল অবকাশ	১১) কুপারর্স	১৫) কাশেম ফুড
৪) ফুডপান্ডা	৮) কারাগার সমূহ	১২) চালডাল	১৬) সুলতান ডাইন

বিক্রয় কেন্দ্র সমূহের তালিকা

ক্রঃনং	বিক্রয় কেন্দ্র সমূহের নাম	ক্রঃ নং	সমবায় বাজার ও বিক্রয় কেন্দ্র সমূহের নাম
১)	ঢাকা দুগ্ধ কারখানা	১০)	সুস্বাদু ঠিকানা, কাফরুল
২)	প্রধান কার্যালয়, তেজগাঁও	১১)	বিএএফ শাহীন কলেজ,বিক্রয় কেন্দ্র
৩)	বাংলাদেশ সচিবালয়	১২)	নিত্য প্রয়োজনীয়, উত্তরা ৬ নং সেক্টর
৪)	মতিঝিল বিক্রয় কেন্দ্র	১৩)	কারু পল্লী, কাওরান বাজার
৫)	চট্টগ্রাম বিক্রয় কেন্দ্র	১৪)	আদর্শ সমবায় সমিতি বিক্রয় কেন্দ্র
৬)	সিলেট বিক্রয় কেন্দ্র	১৫)	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৭)	আদাবর বিক্রয়কেন্দ, মোহাম্মদপুর	১৬)	টেকেরহাট বিক্রয় কেন্দ্র
৮)	সূত্রাপুর সমিতি,বিক্রয় কেন্দ্র	১৭)	বিডিপি বিক্রয় কেন্দ্র
৯)	মিরপুর সমিতি,বিক্রয় কেন্দ্র	১৮)	টাঙ্গাইল বিক্রয় কেন্দ্র

০৪. ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের অর্থ ও হিসাব বিভাগের তথ্য:

নং	বিবরণ (৩০শে জুন ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত)	কোটি টাকায়
১	সরকারী ইক্যুইটি	৪১.৫০
২	সমবায়ীদের শেয়ার মূলধন	৫০.৩৮
৩	সরকারী ঋণ	২৬.২০
৪	আবর্তক তহবিল	৫.০০
৫	স্থাবর সম্পত্তি মূল্য (অবচয় বাদে) (প্রকল্প বাদে)	৯৫.৩৩
৬	অস্থাবর সম্পত্তি মূল্য (প্রকল্প সহ)	৪৮৮.৪৮*
৭	নীট ক্ষতি (২০২২-২০২৩) (অনিরীক্ষীত)	(৪.৩৭)
৮	বাৎসরিক টার্ণওভার	৩১২.৭৫
৯	সামাজিক কল্যাণ খাতে (CSR) বাৎসরিক অনুদান	০.০২
৯	স্থায়ী আমানত	৫৩.৬০
১০	চলতি তহবিল	৪০.০০ (প্রায়)
	(অনিরীক্ষিত)*তথ্য আপডেট ৩০/০৬/২২ পর্যন্ত	

- দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পন্যের বিক্রয় মুল্য = ৩১২৭৫.৪৮ লক্ষ টাকা
- প্রাথমিক সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমিতি হতে সংগৃহীত কাঁচা দুধের পরিমান = ৩৭৬.১৬ লক্ষ লি:
- কাঁচা দুগ্ধ ক্রয় বাবদ পরিশোধিত মুল্য = ১৮৩০৪.৭০ লক্ষ টাকা
- সমিতি / সমবায়ীদের সরবরাহকৃত দুধের উপর সম্পুরক মুল্য পরিশোধ = ৩৪১.৫০ লক্ষ টাকা
- কর্মকর্তা - কর্মচারী ও সমবায়ীদেরকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুদান প্রদান = ২.০২ লক্ষ টাকা

- ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব খাতে = ৪৭৬০৭.২৩ লক্ষ টাকা আয় এবং ৪৪৪৬৮.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় নিবন্ধন ও মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- মুলধন খাতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে ১০৭৪০০.৭৬ লক্ষ টাকা আয় এবং ৭৮৪৯.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমান অর্থ বৎসরে স্থায়ী সম্পদ খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে = ৬০৭.৬৭ লক্ষ টাকা
- ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের বার্ষিক হিসাবে মোট আয় = ৩৪৯০৫.৮০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৩৫৩৪২.৪১ লক্ষ টাকা । পক্ষান্তরে উক্ত অর্থ বৎসরে নীট লোকসান = ৪৩৬.৬১ লক্ষ টাকা।

০৫. ২০২২-২৩ অর্থবছরে মিল্ক ইউনিয়ন কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্তসার

ক) প্রকল্পের নামঃ সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন (১ম সংশোধিত)।

- প্রকল্পের ব্যয়ঃ মোট ১০৫৯৩.২৩ লক্ষ টাকা।
- প্রকল্পের মেয়াদঃ জানুয়ারী, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি:।
- প্রকল্পের অর্থের উৎসঃ জিওবি ইক্যুইটি: ৭৯৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা, মিল্ক ভিটা নিজস্ব তহবিল: ২৬৪৮.৪৬ লক্ষ টাকা।
- প্রকল্পের অবস্থানঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	গ্রাম/ইউনিয়ন
রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	বাঘাবাড়ীঘাট

- ভৌত অবকাঠামোর বিবরণ : ১৩৫ শতাংশ জমিতে ২৩৭০০ বর্গমিটার বহুতল কারখানা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- প্রকল্পের কোড: ৫৩৮০৫৫৬০৭

অগ্রগতি:

- ভৌত অবকাঠামোর অগ্রগতিঃ ১৩৫ শতাংশ জমিতে ২৩৭২৫ বর্গফুট আয়তনের বহুতল কারখানা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- আর্থিক অগ্রগতিঃ ৯৪%

বাস্তব অগ্রগতি: গত ২৬.০৬.২০২৩ পর্যন্ত নতুন পাউডার প্লান্টে ২০৩.৫৩ মেট্রিক টন গুঁড়োদুধ উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদন কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রকল্পের ফলাফল (Outcome):

- দেশে গুড়াদুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লক্ষাধিক পুরুষ এবং মহিলার আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে;
- প্রকল্প এলাকায় জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে;
- প্রকল্প এলাকার দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠির আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে;
- প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে;
- প্রকল্প এলাকায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য পুষ্টির সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে;
- প্রকল্প এলাকায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুগ্ধ খামার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে;

- কৃষকদের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ করা সম্ভব হবে;
- কৃষকদের উৎপাদিত তরল দুধ হতে গুড়োদুধ উৎপাদনের মাধ্যমে লীন (শুষ্ক) সিজনে দুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে।

খ) প্রকল্পের নাম: দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন শীর্ষক" প্রকল্প

- প্রকল্পের ব্যয়ঃ মোট ৪৭৯৪.২২ লক্ষ টাকা
- প্রকল্পের মেয়াদঃ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৩
- প্রকল্পের বরাদ্দের উৎসঃ জিওবি ইক্যুইটি : ৩৩০৬.৫৫, মিল্কভিটা নিজস্ব : ১৪৮৭.৬৭ লক্ষ টাকা
- প্রকল্পের অবস্থানঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া

- ভৌত অবকাঠামোর বিবরণ (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ উল্লেখসহ): ৩০০ শতাংশ জমিতে মোট ১৮০০০ বর্গফুটের ০৩টি ভবন নিমার্ণ করা হয়েছে।
- প্রকল্পের কোড: ২২৪০৫৪৪০০

অগ্রগতি প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে-

- ভৌত অবকাঠামোর অগ্রগতিঃ ৩০০ শতাংশ জমিতে মোট ১৮০০০ বর্গফুটের ০৩টি ভবন নিমার্ণ করা হয়েছে এবং ৭২টি মেশিনারীজের মধ্যে ৩টি আমদানির অপেক্ষায় রয়েছে।
- আর্থিক অগ্রগতিঃ ৮৭%
- প্রতিবেদনাধীন মাসের অগ্রগতিঃ প্রকল্পটির অনুকূলে জুন'২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪১৯৪.৬৭ (জিওবি ৩২৮৪.৬৮ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ৯০৯.৯৯ লক্ষ টাকা), যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৫ %।

প্রকল্পের ফলাফল (Outcome):

- প্রকল্প এলাকার তরল দুধ ও দুগ্ধজাত পন্য উৎপাদন করে বিপনন করা হবে ফলে ভোক্তা সাধারণ সহজে মানসম্পন্ন পন্য ক্রয় করতে পারবে।
- প্রকল্প এলাকার দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠির আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে;
- প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে;
- প্রকল্প এলাকায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য পুষ্টির সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে;
- প্রকল্প এলাকায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুগ্ধ খামার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে;
- কৃষকদের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ করা সম্ভব হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে মিল্ক ইউনিয়ন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প:

প্রকল্পের নামঃ বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

- প্রকল্পের ব্যয়ঃ মোট ৩৮৭,৪৯.০০ লক্ষ টাকা
- প্রকল্পের মেয়াদঃ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৫
- প্রকল্পের বরাদ্দের উৎসঃ জিওবি: ৩৭২,৪৯.০০ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা: ১৫,০০.০০ লক্ষ টাকা

● প্রকল্পের অবস্থানঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	গ্রাম/ইউনিয়ন
ঢাকা	ফরিদপুর	সদর উপজেলা	-
ঢাকা	ফরিদপুর	চরভদ্রাসন	-
ঢাকা	ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা	-
ঢাকা	ফরিদপুর	বোয়ালমারী	-
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	-
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গিপাড়া	-
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	-
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	-
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী	-
ঢাকা	রাজবাড়ী	পাংশা সদর	-
ঢাকা	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	-
ঢাকা	মাদারীপুর	রাজৈর	টেকেরহাট
খুলনা	খুলনা	রুপশা	-
খুলনা	খুলনা	তেরখাদা	-
খুলনা	যশোর	মনিরামপুর	-
খুলনা	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	-
খুলনা	নড়াইল	লোহাগড়া	-
খুলনা	মাগুরা	মাগুরা সদর	-
খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর,	-
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	-

● ভৌত অবকাঠামোর বিবরণ (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ উল্লেখসহ): দুগ্ধ সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রতিটি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের জন্য ১০ শতাংশ করে জমিতে ১৫০০ বর্গফুট হিসেবে একতলা ভবনের ৬ টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র (ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর সদর, চরভদ্রাসন ও আলফাডাঙ্গা উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা, রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ উপজেলা ও মেহেরপুর সদর উপজেলা) স্থাপন করা হয়েছে।

● প্রকল্পের কোড: ২২৪২০১২০০

অগ্রগতি-

● ভৌত অবকাঠামোর বিবরণ (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ উল্লেখসহ): দুগ্ধ সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রতিটি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের জন্য ১০ শতাংশ করে জমিতে ১৫০০ বর্গফুট হিসেবে একতলা ভবনের ৬ টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র (ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর সদর, চরভদ্রাসন ও আলফাডাঙ্গা উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা, রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ উপজেলা ও মেহেরপুর সদর উপজেলা) স্থাপন করা হয়েছে।

● আর্থিক অগ্রগতিঃ ২০.১২%

● প্রতিবেদনাধীন মাসের অগ্রগতিঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১ম-৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত ২২১.৫৯ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ১৬৪.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যা বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় ৭৫%

২০২২-২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের তথ্যচিত্র

জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** কর্তৃক স্টল পরিদর্শন

৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২২

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)'এর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৪ ডিসেম্বর, ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'এর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি প্রধান অতিথি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মো: মশিউর রহমান এনডিসি এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব তরুণ কান্তি শিকদার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু।

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি প্রধান অতিথি

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে সচিব জনাব মো: মশিউর রহমান এনডিসি বক্তব্য রাখছেন

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন মিল্ক ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দীপঙ্কর মন্ডল

নতুন বিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধন

বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজে মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু কর্তৃক নতুন বিক্রয় কেন্দ্র উদ্ধোধন

বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজে মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু কর্তৃক নতুন বিক্রয় কেন্দ্র উদ্ধোধনকালীন চত্বরে বৃক্ষরোপন

মতবিনিময় সভা ও পুরস্কার গ্রহণ

মিল্ক ভিটার দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে বাঘাবাড়ীঘাট দুগ্ধ এলাকায় সমবায়ীদের সাথে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মো: মশিউর রহমান এনডিসি। ছবিতে বক্তব্য রাখছেন মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু।

চ্যানেল আই বিজনেস অ্যাওয়ার্ড -২০২৩ গ্রহন করছেন মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু

এনিমেল হাজবেন্ড্রি ডে-২০২৩

সম্মাননা ক্রেস গ্রহন করছেন মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু

বক্তব্য রাখছেন মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস-২০২৩

"বিশ্ব দুগ্ধ দিবস-২০২৩" উদযাপনের অন্যতম অংশীদার মিল্ক ইউনিয়ন

"বিশ্ব দুগ্ধ দিবস-২০২৩" উদযাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে মিল্কভিটা ব্রান্ডের ফ্লেভার মিল্ক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুঁড়ো দুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন প্রকল্প

সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুঁড়ো দুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন প্রকল্প গুড়োদুধ উৎপাদনকার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করছেন জনাব শেখ নাদির হোসেন লিপু, মিল্ক ইউনিয়ন, চেয়ারম্যান; জনাব শামসুল আরেফীন, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং জনাব মো: মুস্তাফিজুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক (টেক: ও অপা:)।

"সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুড়োঁ দুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প কারখানার চিত্র।

“সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুড়োঁ দুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প কারখানার চিত্র।

“সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুড়োঁ দুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প কারখানার ভিতরের চিত্র।

বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প

ফরিদপুর সদর দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের চিত্র

চরভদ্রাসন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের চিত্র

ধলাবড়ু দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, আলফাডাঙ্গা

চুড়াডাঙ্গা দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, আলফাডাঙ্গা

সফল সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত মিল্ক ইউনিয়ন সরকারের আর্থিক কর্মকান্ড আরো সুদৃঢ় করবে। দেশের সম্ভাব্য দুগ্ধ এলাকায় দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক ও স্বল্পবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করে এ প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য একটি ন্যায্যমূল্য ভিত্তিক নিশ্চিত বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়া আরো প্রসারিত করা হবে। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সার্বিকভাবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক অবদান রেখে গ্রামীণ কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি দেশের ৪১টি জেলায় কর্মযোগ পরিচালনা করলেও ভবিষ্যতে সারা দেশব্যাপী মিল্ক ইউনিয়নের কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা রয়েছে। মিল্ক ইউনিয়নের এ কর্ম বিস্তৃতির ফলে এক দিকে যেমন অতি স্বল্প সময়ে দেশ আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, তেমনি দেশের দুগ্ধ উৎপাদকারী কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়ে তা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অবদান রাখবে। মিল্কভিটার মাধ্যমে গ্রামের পণ্য আসছে শহরে, শহরের অর্থ যাচ্ছে গ্রামে ফলে গড়ে উঠেছে দারিদ্র্য বিমোচণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক অসামান্য সেতুবন্ধন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

www.brdb.gov.bd

বিআরডিবি'র উন্নয়নের ক্রমধারা

কুমিল্লা মডেলের অন্যতম অঙ্গ দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন এবং নেতৃত্ব সৃষ্টির কার্যক্রম বহুলভাবে প্রশংসিত হয়। পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পল্লীর জনগণ ও জনপদের বহুমাত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর কার্যক্রম জাতীয়ভাবে চালু করেন। সত্তর দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান, পুঁজি গঠন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, ঋণ সহায়তা, কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর করে। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি আইআরডিপি ১৯৭৫ সালে 'মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি' ও ১৯৭৮ সালে 'যুব উন্নয়ন কর্মসূচি' চালু করে। আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৮২ সালে ৯ ডিসেম্বর Bangladesh Rural Development Board Ordinance, ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২) এর মাধ্যমে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি'র অভ্যুদয় ঘটে।

আশি ও নব্বই দশকে কৃষি প্রযুক্তি হিসেবে সেচযন্ত্র বিতরণ এবং সমবায়ের আওতায় সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি 'অনানুষ্ঠানিক দল' এর মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশসাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর হতে সরকার কর্তৃক আবর্তক (কৃষি) ঋণ খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মহিলা উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিআরডিবি সরকারি ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে এ পর্যন্ত ১১৮টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। BIDS এর ২০১০ সালের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩%।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত নীতি-কৌশল অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবন ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিআরডিবি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮২ রহিতক্রমে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে ৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশিত হয়।

বিআরডিবি গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমিতি গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে বিআরডিবি'র আওতায় সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা ১,৯২,৯৬২টি এবং সদস্য রয়েছে ৬২,০১,৫৫৪ জন। বিআরডিবি'তে চাকুরিজীবি ও বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ১৮টি উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিট এবং উপজেলা পল্লী ভবনের সাথে প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। যার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২,৭১,৬৬৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৭৩,৫০,৯৯৩ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠির মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা বিআরডিবি'র অন্যতম কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিনিয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় সদস্যদের জুন ২০২৩ পর্যন্ত শেয়ার জমার পরিমাণ ১৮,১৪৬.২৮ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় জমা ১,২২,১৭৬.১৮ লক্ষ টাকা, মোট মূলধন ১,৪০,৩২২.৪৬ লক্ষ টাকা।

বিআরডিবি শুরু হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ২২,২৫,৮১১.৮১ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে। একই সময়ে আদায়ের পরিমাণ ২০,৩২,০৬০.২১ লক্ষ টাকা। আদায়ের হার ৯৮%। প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি সুফলভোগীদের বিতরণকৃত কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, সেচযন্ত্র দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মূখ্য ভূমিকা

রাখছে। বিআরডিবি তৎকালীন সর্বাধুনিক সেচ ব্যবস্থায় বিপুল এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এ সকল সেচ এলাকায় বিভিন্ন রকমের ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিআরডিবি'র সুফলভোগিদের উৎপাদিত পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদক ও ভোক্তাদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। কারুপল্লী, কারুগৃহ, পল্লীবাজার, উদকনিক সেলস্ সেন্টার নামে বিআরডিবি’র ৪টি প্রর্দশনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। স্থানীয় চাহিদার আলোকে পল্লীবাসির অংশগ্রহণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সেবা সম্প্রসারণে বিআরডিবি ‘লিংক মডেল’ উদ্ভাবন করে। গ্রাম কমিটি হতে চাহিদা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতিগঠনমূলক বিভাগে যায়। ফলে সেবার দ্বৈততা বা বাদ পড়া এড়ানো সম্ভব হয় এবং জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। এ সেবার আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ ও জনগণের অংশিদারিত্বে বিআরডিবি ২১,০৮৭ ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ বির্নিমাণের রূপকল্প ঘোষণা করেছেন। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এবং বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত ও অনুসৃত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) কে সুবিবেচনায় রেখে সরকার যে উন্নয়ন অভিযাত্রা সূচনা করেছে এবং যে অদম্য গতিধারায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে, বিআরডিবি সে ধারা লালন করে সে অনুযায়ী দেশের পল্লী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় বিআরডিবি’র সমিতির সদস্যদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

রূপকল্প (Vision) : মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী।

অভিলক্ষ্য (Mission): স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholder) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ:

১। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - চেয়ারম্যান

২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - ভাইস- চেয়ারম্যান

৩। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ - সদস্য

৪। সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) - সদস্য

৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা - সদস্য

৬। মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া - সদস্য

৭। মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি - সদস্য

৮। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর - সদস্য

৯। কৃষি বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন (উল্লেখিত বিভাগ সমূহের) একজন করে কর্মকর্তা- সদস্য

১০। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান - সদস্য

১১। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য - সদস্য

১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড - সদস্য-সচিব

সাংগঠনিক স্তর

বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ কার্যালয় সম্বলিত দুই স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের সরেজমিন বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের মধ্যে রয়েছে জেলা

দপ্তর ও উপজেলা দপ্তর। উপজেলা দপ্তর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরাসরি জনগণের সেবা প্রদান করে। সদর দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে জেলাদপ্তর।

সদর দপ্তর

অবস্থানঃ বিআরডিবি'র সদরদপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

বিভাগসমূহঃ সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ।

জনবলঃ প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এছাড়াও যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ পরিচালনায় সহায়তা করেন।

অন্যান্যঃ সদরদপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচিসমূহের আলাদা দপ্তর রয়েছে।

জেলা দপ্তর

অবস্থান: দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলা।

জনবল: জেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন উপপরিচালক। তাঁকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩০টি জেলায়), একজন হিসাবরক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

কার্যক্রম: জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়সাধন, জেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, উপজেলা দপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণসহ অন্যান্য কাজ এবং সদরদপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা।

উপজেলা দপ্তর

অবস্থান: দেশের প্রশাসনিক বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তর উপজেলাতে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৯৪ টি।

জনবল: উপজেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)। ইউআরডিওকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচির কর্মচারিবৃন্দ।

কার্যক্রম: উপজেলা দপ্তরের প্রধান কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে জন অংশীদারিত্বমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সদরদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/ সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয়সাধন।

বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম

মহাপরিচালক দপ্তর

বিআরডিবি'র সদর দপ্তর পল্লী ভবনে মহাপরিচালকের দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, একান্ত সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা সরাসরি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা

জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বর্হিমুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবি'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে আন্তঃযোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে-

- বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভা আহ্বান ও কার্যবিবরণী প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, জেলার উপপরিচালকগণের সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার সভা আয়োজন;
- সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিআরডিবি সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ/ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার জন্য বিআরডিবি অংশের কার্যপত্র তৈরি ও প্রেরণ;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র অনলাইন নিউজ লেটার 'বিআরডিবি ই-বুলেটিন' সম্পাদনা ও প্রকাশ।

প্রশাসন বিভাগ

বিআরডিবি'র প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হলো এ প্রতিষ্ঠানের সাংগাঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা, পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রদান, চাকুরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি। এ বিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) এ বিভাগের প্রধান এবং একজন যুগ্মপরিচালকের অধীনে দুইজন উপপরিচালক দুইটি শাখার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখা দুটিতে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ রয়েছে।

পার্সোনেল শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, চাকুরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকুরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ;
- জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থায় প্রেরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও চাকুরিকালীন তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;
- কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।

পেনশন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;

শৃঙ্খলা শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- অফিস শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;
- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি;

সাধারন পরিচর্যা শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মচারিবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের গৃহ নির্মাণ ঋণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্সের বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সদর দপ্তরের ক্রয়-বিক্রয় ও জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
- যানবাহন ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতকরণ, বরাদ্দ প্রদান ও জ্বালানী সরবরাহ।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়। বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব ও (২) নিরীক্ষা নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। নিরীক্ষা অনুবিভাগের অধীন নিরীক্ষা শাখা। এ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। তিনটি শাখার প্রধান তিনজন উপপরিচালক। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

অর্থ ও বাজেট শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- বিআরডিবি'র অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক/ সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ হতে ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়;
- বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব এবং মূলধনী খাতের সকল ধরণের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন।

হিসাব শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (পিআরএলগামীসহ) নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জিপিএফ, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, কর্মচারী পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়ন, ভবিষৎ তহবিলের পাওনা, অবসরভোগীদের পেনশন দাবী, এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ;
- বিআরডিবি'র যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যাদি যেমন- হিসাব খোলা, প্রাপ্ত অর্থ জমাকরণ, অর্থ ছাড়করণ এবংস্থানান্তর সংক্রান্ত ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন।

নিরীক্ষা শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয়/ ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজন;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কর্মকর্তা/ কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।

সরেজমিন বিভাগ

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম তদারকি, নীতিগত সহায়তা প্রদান ও মাঠ প্রশাসন তত্ত্বাবধান করে থাকে। এছাড়া মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম, মানব সংগঠন সৃষ্টি, মূলধন গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সমাপ্ত অথচ চলমান প্রকল্প/ কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

সরেজমিন বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম ৩টি অনুবিভাগ ও ৬টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। অনুবিভাগ ৩টি হলোঃ (১) ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ (সিসিএম) অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা, সেচ শাখা ও পরিদর্শন শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। পরিচালক (সরেজমিন) এ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে যুগ্মপরিচালক এবং শাখার প্রধান হিসেবে উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগে দুইজন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

ঋণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র আওতায় পরিচালিত সকল প্রকল্প/কর্মসূচি হতে ঋণ সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং খাতওয়ারি একিভূত মাসিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে অনলাইনে প্রেরণ;
- সকল প্রকল্প/কর্মসূচির সমন্বয়ে মাসিক অভ্যন্তরীণ ঋণ সমন্বয় সভা আয়োজন;
- সকল প্রকল্প/কর্মসূচি হতে ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক একিভূতকরণ এবং মনিটরিং শাখায় প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়/বহিঃসংস্থা (যেমন- বিবিএস, এমআরএ) কর্তৃক চাহিত ঋণ সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠেয় ঋণ সংক্রান্ত সভার কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ।

সমবায় শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারিদের সার্ভিস রুল, নিয়োগ, বেতনভাতা, স্যালারী সাপোর্ট ও গ্রাচ্যুইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ইউসিসিএ'র সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ পর্যালোচনা ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

বাজারজাতকরণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএ'র বিনিয়োগ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি;
- গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াকরণের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানা স্থাপনে প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য পল্লী বিপণী প্রতিষ্ঠায় সহায়তা;
- কৃষি উৎপাদন, কৃষি ঋণ ও বাজারজাতকরণের মধ্যে পরস্পর যোগসূত্র স্থাপনে সহায়তা;
- আর্দশ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভায় যোগদান এবং এ সংক্রান্ত সমন্বয় সাধন;
- বিআরডিবি-ইউসিসিএ'র ব্যবসা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন তৈরি;
- অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়দেনা নিরূপণ/নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচির ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম মনিটরিং;
- আদর্শ গ্রাম-২ প্রকল্পের ঋণ বিতরণ এবং আদায় কার্যক্রম মনিটরিং।

সেচ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি;
- সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- জোড়াবাড়ি সংক্রান্ত সকল তথ্য সকল জেলা/উপজেলা থেকে সংগ্রহ করা, জোড়াবাড়ির ভাড়া আদায় ও এ সংক্রান্ত ব্যাংক হিসাবে পরিচালনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- সোনালী ব্যাংক (ফসলী) এবং ইউসিসিএ লি: এর নিজস্ব তহবিল ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা এবং সমস্যাবলী সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।

পরিদর্শন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন;
- সদরদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ:

সম্প্রসারণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- উপকারভোগীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদি পশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন;

- সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক) এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি।

বিশেষ প্রকল্প শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য কন্টাক্টসেল হিসেবে দায়িত্ব পালন, যাবতীয় নথিপত্র, মালামালের হিসাব ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত করে নিরীক্ষা শাখায় প্রেরণ;
- পল্লী উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ কার্যক্রম ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- বিআরডিবি'র (এসএমই) ওয়েবসাইটে এসএমই ঋণ সংক্রান্ত উপজেলাভিত্তিক তথ্য এসএমই সফটওয়্যারে পোস্টিং নিশ্চিত করা এবং পোস্টিংকৃত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা।
- পল্লী উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ সংক্রান্ত উপজেলাভিত্তিক ঋণ আদায় কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও তদারকি;
- পল্লী উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদকরণ;

মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করা;
- গ্রামীণ মহিলাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন (শেয়ার ও সঞ্চয় জমা);
- জীবিকায়নধর্মী দক্ষতা উন্নয়ন ,সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আয়উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণ ও আদায়;
- সামাজিক, স্বাস্থ্যগতসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- গ্রামীণ মহিলাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ;
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা এবং অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারীদের উন্নয়ন।

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচি'র প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন করা, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলোঃ (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) নির্মাণ অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে পরিচালক (পরিকল্পনা), অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে যুগ্ম পরিচালক এবং শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

পরিকল্পনা শাখা

পরিকল্পনা শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিপি, আরডিপিপি, আরটিপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ও মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সমন্বয়;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন-আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি) মতামত প্রদান।

গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন;
- বিআরডিবি'র কর্মকান্ড ভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা, প্রকাশ ও বিতরণ;
- জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠোপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ; বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান;
- বিআরডিবি'র সিটিজেনস্ চার্টার সংক্রান্ত কার্যক্রম।

পরিবীক্ষণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বের বিআরডিবি'র অংশের জবাব প্রদান;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবি'র বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ/ সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে যাচিত তথ্য প্রেরণ;
- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কাঙিখত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান;
- নির্ধারিত ফরম্যাট ও সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন;

প্রোগ্রামিং শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি'র তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা;
- তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা;
- National Web Portal এর আওতায় বিআরডিবি'র ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা;
- সার্ভিস ইনোভেশনের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;

নির্মাণ অনুবিভাগ

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন।
- ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত নকশা প্রস্তুত ও ব্যয় প্রাক্কলন তৈরী।

প্রশিক্ষণ বিভাগ

পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। এ বিভাগে ১ জন উপপরিচালক, ২ জন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ রয়েছে। বিআরডিবি'র আওতায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- প্রশিক্ষণের বাজেট প্রণয়নসহ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- নির্ধারিত ও চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তা মনোনয়নে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;
- বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই) পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে দেশের প্রাচীনতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে চলেছে। স্বাধীনতাপূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রণীত ভি-এইড কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বসূরি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর নিকট হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সনে এটিকে বিআরডিবি'র অধীনে জাতীয় পর্যায়ের ইনস্টিটিউটের মর্যাদা দিয়ে নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)'।

বিআরডিটিআই'র অবস্থান

সিলেট জেলা সদর হতে ৮ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে খাদিমনগরে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ১০.৬২ একর জমির উপর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিআরডিটিআই অবস্থিত। ইনস্টিটিউটের আশপাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), বিসিক শিল্পনগরী, মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম টি এস্টেট, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ্ পরান (রাঃ) মাজার শরীফ।

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল দ্বি-তলবিশিষ্ট আধুনিক প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবন। এর অফিস ও অনুষদ সভাকক্ষ এবং দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ৪টি শ্রেণিকক্ষ। এছাড়া আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংরক্ষণাগার এবং পিএ সিস্টেম সম্বলিত ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি সম্মেলন কক্ষ। এগুলো সম্পূর্ণভাবে মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় রয়েছে। এছাড়াও লাইব্রেরি এবং আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব একাডেমিক ভবনের দোতলায় অবস্থিত। ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য চারটি হোস্টেলে ১৬২ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। দ্বি-তলবিশিষ্ট মডার্ন ক্যাফেটারিয়ার দুটি হলে একসঙ্গে ৩৫০ জনকে খাবার পরিবেশন করা যায়। বিনোদনের জন্য রয়েছে টেলিভিশন ও খেলাধুলার উপকরণসমৃদ্ধ তিনটি কমনরুম। জুলাই, ২০০৭ সনে ৬০০ আসনবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম বিআরডিটিআই-এর সুবিধাদিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। অডিটরিয়ামের সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে সার্বক্ষণিক জেনারেটর, আধুনিক শব্দ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এছাড়া বিআরডিটিআই জামে মসজিদে প্রায় ১৫০ জন মুসলমান একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রস্থলে প্রায় দুই একর আয়তনের পুকুর রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবনগুলোও ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বিআরডিটিআই’র জনবল কাঠামো

রাজস্ব খাতে বিআরডিটিআই’র মোট জনবল ৪১ জন। এদের মধ্যে পরিচালক, ২ জন যুগ্ম পরিচালক, ৮ জন অনুদেষ্টা/উপপরিচালক, লাইব্রেরিয়ান, আর্টিস্ট, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জুনিয়র অফিসার (হিসাব)-সহ মোট অনুষদ সদস্য ১৫ জন। অবশিষ্ট ২৬ জন কর্মচারী রুটিন দাপ্তরিক কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকেন।

বিআরডিটিআই’তে উপপরিচালকদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি) ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ১৯৮৭ সনে নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মাইজদীতে ০.৮৭ একর জমির উপর নির্মিত হয়। ১৯৯২ সনে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ সমাপ্ত হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সন থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী দারিদ্র্য সমবায় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০১ হতে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর আওতাভূক্ত করা হয়। বিআরডিবি’র ৪১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে জুলাই ২০০৫ থেকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নিজস্ব আয় দ্বারা পদাবিকের নিয়ন্ত্রাধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

এনআরডিটিসি প্রতিষ্ঠাকালীন থেকেই গ্রামের দরিদ্র জনগণকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে চলছে। এছাড়াও বুক কিপিং, টিওটি, নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, ওরিয়েন্টেশন কোর্স, রিফ্রেশার্স কোর্সসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৪০ আসন বিশিষ্ট ২টি শ্রেণিকক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ৫০ আসনবিশিষ্ট ডাইনিং হল, ২টি ফেসিলিটেটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে।

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরী সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি’র মহিলা কর্মসূচির অর্ন্তভূক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ কেন্দ্রটি টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল হতে ২০০ মিটার উত্তরে দেওলাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মূল সড়কের পাশে ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত। এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-তল ভবন বিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সম্বলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার

জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে যেখানে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারেন। এছাড়া এখানকার ডাইনিং এ একসঙ্গে ৩০ জনের খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে।

বিআরডিবি'র কার্যক্রমভিত্তিক কার্যক্রমের অর্জন

এক নজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি

মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, সঞ্চয় জমা, শেয়ার, আদায়, ঋণ সহায়তা প্রদান, ঋণ আদায় এবং বিআরডিবি'র সদর দপ্তর, জেলা দপ্তর, উপজেলা দপ্তর ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠান/ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, অন্যান্য সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দেশে কর্মকর্তা/ কর্মচারি ও সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সুফলভোগীদের মাঝে কৃষি উপকরণ ও সম্পদ বিতরণ করা হয়। একই সাথে এর সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন, জুন ২০২৩ এ স্থিতি এবং ক্রমপুঞ্জিত অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রম	কার্যক্রমের ধরন ও নাম (একক)	২০২২-২০২৩ অর্জন	জুন, ২০২৩ স্থিতি	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (জুন, ২০২৩)
ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম				
১	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) গঠন (টি)	০০	৪৮৭	৪৮৭
২	মানব সংগঠন (সংখ্যা) (সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি)	৬,৯৩৬	১,৭৯,৮৮২	১,৯২,৯৬২
৩	সদস্য (জন)	১,৯৭,৩০০	৫১,১০,৯৯৩	৬২,০১,৫৫৪
খ) সদস্যদের নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি এবং ঋণ কার্যক্রম				
৪	শেয়ার (লক্ষ টাকা)	৬৪৫.২৮	১৩,৬৭৪.৪৭	১৮,১৪৬.২৮
৫	সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	১৬,৫৬৩.০৭	৬১,৮৬৫.৫০	১,২২,১৭৬.১৮
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১,৬৫,১৪৮.৮৪	-	২২,২৫,৮১১.৮১
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১,৬২,৪৩০.৭৬	-	২০,৩২,০৬০.২১
৮	আদায়ের হার	৭৭%	-	৯৮%
৯	ঋণ গ্রহীতা সদস্য (জন)	৩,৮৭,৫৮৪	-	৭৭,৯৮,৬৭৩
গ) প্রশিক্ষণ				
১০	সুফলভোগী (জন) (দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বর্ধনমূলক, উদ্বুদ্ধকরণ)	১,৩৬,১৬৯	-	৭৩,৫০,৯৯৩
১১	কর্মকর্তা/কর্মচারি (জন)	১১,১৬৭	-	২,৭১,৬৬৯
ঘ) সেচযন্ত্র বিতরণ				
১২	গভীর নলকূপ (টি)	-	-	১৮,৩৬০
১৩	অগভীর নলকূপ (টি)	-	-	৪৪,৫২৩
১৪	শক্তিচালিত পাম্প (টি)	-	-	১৯,৪০৫
১৫	হস্তচালিত নলকূপ (টি)	-	-	২,৭৩,০০০
	মোট	-	-	৩,৫৫,২৮৮
ঙ) সম্পদ বিতরণ				
১৬	বীজ ও চারা বিতরণ (জন)	৯,০০০	-	৫৪,৯৫১
১৭	১। সেলাই মেশিন (টি) ২। কিট বক্স (বিপি মেশিন, নেবুলাইজার, ব্লাড সুগার	- -	- -	১২৪০ ৪০

ক্রম	কার্যক্রমের ধরন ও নাম (একক)	২০২২-২০২৩ অর্জন	জুন, ২০২৩ স্থিতি	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (জুন, ২০২৩)
	ইন্ডিকেটর, ফাস্ট এইডস বক্স (সেট) ৩। মোবাইল মেরামত টুলস (সেট)	-	-	৮০
চ) সম্প্রসারণ কার্যক্রম				
১৮	ক্ষুদ্র অবকাঠামো (টি)	৫,১২০	-	২১,০৮৭
১৯	বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি)	০.৮৫	-	২০,৪৯৫.৫
২০	মৎস্য চাষ (লক্ষ টি)	৩০.০২	-	১৩১৩.৯৩
২১	গৃহপালিত পশুপাখির টিকা (লক্ষ টি)	২৫.১৭	-	৪০৩.৭৫
২১	উন্নত চুল্লি স্থাপন (লক্ষ টি)	০.১৮৫	-	১.১২
২২	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (লক্ষ টি)	০.১০	-	০.৮৮

মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি

শুরু থেকে বিআরডিবি'র মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 'দ্বি-স্তর' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধি। সর্বোপরি পল্লীর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্লাটফরম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। পরবর্তীতে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিআরডিবির কার্যক্রমের আওতায় এনে সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করা হয়। সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে মানব সংগঠন সৃষ্টি বিআরডিবি'র সেবা প্রদানের কৌশল। বিআরডিবি'র আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৬৯৩৬টি সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে। সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে উপকারভোগী সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণের পর বিআরডিবি সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিআরডিবি'তে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১,৯৭,৩০০ জন গ্রামীণ জনগণকে সেবার আওতায় আনা হয়েছে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মানব সংগঠন ১.৮০ লক্ষ টি এবং সদস্য সংখ্যা ৫১.১১ লক্ষ জন বিদ্যমান।

মূলধন সৃষ্টি

বিআরডিবি সদস্যদের মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। এছাড়াও সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের পুঁজি গঠনের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের জমাকৃত শেয়ারের পরিমাণ ৬৪৫.২৮ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমাণ ১৬,৫৬৩.০৭ লক্ষ টাকা। শুরু থেকে জুন/ ২০২৩ পর্যন্ত সদস্যদের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৬৭.৭৪ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৬১৮.৬৬ কোটি টাকা।

ঋণ কার্যক্রম

পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী, বিত্তহীন, হতদরিদ্র অবহেলিত এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল সূচকে সম্পৃক্ত করতে বিআরডিবি'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঋণ এমন একটি চালিকা শক্তি যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সত্তরের দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না তখন দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে 'জামানত' বিহীন তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে পরিচিতি ও সমাদৃত হয়। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত তদারকি ঋণ হিসেবে ফসলী ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সেচযন্ত্রের বিপরীতে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ সহায়তা চালু করা হয়। পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা

উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তা কার্যক্রম চালু করে। বিআরডিবি কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি আশির দশকে বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি প্রকল্প/ কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, মহিলা ও দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিআরডিবি ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে এসএমই ঋণ বিতরণ শুরু করে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ১,৬৫,১৪৮.৮৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করে এবং উপকারভোগীদের কাছ থেকে বিতরণকৃত ঋণের মোট ১,৬২,৪৩০.৭৬ লক্ষ টাকা আদায় করেন। শুরু হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক ঋণগ্রহিতা সদস্যদের থেকে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ২০,৩২,০৬০.২১ লক্ষ টাকা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ খাতে বিআরডিবি'র অনুকূলে ৩০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দপ্রাপ্ত হয়। ১ম ধাপে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৫০.০০ কোটি টাকা ১০,১৮৭ জন সদস্যর মাঝে এবং ২য় ধাপে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৫০.০০ কোটি টাকা ৬৪ জেলায় ১০০২৫ জন উদ্যোক্তার মাঝে বিতরণ সম্পন্ন হয়। ইতোমধ্যে প্রতি উপজেলায় রিভলডিং ফান্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তহবিল জমা হওয়ায় এবং এসএমই ঋণের ব্যাপক চাহিদা থাকায় তা পুনঃবিনিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানুষের প্রজ্ঞা, জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতাকে পরিবর্তন করা যায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। পল্লী জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকেই প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। বিআরডিবি সমিতির মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে একটি সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করে। অতঃপর সংগঠিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারসহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করে থাকে। এছাড়াও সমিতির সাপ্তাহিক সভায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং এর কুফল, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বিআরডিবি পল্লীর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড নির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/ কর্মচারিবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবির নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো রয়েছে। এ সকল অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরডিবি উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ২০২২২-২৩ অর্থবছরে বিআরডিবি কর্তৃক কর্মকর্ত/কর্মচারী ১১,১৬৭ জন এবং উপকারভোগী ১,৩৬,১৬৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। শুরু হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারী ২,৭১,৬৬৯ এবং উপকারভোগী ৭৩,৫০,৯৯৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

সেচ কার্যক্রম পল্লী উন্নয়নে 'কুমিল্লা মডেল' এর প্রধান চারটি উপাদানের মধ্যে অন্যতম। সূচনালগ্ন থেকেই অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলনের জন্য বিআরডিবি কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে বিএডিসি, ব্যাংক ও বিআরডিবির যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র বিতরণ করেছে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি কৃষকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সেচযন্ত্র গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে বিএডিসি ও ব্যাংকের মধ্যে সংযোগের সাথে সাথে মাঠপর্যায়ের সেচযন্ত্রের পরিচালনায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক বিআরডিবির যৌথ চুক্তির মাধ্যমের সম্পাদিত ব্যাংকিং পরিকল্পনা মোতাবেক বিআরডিবি নিয়ন্ত্রিত ইউসিসিএগুলোতে ব্যাংক সেচযন্ত্রখাতে মেয়াদী ঋণ বিনিয়োগ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের বিপুল পরিমাণ অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এর ফলে দেশে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুর দিকে সরকার বেসরকারি খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। এর ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগে সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবির সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেচ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি মোট ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মধ্যে গভীর নলকূপ ১৮,৩৬০টি, অগভীর নলকূপ ৪৪,৫২৩টি, শক্তিচালিত পাম্প ১৯,৪০৫টি এবং হস্তচালিত পাম্প ২,৭৩,০০০টি। এছাড়া সেচযন্ত্র খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০৯৪১.৮০ কোটি টাকা।

বিআরডিবি'র মাধ্যমে বিতরণকৃত সেচযন্ত্রসমূহ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে যায়। ফলে অকেজো নলকূপের মধ্যে মেরামতযোগ্য নলকূপগুলোকে সচল করার লক্ষ্য বিআরডিবি ২০১৩ সালে 'সেচ সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ৩৩৪টি অচল/ অকেজো কিন্তু মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত করে সচলকরণ ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

বিআরডিবি উপকারেভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার নামে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার পরিচিতি

কারুপল্লীঃ

কারুপল্লী মূলত বিআরডিবি'র উপকারভোগী পল্লী জনগনের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসীজ কোঅপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগী এবং অসহায় ও বিত্তহীন গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তা দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। বর্তমানে বিআরডিবির প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও karupalli.brdb.gov.bd এই-কর্মাস সাইটের মাধ্যমে কারুপল্লীর পণ্য বিক্রয় করা হয়।

উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

রংপুর জেলা শহরে প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য। এ প্রকল্পের প্রধান পণ্যসমূহ হলো- নকশি কাঁথা, নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনা সামগ্রী, রংপুরের প্রসিদ্ধ শতরঞ্জি, জামা, পাঞ্জাবী, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরনের হাল ফ্যাশনের পোশাক প্রভৃতি। কেন্দ্রটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদশন ও বিপণন সুবিধা প্রদানসহ প্রকল্পের আওতায় বিআরডিবি'র কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে রংপুরে ১০তলা ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান।

উদকনিক প্রকল্পের নির্মাণাধীন প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন

বিআরডিবির গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত লিংক মডেল পদ্ধতিতে সম্পাদিত পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। লিংক মডেল পদ্ধতিতে পল্লী অঞ্চলে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (জিসি) গঠন করা হয়। ২০ থেকে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি প্রতি মাসে গ্রামে বসে সভা করেন। এ সভায় গ্রামের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের (স্কিম) প্রস্তাব তৈরি করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় (ইউসিসিএম) উপস্থাপন করা হয়। ইউসিসিএম-এ অনুমোদিত হলে গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল স্কিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (তিন) ধরনের উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অনধিক ১.০০ লক্ষ টাকা বাজেটের এ স্কিমে মোট ব্যয়ের ৮০% টাকা প্রকল্প থেকে, ১৫% সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপকারভোগী জনগণ এবং ৫% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে স্কিম বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের কম টাকায় অনেক বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে মর্মে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পিআরডিপি-৩ এর আওতায় এ ধরনের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫,১২০ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়। ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়নের সংখ্যা ২১,০৮৭টি।

নরসিংদীর বেলাবো উপজেলায় স্কীম (কাঠের ব্রীজ) নির্মাণ

ফরিদপুরের বোয়ালখালী উপজেলায় স্কীম (মাদ্রাসার অযুখানা) নির্মাণ

সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বিআরডিবিভুক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে বৃক্ষরোপণ ০.৮৫, মৎস্য চাষ ৩০.০২, উন্নত চুল্লী স্থাপন ০.১৮৫, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন ০.১০ এবং পশুপাখির টিকাদান ২৫.১৭ লক্ষ ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ডে বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। শুরু হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ ২০,৪৯৫.৫, মৎস্য চাষ ১৩১৩.৯৩, উন্নত চুল্লী স্থাপন ১.১২, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন ০.৮৮ এবং পশুপাখির টিকাদান ৪০৩.৭৫ লক্ষ।

নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

বিআরডিবি সরকারের পল্লী উন্নয়ন কৌশলের সাথে সংগতি রেখে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় মহিলা সমিতি গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, পুঁজি গঠন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, প্রযুক্তি হস্তান্তর, নারী ক্ষমতায়ন, উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করে আসছে। নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম ফ্লাগশীপ প্রোগ্রামের আওতায় বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে দেশের ১৩০টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। বাংলার সুবিধা বঞ্চিত, অসহায়, দুঃস্থ, বিধবা, এতিম, দারিদ্র, বিত্তহীন নারীদের দলভূক্ত করে তাদের প্রশিক্ষণ, পুর্জিঁ গঠনে সহায়তা, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপার্জনমুখী নানা কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। বিআরডিবির মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা নির্মূল ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সমন্বিত মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। পরবর্তীতে মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বিআরডিবি'র আওতাধীন অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচিতেও নারীদের অগ্রধিকার দেওয়া হচ্ছে। পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও গ্রামীণ নারীদের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম যেমন- শাকসজি চাষ, ফলফুলের চাষ, কাপড় সেলাই, দর্জি বিদ্যা, নকঁশা, বাটিক, বুটিক,অ্যাম্ব্রয়ডারি, নকশি কাঁথা, বাশঁ ও বেতের কাজ, পশুপাখি পালন, মৃৎশিল্প, তাঁত শিল্প, চিড়ামুড়ি ভাজা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, কম্পিউটার চালনা ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করছে।

বিআরডিবি'র গ্রামীণ নারীদের সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলে অর্ন্তভূক্ত করে গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণে বিআরডিবি মূখ্য ভুমিকা পালন করছে। বিআরডিবিভূক্ত নারী নেত্রীগণ স্থানীয় সরকারের অধিকাংশ পদে নির্বাচিত হয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিআরডিবি'র এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা কর্মমুখী, আত্মনির্ভরশীল এবং পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি

(ক) <u>ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা</u>

বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম এর মাধ্যমে সদর দপ্তর থেকে উপজেলা, জেলা, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা, মাসিক সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া, প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা এবং পল্লী এলাকার সুবিধাভোগীদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় করা হচ্ছে। বর্তমানে জুম অ্যাপ ব্যবহারের লক্ষ্যে লাইসেন্স আইডি ব্যবহার করা হচ্ছে।

(খ) <u>দাপ্তরিক ওয়েবসাইট</u>

বিআরডিবি জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে এবং নিয়মিত তথ্য বাতায়নে আপডেট করা হচ্ছে। বিআরডিবি'র আওতাভূক্ত সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তর জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি বিআরডিটিআই জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে। এ ওয়েবসাইটের সেবাবক্সসমূহের যাবতীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।

বিআরডিবি'র দাপ্তরিক ওয়েবসাইট

গ) <u>পার্সোনাল ডাটাশীট (পিডিএস)</u>

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরিকালীন সকল রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনলাইন পিডিএস সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারির চাকরি সংক্রান্ত রেকর্ড বুক হিসেবে পিডিএস কাজ করবে। এর মাধ্যমে প্রশাসন বিভাগ সহজে দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে মানবসম্পদ কার্য সম্পাদন করতে পারছে।

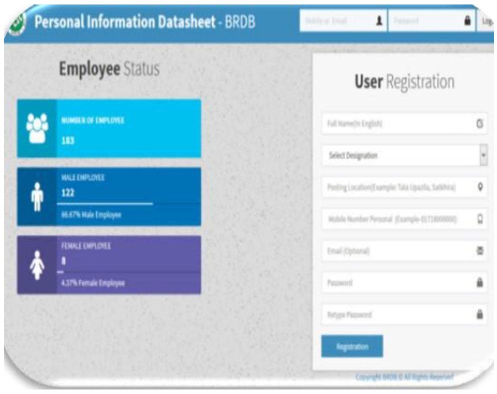

বিআরডিবি পার্সোনাল ডাটা সীট (পিডিএস)

(ঘ) <u>ই-নথি</u>

সদর দপ্তরের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে ই-নথি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দাপ্তরিক কাজে ই-নথি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সময়ে দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা

(ঙ) দাপ্তরিক ওয়েবমেইল

বিআরডিবি সদরদপ্তরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিপরীতে ৭৫০টির বেশি দাপ্তরিক ওয়েবমেইল চালু রয়েছে। দাপ্তরিক ওয়েবমেইল ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

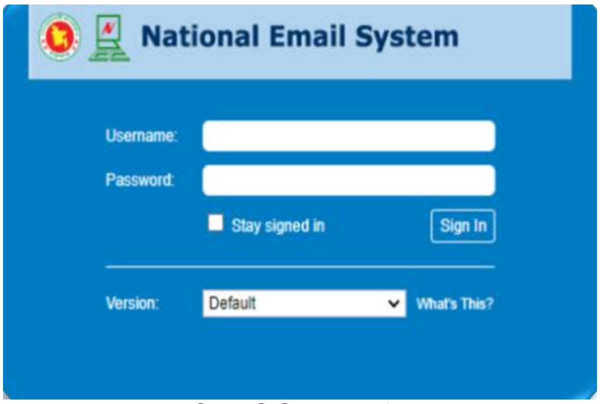

বিআরডিবি ওয়েবমেইল

(চ) ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম সিস্টেম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক "ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম সিস্টেম" নামে একটি সেন্ট্রাল সফটওয়্যার কার্যক্রম চলমান। চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকার ডকুমেন্ট সরবরাহসহ সঠিক সহযোগিতা করা হচ্ছে।

(ছ) ডিজিটাল সেবা

ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরডিবি সদর দপ্তরে ব্যবহারের জন্য "কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামত চাহিদা ফরম" নামে একটি ডিজিটাল সেবা তৈরী করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সদর দপ্তরের যে কোন শাখা থেকে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামতের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা যাবে।

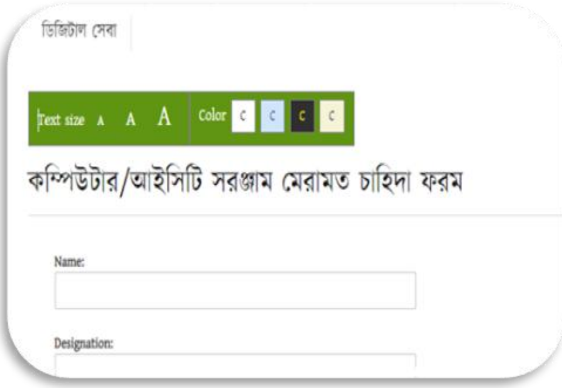

ডিজিটাল সেবা

(জ) ই-জিপি

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর নির্মাণ শাখার মাধ্যমে ই-জিপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ই-জিপি

(ঝ) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস

বিআরডিবি সদর দপ্তরের সকল বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখা এ দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে ইন্টারনেট সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অনাকাঙ্খিত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে।

(ঞ) সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

বিআরডিবি সদর দপ্তরের জন্য অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল খোলা হয়েছে এবং বিআরডিবি'র সকল জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের জন্য অফিসিয়াল পেজ খোলা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে নির্দেশনাসমূহ এই মাধ্যমে আপলোড করা হচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)ভূক্ত প্রকল্পসমূহ

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৩১,৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল/২০১৪ - জুন/২০২৩

প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের আলোকে আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য নিরসনকল্পে প্রকল্প এলাকার অতি দরিদ্র সহায়-সম্বলহীন মহিলা ও পুরষদেরকে হাতে-কলমে ট্রেডভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক) প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্যতা নিরসন।

খ) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সকল মৌসুমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

গ) আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যম উৎপাদন বৃদ্ধি।

ঘ) দরিদ্রপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি।

ঙ) গরীব উৎপাদনকারীদের তৈরী পণ্য বাজারজাতকরণে সুবিধা সৃষ্টি।

চ) দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় পিছিয়ে থাকা আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য নিরসন।

ছ) স্থানীয় সম্পদ ও জনশক্তিকে অকৃষি অন্যান্য কার্যক্রমে নিয়োজিতকরণ।

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৩১৪৭.৫৮	৬৩৯.০০	৬৩৯.০০	৪৩৬.০০	৬৮%	৬৮%	১৪৮২২.৯০	১২৯৪৩.৪৯

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২০২৩)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	৫	৫	৬২৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১০০০০	৬০০	৫৯১	৯৭৫০
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	০	১৫.০০	১৮.৪০	১৪০.৪৩
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৮৬৪০	৮৪০	০	৩৭৮০০
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১১০০.০০	০	০	১১০০.০০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	০	৮১.৯২	৬৩.৬৭	১০৮১.৭৫

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (পিআরডিপি-৩) (২য় সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৮,৬৬২.৯৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ এবং নিজস্ব তহবিল-ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ৫,০২৯.৫০ লক্ষ টাকা)

অর্থের উৎস : জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৫ - জুন/২০২৩

প্রকল্প এলাকা: ৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলার ৬৫০টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) জন অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও জনগণের চাহিদা ভিত্তিক জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের সেবা নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে Horizontal লিংকেজ এবং গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

খ) গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

গ) গ্রামবাসীর চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

ঘ) গ্রামবাসিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

ঙ) জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

চ) সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সকল সেবা ও সহায়তা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা।

ছ) গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা।

জ) ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসাবে পরিণত করা।

ঝ) উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন কার্যক্রম

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৮৬৬২.৯৭	৫৩৪৯.০০	৫৩৪৯.০০	৫২১৫.৫৩	৯৮%	৯৮%	২৩৬৩৩.১১	২৩৪৯৫.৮৪

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (টি)	৫৮৫০	৬৫০	৬৫০	৭১৪০
২	গ্রাম উন্নয়ন কমিটি সভা (টি)	৩৫০৯৩৫	৭৬২৫৮	৭৬২৫৮	৩৫০৯৩৫
৩	ইউনিয়ন উন্নয়ন কমিটি (টি)	৬৫০	০	০	৬৫০
৪	ইউনিয়ন উন্নয়ন কমিটি সভা (টি)	৪৫৯৯৬	৭৮০০	৬৫০৪	৩৮২০৪
৫	ভিডিসি স্কীম (টি)	২১০৮৭	৫১২০	৫১২০	২১০৮৭
৬	প্রশিক্ষণ (জন)	৪৫৭০১৬	৩০৭২৬	৩০৭২৬	৪৫৭০১৬

গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫০,৯৪.০০ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/২০১৮ - জুন/২০২৩
প্রকল্প এলাকাঃ গাইবান্ধা জেলার ৭ টি উপজেলা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

ক) ৫৩৯টি পল্লী উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার ১৮,৬০০ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

খ) বৈশ্বিক করোনা মহামারী (কোভিড-১৯) জনিত কারণে কর্ম হারানো বেকার ও দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
গ) গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলার ৮২টি ইউনিয়নের গরীব সুফলভোগীর আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন।
ঘ) অভিষ্ট সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমূলক আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ।
ঙ) কর্মসংস্থান ও নতুন পেশা সৃষ্টির লক্ষ্যে অকৃষি কার্যক্রম বিকশিতকরণ।
চ) পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন।
ছ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।
জ) নদী ভাঙ্গন কবলিত ও চরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।
ঝ) এক পল্লী এক পণ্য ভিত্তিতে পণ্যভিত্তিক পল্লী স্থাপন ও সম্প্রসারণ।

উপকারভোগীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন মহাপরিচালক, বিআরডিবি

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৫০,৯৪.০০	৮৭২.০০	৮২৫.৬৪	৭৮৮.৬৭	৯০%	৯৬%	৪৯৯৯.৬৪	৪৯৬০.৭৯

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৫৩৯	৪০	৪৪	৫৩৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৮৬০০	১২৩০	১২৩০	১৮৬০০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকা)	০	১০০.০০	১০৩.১৯	৪০২.৮৬
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৮৬০০	১৮২০	১৮২০	১৮৪৫০
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	২৬২৮.০০	১৩০০.০০	১৩১৯.৯৩	৪১৮৩.৭৮
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	০	১০০০.০০	৯০১.৪১	২৪৩৭.০০

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩৭,৩০.০০ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে ডিসেম্বর/ ২০২৩ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ জেলার ২৫৬ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানো ও পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানী নির্ভরতা হ্রাসকরণ। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষক বিশেষতঃ মহিলাদের সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ।

খ) সদস্যদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

গ) অপ্রধান শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান।

ঘ) অপ্রধান শস্য আমদানি নির্ভরতা কমানো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

ঙ) অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন সহায়তা প্রদান।

শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলায় মরিচের প্রদর্শনী প্লট

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৩৭,৩০.০০	৬২৪০.০০	৬১৭৪.৪৪	৬০৮২.৬২	৯৮%	৯৯%	২০৪০৬.৯৪	১৯৯৪৩.৮১

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সুবিধাভোগী নির্বাচন (জন)	৩০০০০০	০০	০০	৩০০০০০
২	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৭৬৮০	১৯০	১৯০	৭৬৮০
৩	সদস্য ভর্তি (জন)	২৭০০০০	২১০০০	২১০০০	২৩৪৪৭৬

৪	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকা)	৩২৪০.০০	১১০০.০০	১১০০.৩৭	৩০৭৯.২২
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৯৩৮৪০	৩০৭২০	৩০৭২০	৮৩৬০০
৬	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	২২৯৭৭.০০	১০১৬২.০০	১০১৬২.৩৬	২১২৪১.৬৩

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৮৫৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারি/ ২০২১ হতে জুন/ ২০২৬ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ ১৭ জেলার ৫৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও বেকার মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণসহ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

ক) প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তাপ্রাপ্ত সুফলভোগী সদস্যদের বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় জুন, ২০২৬ সনের মধ্যে ১০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণ।

খ) জুন, ২০২৬ সনের মধ্যে মহিলা সুফলভোগী সদস্যদের গড় মাথাপিছু ৩০০০.০০ টাকা এবং স্কুলগামী কিশোরীদের গড় মাথাপিছু ৫০০০.০০ টাকার সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি করা।

গ) সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদানের মাধমে প্রকল্পভুক্ত স্কুলগামী কিশোরীদের শতভাগ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকরণ।

ঘ) ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধিসহ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের উপকারভোগীদের সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৩৮৫৮৯.৯৩	৮০০০.০০	৬২৩৫.২৩	৬২৩৩.৮২	৯৮%	৯৯%	৯৪৯৭.৩৪	৯৪৯৪.৯৫

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৩৭০	৩৩০	৩৮৮	৩৩০৮
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১২৯৮০০	৯০০০	১১৪৮৬	৯২৮৬২
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকা)	৪৬৫৬.০০	৫০০.০০	৫১৯.১৫	২৪৮১.১৫
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৪৪৫৪০	৬৬০০	৬৬০০	১৫১৬৬
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	১৭৪১০.০০	৪৮৮৮.৭০	৪৮৮৮.৭০	৬৭৯৬.৪০

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯২৮,৮৮.২৯ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/ ২০২১ হতে জুন/ ২০২৬ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকাঃ ৪৮ টি জেলার ২২০ উপজেলা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

ক) দরিদ্র মহিলা ও পুরুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সক্রিয় সংগঠন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা।
খ) সংগঠিত উপকারভোগীদের সচেতনতা ও উপযুক্ত জীবিকায়নের মাধ্যমে আয়বর্ধন, সক্ষমতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
গ) কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশ ফেরৎ কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণোত্তর পুনর্বাসন।
ঘ) সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে বিপণন সংযোগ স্থাপন এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং
ঙ) টেকসই পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত ২২০টি উপজেলা ও পল্লী উন্নয়ন দলকে সার্বিক জীবিকায়নের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর ও শক্তিশালীকরণ।

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায় উঠান বৈঠকে মহাপরিচালক, বিআরডিবি

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৯২৮৮৮.২৯	২৭৬০০.০০	২১৭৯১.০৯	২১৫০৯.১০৯	৭৮%	৯৯%	৫০২৪৭.০৯	৪৯৩৮০.০৭

কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২৩৩৩১	৭৯৭৬	৫৬১৯	৮৯৩২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭০০০০০	২৭৬২১৮	১০০০১৬	১৫৬৮১১
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	২৫৯১৩.৭৭	৪৮০৭.০০	৬৭৬.৭০	৬২৪.৫৭
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩০০০০	৩৩৯৬২	৩৫৮৭৪	১৩১০০১
৫	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	৬৬০০০.০০	২৭৭৭২	২৭৮৯৩.৬৫	৩৩৭৪০.২৫

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি অংশ)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৮৫,৯৩.০৬ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ ২০ জেলার ৪৬ টি উপজেলার ২,৮৫০টি গ্রাম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা।

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৮০০৪.৭৫	১৭৫১.০৯	১৭৫১.০৯	১৭২৬.৭৯	৯৯%	৯৯%	৪৮৫৬.৪৬	৪৩০৫.৭৭

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২,৮৫০	৫৬৮	১৭১	২৪৫৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪,১২,০০০	৯৮৭৫০	১১৬৫৫	২৭৫৫৪৭
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১,৩৮,৮৬.৮০	৪৯৩৩.৫০	৯০৯.৩৭	৭৩৯৬.০৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৮,৬৫২৪	৮৫৪০	৮৪৮১	১২০০৩৭
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	৮,৭০৬.৫০	২৬৭৯.০০	৬৯০.৮৪	৫৩৭৯.২৬

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	(লক্ষ টাকা)				
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	০	০	৬৪০.৭৬	৫১১০.২৯

চলমান কর্মসূচিসমূহ

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ
মূল কর্মসূচি

দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি (প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি) কুমিল্লা মডেল হিসেবে দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি সমবায় আইন অনুযায়ী পরিচালিত হলেও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী বিআরডিবি দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি বাস্তবায়নসহ এর যাবতীয় দেখ-ভালের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এগুলোকে বিআরডিবি'র প্রত্যক্ষ সহায়তায় গঠন করা হয়েছে এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বিআরডিবি প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও ইউসিসিএগুলোর দায় -দায়িত্ব নিয়ে সরকার কর্তৃক সকল ইউসিসিএ'র অনুকূলে ঋণসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করে থাকে। দ্বি-স্তর সমবায় আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন মূল কর্মসূচি'র সমবায় ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমে নিম্নোক্ত তিনটি কর্মসূচি পরিচালিত হয়:

ক) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি:
এ কর্মসূচি'র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণ ব্যবহারের দ্বারা কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাড়তি আয় দ্বারা গ্রামীণ কৃষক পরিবারের আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা করা। ২০০৩-০৪ অর্থ বছর হতে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ১৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়। পরবর্তীতে টাঙ্গাইল কৃষি সেচ কর্মসূচি ১৪৫.৯০ লক্ষ টাকা, এএফও ১৭৩.৭২ লক্ষ টাকা এবং সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২৬.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৩৪৫.৬২ লক্ষ টাকা ইউসিসি'তে একীভূত করা হয়। ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত ভর্তুকীর অব্যয়িত অর্থ আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচিতে মোট ৩৯০০.৯৫ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে, যা বর্তমানে 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' হিসেবে বিভিন্ন ইউসিসিএ'তে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া আরএলএফ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৬৬৩৯.২৮ লক্ষ টাকা। ফলে বর্তমানে 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' ২৫৯৭৮.৮৯লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৬৪ জেলায় আবর্তক (কৃষি) ঋণ বিতরণ হয়েছে ১৭৫২৫.১৩ লক্ষ টাকা ।

খ) ব্যাংক মাধ্যম ঋণ:
ইউসিসিএ/ কেএসএস এর ঋণ পরিচালনার জন্য প্রণীত ব্যাংকিং পরিকল্পনা ১৯৮৩ অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এর আওতায় স্বল্প মেয়াদী ও মেয়াদী ঋণ কার্যক্রম রয়েছে। স্বল্প মেয়াদী ঋণের আওতায় রোপা, আমন, রবি ফসল খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৩ টি জেলায় সোনালী ব্যাংক অর্থায়নে ফসলী ঋণ (রোপা, আমন, রবি ফসল) খাতে ৩৯৪১.৩৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং উপকূলীয় ০৩ টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা) (চিংড়ী চাষ) ঋণ খাতে বিতরণ করা হয়েছে ২১৮২.৯১ লক্ষ টাকা।

গ) মূল কর্মসূচির নিজস্ব তহবিল:
বিআরডিবি'র কর্তৃক পরিচালিত ইউসিসিএগুলোকে ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকে জমাকৃত নিজস্ব তহবিলের অর্থ স্ব স্ব ইউসিসিএ'র আওতাভূক্ত সমবায়ীদের মধ্যে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়ে থাকে। নিজস্ব তহবিল বলতে সদস্যদের জমাকৃত শেয়ার, সঞ্চয়ের ৭৫% এবং ইউসিসিএলিঃ এর হিসাবে জমাকৃত দায়বিহীন অন্যান্য তহবিলকে বুঝায়। প্রত্যেক উপজেলায় নিজস্ব তহবিলের সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত ঋণ বরাদ্দ করা যায়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩৭টি জেলায় ইউসিসিএ'র মূল কর্মসূচির নিজস্ব তহবিল হতে ৫৫১৮.২৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি

গ্রামীন মহিলাদের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র আওতায় "গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা জোরদারকরণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প ১৯৭৫ সাল হতে ডিসেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত ক্যানাডিয়ান সিডা ও বিশ্বব্যাংক'র আর্থিক সহায়তায় প্রথমে ৩০টি এবং পরবর্তীতে আরও ১০০টিসহ মোট ১৩০টি উপজেলায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের সফলতার প্রেক্ষিতে জানুয়ারী ১৯৯৬ হতে জুন ২০০৪ পর্যন্ত রাজস্ব বাজেটের আওতায় নতুন ২২টি উপজেলাসহ মোট ১৫২টি উপজেলায় "সমন্বিত গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (সমক)" নামে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়। ইতোমধ্যে ২০০৪ সালে সমাপ্ত প্রকল্পের ১০০ উপজেলার জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়। ১০০টি উপজেলার জনবলের মাধ্যমে প্রথমোক্ত ১৩০টি উপজেলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয় এবং সর্বশেষে গৃহিত ২২টি উপজেলা হতে কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বর্তমানে সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব বাজেটভুক্ত ১০০টি এবং রাজস্ব বাজেট বর্হিভূত ৩০টি সর্বমোট ১৩০টি উপজেলায় "মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (মউ)" হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্য: গ্রামীণ মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের বিকাশ এবং পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা।

অনুবিভাগের কার্যক্রমসমূহ:

ক) সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করা;
খ) গ্রামীণ মহিলাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন (শেয়ার ও সঞ্চয় জমা);
গ) জীবিকায়নধর্মী দক্ষতা উন্নয়ন ,সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
ঘ) আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণ ও আদায়;
ঙ) সামাজিক, স্বাস্থ্যগতসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
চ) গ্রামীণ মহিলাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ;
ছ) মহিলা নেতৃত্ব গঠন ও তাদের স্বাবলম্বী করা;
জ) সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ;
ঝ) নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা;
ঞ) অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারীদের উন্নয়ন।

কার্যক্রম অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

ঋণ বিতরণ		ঋণ প্রাপ্ত সদস্য (জন)		ঋণ আদায়	
অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত
৭২৫২.৫৭	১৭৭৫৭২.১৩	১২,৬৫৫	৪৫৮১২৪	৭০০৬.৩৩	১৬৫০১৪.৯৬

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

পল্লীর জনগোষ্ঠীর স্ব-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম জুলাই, ১৯৯৩ হতে জুন, ১৯৯৮ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। সফলতা ও ইতিবাচক অগ্রগতির প্রেক্ষিতে এ কর্মসূচির ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়ন জুলাই ১৯৯৮ হতে শুরু করে এবং জুন ২০০৫ এ সমাপ্ত হয়। এ কর্মসূচিটি বর্তমানে দেশের ২২ টি জেলায় ১২৩ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

১। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দলগতভাবে সংগঠিত করে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
২। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা দানসহ স্থায়ীভাবে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা করা।

৩। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব-সম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর ।

৪। নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর ভাগ্যেন্নয়ন এবং জীবন-যাত্রার গুণগত পরিবর্তন সাধন।

টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলায় পদাবিক এর ঋণ সেবা কার্যক্রম

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২১	১৬০২৮
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২৯৯৮	৫৭৯৯৬৬
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৭৩৩.৬৭	১০১৯৭.৭০
৪	উপকারভোগী প্রশিক্ষণ (জন)	-	১০,৯০,১৮২
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৫২৪০.৫৬	২৯৩৩০৩.৪০
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৪৬৫৫.৯৭	২৭৪০১৩.৬২

পল্লী প্রগতি কর্মসূচি

পল্লী প্রগতি প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি দারিদ্র বিমোচনমূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি ইতিপূর্বে “একটি বাড়ী একটি খামার” নামে পরিচিত ছিল। প্রকল্পটি দেশের ৬৪ টি জেলায় ৪৭৬ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

বিদ্যমান আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ প্রদান এবং এর মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস বৃদ্ধি করা, পল্লী অঞ্চলে প্রাপ্ত ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদ সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সাধন, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে কর্মকান্ড জোরদারকরণের মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমনের প্রবণতা বন্ধ করা, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ইস্যুতে অবদান রাখা।

পাবনার ফরিদপুর উপজেলায় মৎস্য চাষে উদ্যোক্তা মোঃ রফিকুল ইসলাম

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৩৯	৯৫৬৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪,০৮৭	২২০৮৪৭
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৭২.৬৭	২৮৯০.৬১
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৬৫৭০.৩৬	১০১৯৩২.৪০
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৬৬৩৯.০২	৯৬৫14.৪৮
৬	ঋণ গ্রহীতা (জন)	১৮৮৪৪	৫৮৬৫৬৩
৭	প্রশিক্ষণ (আইজিএ) (জন)	৩০	১৯৭৮৭

উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি) যা ১৯৮৬-৮৭ সাল হতে কাজ করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র ০৬টি উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে ০৫ টি জেলায় ২৭ টি উপজেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ১৯৮৬-৮৭ সাল হতে ২০০২-২০০৩ সাল পর্যন্ত সিডা ও সরকারী অর্থে পরিচালিত হলেও ২০০৩ সালের ০১ জুলাই হতে কর্মসূচিটি সম্পূর্ণ নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বৃহত্তর ফরিদপুরের ৫টি জেলার (ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুর) সকল উপজেলা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অভিষ্ট জনগোষ্ঠী (বিত্তহীন/ ভূমিহীন) যাদের বসতবাড়ীসহ জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি নয়, যারা কায়িক পরিশ্রমী এবং যাদের নিদিষ্ট আয়ের কোন উৎস নেই তাদের অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিত্তহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করা।

শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার পন্ডিতসার ২ নং বিত্তহীন দলের সদস্য মুক্তা বেগম এর কাঠের আসবাবপত্রের দোকান

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৫২	১০০৭৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৬৭৬১	১৬১৪৭১
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৬৫৩.১০	৮৪৫৩.১৯
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩০৩০১.৭৬	৩৮৭৮৮৪.৪৮
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২৭৬৯০.৩৫	৩৬৬৭৪৫.০৩
৬	স্ল্যাব ল্যাট্রিন স্থাপন (টি)	১৩৭৪	৯১৩১৬
৭	হস্ত চালিত নলকূপ বিতরণ (টি)	৪৪৬	২৩০৬৮

পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহযোগিতায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প জুলাই/১৯৯৮ হতে জুন/২০০৭ মেয়াদে দেশের ২৩টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ও ইউবিসিসিএ এর নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে দেশের ৪২ টি জেলার ১৯০ টি উপজেলায় প্রকল্প ২য় মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে এটি কর্মসূচি হিসেবে চলমান।

কর্মসূচি'র উদ্দেশ্যঃ

ক) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ এর সমন্বয়ে সমবায় সমিতি/ দল গঠনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে নিজস্ব পুঁজি গঠন।

খ) উপকারভোগীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা।

গ) বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণপূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনে সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ।

ঙ) সরকারে উন্নয়ননীতি ও কৌশলের আলোকে বিত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন।

কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	১	২০,১১৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৮৬৫	৬২১৭২৯
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৪২.৬৭	১৩৬৪.৩২
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৯৬.৬৪	৫১০৯.৮৭
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৪,৫৮,১৫৩
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫০৮৪.৮৮	৩৩৪৭৪৬.৪৬
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৯১০১.৪১	৩১৮৩০৬.৭৩

সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

পল্লীতে বসবাসরত দরিদ্র নারী পুরুষের দারিদ্র নিরসনে বিগত ২০০৩-০৪ সনে বিআরডিবি সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ০৩ টি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগুলো হচ্ছে- ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষী উন্নয়ন কর্মসূচি (এসএফডিপি), সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) ও দারিদ্র বিমোচনে মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থান কর্মসূচি (দাবিমআক)। পরবর্তীতে কর্মসূচিগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন বিবেচনায় বোর্ডের ৪১ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ০৩ টি কর্মসূচির কার্যক্রম একীভূত করে "সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)" নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ০২ মে ২০২১ হতে - সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রিয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক), দুস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস), দুর্যোগ এলাকায় দারিদ্র বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমূখী উন্নয়ন কর্মসূচি (দুএদাবি) ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি (ব্যানপিএইচসি) একীভূত করে সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) নামে কার্যক্রম শুরু করা হয়। কর্মসূচিসমূহ একীভূতকরণের পর সদাবিক এর মোট ঋণ তহবিল ১৯৫,০২.৫০ লক্ষ টাকা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

পল্লী এলাকার বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক দলভূক্ত করে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুণগতমান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগসৃষ্টি।

উত্তর রাওউদ ভোগ সদাবিক দলের উপকারভোগীদের আইজিএ কার্যক্রম, টংগিবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ।

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	৫৪	৩৪১৭৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৬৭৬	৩৯৮১০৩
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	৩৭৬.৮৪	৭০৩১.৯৬
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৩৬,১৮৪
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৩৪৫৩.৩৭	২২৫৮২৫.৮৭
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৩০৯৮.২৭	২০০২৩৭.৪৬

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচিটি পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত মহিলা ও বেকারদের দারিদ্রতা হ্রাসকরণসহ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে একটি অনন্য উদ্যোগ। ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যশোর সফরকালে এ অঞ্চলের নারীদের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে "দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্ন-কর্মসংস্থান কর্মসূচি (দমআক)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

পরবর্তীতে আইএমইডি সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকল্পটি দেশব্যাপী বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়। উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫ টি জেলার ৫৯ টি উপজেলায় বৃহত্তর পরিসরে "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)" সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

যশোর সদর উপজেলার লেবুতলা বিশ্বাসপাড়া মহিলা সমিতির সুফলভোগী সদস্য
শিউলি বেগমএর ভার্মিকম্পোষ্ট উৎপাদন কার্যক্রম

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	৩৩০	৩২৭৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৩৩৮৯৫	৯৫০৩৮
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	৩৯৩.৮৯	২৮২৭.২২
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৫৯১	৫৮৪৯১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৬৬১৪.২৬	১০১১২৬.০৭
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৩৮৯০.৭৭	৯২৮৮৩.৪৫

এসএমই কার্যক্রম

করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকার ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিআরডিবি'র অনুকূলে ৩০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেন। তন্মধ্যে ১ম ধাপে ১৫০.০০ কোটি টাকা ১০,১৮৭ জন সদস্যর মাঝে এবং ২য় ধাপে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৫০.০০ কোটি টাকা ৬৪ জেলায় ১০০২৫ জন উদ্যোক্তার মাঝে বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ৬৪টি জেলায় ৪৭৮ টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন এসএমই ঋণ (কোভিড-১৯ প্রণোদনা) কার্যক্রম বিআরডিবি'র এসএমই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, রিপোর্টিং এবং মনিটরিং এর কাজ চলমান। www.brdbsme.com ওয়েবসাইটে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের প্রোফাইল এবং ঋণ সংক্রান্ত সকল তথ্য হালনাগাদ রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রতি উপজেলায় রিভলভিং ফান্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তহবিল জমা হওয়ায় এবংএসএমই ঋণের ঋণের ব্যাপক চাহিদা থাকায় তা পুনঃবিনিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঘাটাইল উপজেলায় এসএমই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/ কর্মসূচি

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি

পার্বত্য অঞ্চলের ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত আর্থ সামাজিক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উক্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০০ পর্যন্ত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। অতঃপর ২০০৬-০৭ অর্থ বছর থেকে ''পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প'' ও ''পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প'' দুটি একীভূত করে ''পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১) প্রকল্প এলাকা : খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান ০৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলা।

২) প্রকল্প বরাদ্দ : ৪২৫.৮১ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৩) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪) উদ্দেশ্য : পার্বত্য অঞ্চলে অনুন্নত ও বন্ধুর যোগাযোগ কাঠামোর কারণে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ এলাকায় দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	০	৭১০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৬০	১০,৯০৪
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	২৭.১৪	২৪৭.৯৮
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪৪৫.৫৭	৭৩০৫.৮৮
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৫০.০৬	৬৭১৪.৭৮

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নানা কারণে বর্তমানে নিম্ন আয়ের মধ্যে জীবন যাপন করছেন তাদের পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে “বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্নকর্মসংস্থান কর্মসূচি” গত ২৪/০৩/২০০৩ তারিখে

একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ''বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্নকর্মসংস্থান কর্মসূচি'' শিরোনামে গৃহীত কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিআরডিবি'র উপর অর্পণ করা হয়।

১) প্রকল্প এলাকা : দেশের সকল উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদ : জুন ২০৩১ খ্রি.
৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৩,৯০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫) উদ্দেশ্য : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদান।

নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলায় একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদান

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সদস্য ভর্তি (জন)	০০	৩৫,৪৮০
২	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৩৫,৪৮০
৩	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৯৪১.০৭	১২১৯৭.৪৩
৪	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১২১৫.৭১	৯৯৪৯.৫৫

আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২

বিআরডিবি গ্রামের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিয়োজিত সরকারী পর্যায়ে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আর্দশগ্রাম প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আর্দশ গ্রাম প্রকল্প-২ আওতাধীন সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আয় বর্ধনমূলক কার্যাদি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে গৃহীতা আর্দশ গ্রাম প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত আর্দশ গ্রামে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের মাঝে ঋণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য বিআরডিবি ও আর্দশ গ্রাম প্রকল্প-২ এর মধ্যে ৩০/০৪/০৭ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়।

১) প্রকল্প এলাকা : ৪১ জেলার ১০৫টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদ : জুন ২০২৫ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : ভূমি মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য : ১) দেশের ৪০৯টি আদর্শ গ্রামে পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের আয়বর্ধন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয়বর্ধন কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য সহায়ক তহবিল হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান।

২) মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দারিদ্র্য বিমোচন।

৩) অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যাদি এবং গৃহ সংস্থানের মাধ্যমে গরীব জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্নকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

কার্যক্রম অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	০০	৫৫২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	০০	১৫,৭৩১
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	০০	১২৮.৩৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	০০	১৫,৭৩১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩০৭.০০	৫১৫০.৪০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৩৮৭.৪৫	৪৩৭৫.৯১

গুচ্ছ গ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্প

বিআরডিবি গ্রামের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিয়োজিত সরকারী পর্যায়ে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছর এদেশে বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, জলবায়ু পরিবর্তন ও নদীভাঙ্গানের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে অসংখ্যা পরিবার গৃহহীন ও ভূমিহীন হয়ে অসহায় এবং দিশেহারা হওয়ায় তাদের আবাসন নিশ্চিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকৃত আর্দশ গ্রাম-২ এর ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহেবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতাধীন সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন প্রদান, পুর্নবাসিত জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আয়বর্ধনমূলক কার্যাদি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ‘‘সবার জন্য বাসস্থান’’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে পুর্নবাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১) প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলার ১৭৮টি উপজেলায়

২) প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ২,৫৬৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্দেশ্য : পল্লী এলাকার বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক দলভূক্ত করে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুণগতমান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	১২	৭০০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭৩	২০৮৯৫
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	৪.২৫	১৮৪.৫৬
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫১৬.৬০	৪৩৮২.৮১
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৫১.৬২	৩৪১৬.৭৩

শাহানাজ পারভীনের সফলতার গল্প

ঢাকাস্থ সাভার উপজেলাধীন বিআরডিবি'র পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী (পদাবিক) এর কলমা মেম্বার পাড়া বিত্তহীন মহিলা দলের সুফলভোগী শাহানাজ পারভীন। নিজের দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তি এবং একটু ভাল থাকার প্রত্যাশা নিয়ে আজ থেকে প্রায় বিশ বছর পূর্বে পদাবিকভুক্ত কলমা মেম্বার পাড়া বিত্তহীন মহিলা দলের সদস্য হন তিনি। শাহানাজ পারভীনের ছিল অভাবের সংসার। দুই ছেলে স্বামী-স্ত্রী মিলে তার সংসারের সদস্য সংখ্যা ৪ (চার) জন। তার স্বামী অন্যের জমি চাষ করতো। সে আয়ে তার সংসার চলতো না। অভাব-অনটন লেগেই থাকত। তাদের কোন সঞ্চয় ছিল না। ছেলে-মেয়েকে লেখা-পড়া করানোর মত আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তাদের থাকার মত ভাল কোনো ঘরও ছিল না। তাই শাহানাজ পারভীন পথ খুঁজছিলেন কিভাবে অভাবের সংসারে একটু স্বচ্ছলতা আনা যায়। এমন সময় পরিচিত একজনের মাধ্যমে কর্মসূচীর মাঠ সংগঠক সুলতানা রাজিয়ার সাথে তার পরিচয় হয়। মাঠ সংগঠকের পরামর্শ ও সহায়তায় তিনি ২০০২ সালে উক্ত গ্রামের ১৫ (পনের) জন সদস্য নিয়ে কলমা মেম্বার পাড়া বিত্তহীন মহিলা দল গঠন করেন। তিনি দলের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। প্রথম দফায় তিনি ৪,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ৫০টি মুরগী ও ২৭ (সাতাশ) টি হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করেন। পরবর্তীতে হাঁস-মুরগী ও ডিম বিক্রয় করে তিনি ঋণ পরিশোধ করার পাশাপাশি নিজস্ব পুঁজি গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় দফায় তিনি ৫,০০০/- টাকা ঋণ ও নিজস্ব পুঁজি দিয়ে একটি ছোট মুদি দোকান গড়ে তোলেন। এভাবে শুরু হয় তার এগিয়ে চলা। তিনি এ পর্যন্ত ১৮ দফায় মোট ৬.২৬ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার নিজের একটি ফার্মেসী দোকান ও একটি হার্ডওয়ার এর দোকান রয়েছে যার মূল্যমান প্রায় ১৫.০০ লক্ষ টাকা। তিনি বাড়িতে পাকা দালান করেছেন। বড় ছেলে ফার্মেসী ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে। ছোট ছেলে কলেজে পড়েন। তার কঠোর পরিশ্রমের কারণে সংসারে সুখ ও স্বচ্ছলতা এসেছে। সম্প্রতি নারী উদ্যোক্তা হিসাবে তিনি বিআরডিবি থেকে ৩.০০ লক্ষ টাকা উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেছেন। এখন তিনি গ্রামের সকলের কাছে অনুকরণীয়। আত্মপ্রত্যয়, মেধা ও পরিশ্রম তাকে এ সফলতা এনে দিয়েছে। তিনি বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞ।

শাহনাজ পারভীন, তার গড়ে তোলা ফার্মেসীতে

শামীমা বেগম এখন স্বাবলম্বী

কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলাধীন সদর ইউনিয়নের নন্দীপাড়া উত্তর একটি ছোট্ট গ্রাম। এ গ্রামে বাস করে শামীমা বেগমের পরিবার। স্বামী আব্দুল মান্নান একজন সামান্য কাঠের লাকড়ী ব্যবসায়ী। শামীমার দুই মেয়ে, এক ছেলে সহ মোট পাঁচ সদস্যের পরিবার। এ পরিবার নিয়ে শামীমা ও মান্নান খুবই কষ্টে দিনযাপন করতেন। সামান্য আয়ে পরিবারের ভরণ-পোষণ, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া, চিকিৎসা, থাকার ঘর, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ইত্যাদি প্রয়োজন কিভাবে মিটবে সে চিন্তা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। সামনের দিনগুলোতে কি হবে, সে চিন্তায় তিনি ছিলেন দিশেহারা। এমন সময় শামীমা বেগমের সাথে দেখা হয় বিআরডিবি'র পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর মাঠ সংগঠক শরিফুল ইসলামের সাথে। শামীমা তার কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে একটি দল গঠন করার ইচ্ছে পোষণ করেন। পরে মাঠ সংগঠক এর সহায়তায় তার এলাকার ২০ জন মহিলা নিয়ে তিনি নন্দীপাড়া উত্তর বিত্তহীন মহিলা

দল গঠন করে সঞ্চয় জমা শুরু করেন। উক্ত দল পরিচালনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। শামীমা উক্ত দলের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পান। প্রথম দফায় তিনি দল থেকে ৩,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে দেশি হাঁস ও মুরগী ক্রয় করেন। তার স্বামী কাঠের লাকড়ি বিক্রির পাশাপাশি শামীমার সাথে হাঁস-মুরগীগুলো দেখাশুনা করতে থাকে। এভাবে দল থেকে ৭.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা নিয়ে তিনি দেশী হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন করেন। সর্বশেষ ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তিনি ছোট পরিসরে একটি টার্কি মুরগীর খামার স্থাপন করেছেন। প্রতিটি টার্কির ওজন হয় ৫/৬ কেজি, যার বাজার মূল্য ২৫০০-৩০০০ টাকা। বর্তমানে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পরও তার মাসিক আয় প্রায় ১০,০০০/১২,০০০ টাকা। শামীমা বেগম এখন আগের তুলনায় অনেক ভাল আছেন। তিনি হাঁস-মুরগীর খামারের আয় দিয়ে ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছেন। এছাড়া বাড়িতে নতুন ঘর নির্মাণ ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করেছেন। বিআরডিবি শামীমাকে স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছে। এখন তিনি তার স্বামী ও সন্তান নিয়ে সুখী জীবন-যাপন করছেন। বর্তমানে শামীমা'র পরিবার একটি স্বাবলম্বী পরিবার।

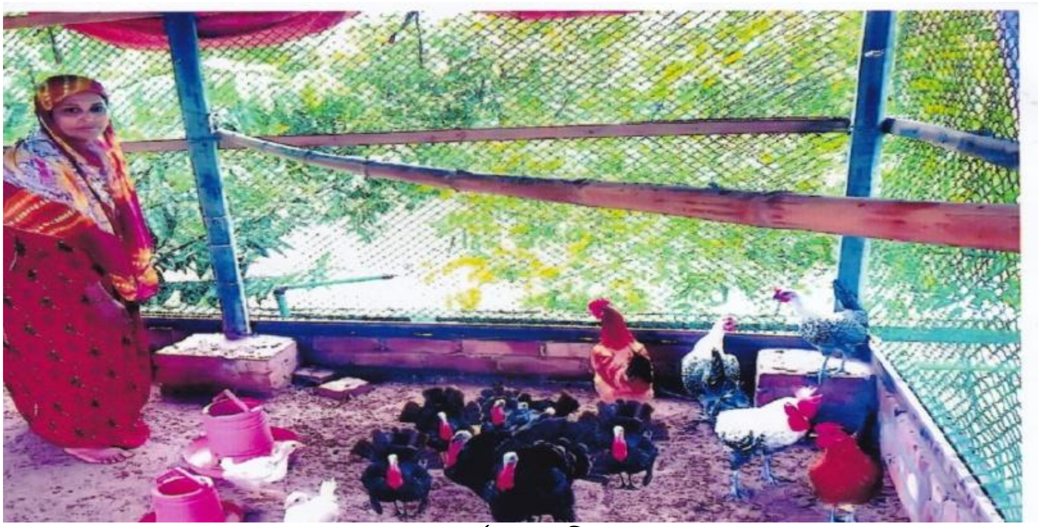

খামারে কর্মরত শামীমা বেগম

<u>শংকর দাশ এর সফলতার কাহিনী</u>

বান্দরবান সদর ইউসিসিএ লিঃ এর আওতাধীন ০২ নং ক্যামলং পাড়া কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য শংকর দাশ পেশায় একজন কৃষক। কৃষি কাজের পাশাপাশি তিনি মোটর শ্রমিকের কাজ করেন। মা-বাবা ও এক বোন নিয়ে তার ছোট সংসার। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন তিনি। পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় অভাব অনটন ছিল তার নিত্য দিনের সঙ্গী। বছরের অধিকাংশ সময় মাছ, মাংস ও পুষ্টিকর খাদ্য ছাড়াই চলতো তাদের ছোট্ট সংসার। স্বল্প আয়ে পরিবারের নানাবিধ চাহিদা মেটাতে না পারায় তিনি ছিলেন হতাশাগ্রস্থ। অভাব অনটনে জর্জরিত সংসারে স্বচ্ছলতা আনার জন্য তিনি ২০০৬ সালে এলাকায় চলাচলরত মোটরযান বেবী টেক্সির শ্রমিক হিসাবে কাজ শুরু করেন। এভাবে প্রায় ৬-৭ বছর কেটে গেলেও অভাব তার পিছু ছাড়ছিল না। এক পর্যায়ে বিআরডিবিভুক্ত বান্দরবান সদর ইউসিসিএ লিঃ এর পরিদর্শক মোঃ মাসুদ রানার সাথে তার পরিচয় হয়। মাসুদ রানা তাকে সমবায় সমিতির সদস্যভুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনার পরামর্শ প্রদান করেন। পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য মনস্থির করেন। বিগত ০৭/১২/২০১০ খ্রি. তারিখে সে ০২ নং ক্যামলং পাড়া কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য পদ গ্রহণ করে নিজেকে সমবায় আন্দোলনে নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি বিআরডিবি পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করে নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। তিনি ২০১২ সালে আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচি হতে সর্বপ্রথম ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে দেশী মুরগী পালন শুরু করেন। প্রথম বছরে তিনি প্রায় ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা মুনাফা অর্জনে সক্ষম হন। এভাবে শুরু হয় তার জীবন সংগ্রাম, বাড়তে থাকে আয়, আর সম্প্রসারিত হতে থাকে মুরগির খামার। শংকর দাস আর্বতক কৃষি ঋণ কর্মসূচি হতে ১১ দফায় সর্বমোট ৩.৭০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, যা দিয়ে তিনি পর্যায়ক্রমে পোল্ট্রি খামার স্থাপন করেন। তার খামারে চার হাজার বাচ্চা পালনে সক্ষম ১টি টিন শেড ছিল। সর্বশেষ তিনি গত ০২/০৮/২০২১ তারিখে ২.৫০ লক্ষ টাকা কোভিড-১৯ প্রনোদনা ঋণ নিয়ে আরো ৩,০০০ বাচ্চা পালনের একটি শেড নির্মাণ করেন। বর্তমানে তার পোল্ট্রি খামারে ৩ জন

স্থায়ী শ্রমিক ও ১২ জন শ্রমিক অস্থায়ীভাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। সম্প্রতি তিনি ২.৫ একর জমির উপর দুইটি পুকুরে মাছ চাষ করছেন। বর্তমানে তার বার্ষিক আয় ৪.০০ থেকে ৫.০০ লক্ষ টাকা। পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির এক পর্যায়ে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সংসারিক জীবন শুরু করেন। বর্তমানে স্ত্রী, ০১ মেয়ে ও বাবা-মাকে নিয়ে তার সংসার। তার এহেন উদ্যমী কর্মকান্ড দেখে এলাকার বেকার যুবকরা উৎসাহিত হচ্ছে। প্রবল ইচ্ছা শক্তি একজন মানুষকে যে সফলতা এনে দিতে পারে শংকর তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

নিজের পোল্ট্রি খামারে শংকর দাস

<u>রফিজা বেগমের দিন বদলের গল্প</u>

মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পল্লী প্রগতি কর্মসূচির সুফলভোগী রফিজা বেগম। স্বপ্নকে কর্ম দিয়ে জয় করা আত্মপ্রত্যয়ী এই নারী রফিজা। তাঁর স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া শিখে ভাল কিছু করবে। কিন্তু অভাব অনটনের কারণে ৭ম শ্রেনীতে পড়া অবস্থায় তার বিবাহ হয়। বিয়ের সাথে সাথে তাঁর সে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। তার স্বামীও ছিল খুবই গরীব, পেশায় কৃষক। অভাব অনটনের মাঝে কোন রকম চলছিল তাঁর সংসার। বাড়ীতে থাকার ভাল ঘর ছিল না, টিউবওয়েল ছিল না, ল্যাট্রিন ছিল না, বাচ্চাকে লেখাপড়া করানোর আর্থিক সঙ্গতি ছিল না তার। অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। তাই তিনি পথ খুঁজছিলেন কিভাবে সংসারের আয় একটু বাড়ানো যায়। ঠিক এই সময়ে তার পরিচয় হয় পল্লী প্রগতি প্রকল্পের গ্রাম সংগঠক রোকেয়া বেগমের সাথে। তাঁর পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি পুরানগ্রাম বিত্তহীন মহিলা দলে সদস্য হন। তিনি ছাগল লালন-পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। শুরু হয় পথ চলা। তিনি সর্বপ্রথম ১০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ৩টি ছাগল কিনেন। বছর শেষে ছাগল বিক্রি করে তাঁর পুজিঁ হয় ৩৫,০০০/-টাকা। ধীরে ধীরে রফিজার উন্নতি হতে থাকে। পরবর্তীতে রফিজা ছোট পরিসরে গরু ও মুরগীর খামার স্থাপন করেন। আগের তুলনায় রফিজা অনেক স্বচ্ছল জীবন-যাপন করতে থাকেন। গরু ও মুরগীর খামারের আয় থেকে রফিজা কিছু জমি কিনেন। যেখানে তার স্বামী বিভিন্ন সবজি চাষ শুরু করেন। সবজি বিক্রি করে তাদের আয় আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। খামারে রফিজা ও তার স্বামী সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। যার ফলে খামার থেকে গরুর দুধ ও মুরগীর ডিম বিক্রি করে তার ভাল আয় হত। পরবর্তীতে রফিজা ও তাঁর স্বামী মিলে ফসল আবাদ করার জন্য একটি ট্রাক্টর ক্রয় করেন। ট্রাক্টর দিয়ে রফিজার পাশাপাশি তাঁর স্বামীও ভাল আয় রোজগার করতে থাকে। খামার ও জমি থেকে বর্তমানে রফিজা ও তার স্বামীর বছরে আয় প্রায় ৪.৩০ লক্ষ টাকা। রফিজার একমাত্র ছেলে বর্তমানে নবম শ্রেণীতে ও একমাত্র মেয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। এখন রফিজা বেগম শুধুমাত্র নিজের চিন্তা করেন না। গ্রামের অন্যান্য মানুষকেও কাজ করতে উৎসাহিত করছেন। তিনি বাড়িতে পাকা ঘর, নিজস্ব টিউবয়েল ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করেছেন। বর্তমানে রফিজা বেগম একজন স্বাবলম্বী নারী। তিনি এখন নিজেকে দুর্বল ও অসহায় মনে করেন না। নিজের চেষ্টা ও কর্ম দিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন।

নিজের ক্রয়কৃত ট্রাক্টর এর সামনে রাফিজা

শাহিদা ইসলাম এখন স্বাবলম্বী

শাহিদা ইসলাম ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাধীন 'দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) ভুক্ত আড়পাড়া উত্তর পাড়া মহিলা সমিতির একজন সদস্য। স্বামীসহ তাঁর চারজনের পরিবার। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ গৃহিনী। ক্ষুদ্র ব্যবসা করে তার স্বামী যে সামান্য আয় করত, তাতে তাদের সংসার চলত না। সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। এমন সময়ে সংসারের উপার্জনকারী একমাত্র ব্যক্তি, তার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ্ হয়ে কর্মহীন হয়ে পড়ে। এতে তার আর্থিক অনটন আরো বেড়ে যায়। সব মিলিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি। এমন সময় বিআরডিবি'র মাঠ সংগঠক জনাব রোকসানা ইসলাম এর সাথে তার পরিচয় হয়। তাঁর পরামর্শে প্রতিবেশী ২১ জন দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মহিলা নিয়ে গঠন করেন আড়াপাড়া উত্তরপাড়া মহিলা সমিতি। শাহিদা ইসলাম ঐ দলের ম্যানেজার নির্বাচিত হন। এরপর শাহিদাসহ সমিতির সদস্যরা ইরেসপো কর্মসূচি'র আওতায় ১৫ দিন ব্যাপী হস্তশিল্প এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ঋণ সহায়তা নিয়ে সমিতির সদস্যরা হস্তশিল্প যেমন থ্রি-পিস, ওড়না, ফতুয়া, পাঞ্জাবী, কাঁথা, বেড শীটসহ বিভিন্ন রকমের তৈরী পোষাকের উপর হাতের কাজ ও ব্লক-বাটিক এর কাজ করতে শুরু করেন। তৈরীকৃত হস্তশিল্পের মালামালসহ বিক্রয় করে তাদের বেশ আয় হয়। এতে তাদের সকলের উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। পরবর্তীতে শাহিদা ইসলাম বাণিজ্যিকভাবে হস্তশিল্প প্রস্তুত ও বিক্রয়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে নিজ বাড়ীতে হস্তশিল্পের ক্ষুদ্র একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার হস্তশিল্পের এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ২০ থেকে ২৫ জন দরিদ্র মহিলা হস্তশিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তিনি তৈরীকৃত পোষাক ইরেসপো প্রকল্পের সেলস্ সেন্টারসহ স্থানীয় বিভিন্ন দোকানে কিক্রি করে থাকেন। এছাড়া জনাব শাহিদা ইসলাম বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হতে হস্তশিল্প অর্ডার সংগ্রহ করেন এবং তা সমিতির সদস্য ও অন্যান্য মহিলাদের দিয়ে তৈরী করে ভাল আয় রোজগার করে থাকেন। এভাবে তিনি একজন সফল উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন এবং তার সহায়তায় সমিতির অন্য সদস্যরাও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন। এখন তার মাসিক আয় ৩০,০০০/- হতে ৪০,০০০/- টাকা। বর্তমানে তিনি একজন স্বাবলম্বি নারী হওয়ায় সংসারে তার মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়।

শাহিদা ইসলাম ও সমিতির অন্যান্য সদস্যদের হস্তশিল্প কার্যক্রম

পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মাদকের কুফল ও জঙ্গীবাদ সম্পর্কে শাহিদা নিজে যেমন সচেতন, প্রতিবেশী মহিলাদেরকেও তেমনি সচেতন করে চলেছেন। ইতোমধ্যে প্রতিবেশীদের নিকট আদর্শ ও অনুকরণীয় হয়ে উঠেছেন তিনি। বর্তমানে তার সংসারে অভাব নেই। ছেলে মেয়ে দুটি স্কুলে পড়ছে, ব্যবসার প্রসার ঘটেছে। আর এজন্য তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিআরডিবি'র নিকট কৃতজ্ঞ।

মিজানুর রহমানের সাফল্যের গল্প

ফরিদপুর সদর উপজেলার বিআরডিবি'র উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি) এর আওতাভুক্ত ঘনশ্যামপুর দক্ষিন পাড়া বিত্তহীন দলের একজন স্বাবলম্বী সদস্য মোঃ মিজানুর রহমান। বসত বাড়ির ৫ শতক জমি ছাড়া নিজের আর কোন সম্পদ ছিল না। তিনি কায়িক শ্রমের মাধ্যমে আয় করে তা দিয়ে কোন মতে সংসার চালাতেন। বাড়ীতে ভাল ঘর, ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো ইত্যাদি ছিল তার কাছে দুঃস্বপ্নের মত। সংসারের নানা ধরণের সমস্যার মাঝেও তিনি একটু উন্নতির পথ খুঁজছিলেন। এমন অবস্থায় প্রতিবেশীর কাছে শুনে বিগত ০৭/১০/২০১১ তারিখে তিনি বাড়ীর পাশেই ঘনশ্যামপুর দক্ষিণপাড়া বিত্তহীন দলের সদস্য হিসাবে ভর্তি হন। দলে ভর্তি হওয়ার পরে তিনি পিইপি, বিআরডিবি'র অফিসের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, আইজিএ ও গবাদি পশু পালনসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম দফায় পিইপি, বিআরডিবি অফিস হতে ১০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে গাভি পালন কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করেন। এভাবে ১০ দফায় পর্যায়ক্রমে তিনি ২.৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে নিয়মিত কিস্তিতে তা পরিশোধ করেন। বর্তমানে তিনি বিআরডিবি'র একজন প্রি-গ্রাজুয়েট সদস্য। তিনি ঋণ সহায়তার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে একটি গরুর খামার স্থাপন করেছেন। সমিতিতে তার নিজস্ব সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫২,০৭৪/-টাকা। এছাড়াও তার ৫৫,০০০/- টাকার ০১টি ডিপিএস জমা রয়েছে। তার খামারে বর্তমানে ৩০টি গরু আছে যার আনুমানিক মূল্য ৪০.০০ লক্ষ টাকা। তিনি তার আয় হতে ৩০ শতক জমি ক্রয় করেছেন। তার বাড়ীতে এখন টিন শেড ঘর, পাকা পায়খানা, হ্যান্ড টিউবওয়েল ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেছেন। তার সংসারে স্ত্রী, মা ও ০১টি মেয়ে আছে। তার মেয়েটি ৫ম শ্রেণীতে পড়াশুনা করে। সংসারের সকল কাজ তার স্ত্রী, মা ও তিনি নিজেই করেন। গত ২৭/০৬/২০২১ তারিখে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা ঋণের আওতায় ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেছেন। এ টাকা দিয়ে তিনি তার কর্মকান্ডটি আরো অধিক সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। মিজানুর রহমান বিআরডিবি'র সহায়তায় একজন স্বাবলম্বী, মর্যাদাশীল এবং সফল উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

নিজের খামারে মিজানুর রহমান

পারভীন বেগমের সাফল্যের গল্পগাথা

নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলাধীন সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর সুফলভোগী পারভীন বেগম। তিনি এ উপজেলার এক নিভৃত গ্রাম চিথলিয়ায় বাস করেন। বাবা-মায়ের অভাবের সংসার, তাই মাত্র ১৭ বছর বয়সে বিয়ে হয় পারভীনের । বিয়ের দুই বছরের মাথায় পারভীন কন্যা সন্তানের মা হন। তাহার স্বামী ছিলেন দিনমজুর। স্বামীর আয় দিয়ে সংসার চালানো পারভীনের জন্য ছিল খুবই কষ্টকর। সংসার চালানো নিয়ে পারভীন বেগম সব সময় চিন্তিত থাকতেন। সব সময় তিনি চেষ্টা করতেন কিভাবে সংসারের আয় বাড়ানো যায়। এমন সময় বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত সদাবিক প্রকল্পের মাঠ সহকারী মোছাঃ নাজনীন খাতুন-এর সাথে তার পরিচয় হয়। সে তাকে আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের পথ দেখান এবং ২০০৪ সালে চিথলিয়া মহিলা সদাবিক দলে ভর্তি করেন। দলে পারভীনের কার্যক্রম সন্তোষজনক হওয়ায় ২০০৪ সালে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং তিনটি বাচ্চাসহ একটি ছাগল ক্রয় করেন। এক বছরে তার ছাগলের সংখ্যা হয় আটটি। এরপর তিনি প্রতি বছর সঞ্চয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আবার ঋণ নিয়ে গাভী ও ছাগল পালন করতে থাকেন। এ পর্যন্ত তিনি বিআরডিবি থেকে মোট ৩.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন।

চিত্র: পারভীন বেগমের গাভী ও ছাগল পালনের স্থিরচিত্র

পারভীন নিজের আয় থেকে ১ বিঘা ১০ কাঠা জমি কিনেছেন। তিনি বাড়িতে টিউবওয়েল, স্যানেটারি ল্যাট্রিন, পাকা গোয়াল ঘর, বন্ধু চুলা, টিনশেডসহ পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। তার বড় মেয়ে রাজশাহী কলেজে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত। ছোট মেয়ে স্কুলে পড়াশুনা করেন। পারভীন বেগম বাড়িতে নিয়মিত খেজুর ও আঁখের গুঁড় তৈরী করেন এবং একটি লিচু বাগান লিজ নিয়েছেন। বর্তমানে তার দুইটি গরু, দশটি ছাগল, দশটি মুরগি এবং ষোলটি কবুতর রয়েছে। তার স্বামী দর্জির কাজ করছেন। বর্তমানে ব্যবসাতে তার পুঁজির পরিমান প্রায় ৩.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ব্যাংকে ২.০০ দুই লক্ষ টাকা এবং দলে ১৫,০০০/- টাকা তার নিজস্ব সঞ্চয় জমা রয়েছে। দলের কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনার পাশাপাশি তিনি সমাজের জনহিতকর কাজও করে থাকেন। বিআরডিবি পারভীন বেগমকে সুন্দর জীবন যাপনের পথ দেখিয়েছে।

রেনুকা বেগমের দারিদ্র্য জয়ের কাহিনী

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলাধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) ভুক্ত বেনেয়ালী বালিখোলা মহিলা সমিতির সদস্য মোছাঃ রেনুকা বেগম। স্বামী পেশায় একজন ইট ভাটা শ্রমিক। তিনি গ্রামের পাশেই এক ইট ভাটায় দিন মজুরের কাজ করতেন। ইট ভাটায় কাজ করায় শ্বশুর বাড়িতে নির্যাতন, অবহেলার শিকার হতেন। এ রকম বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্বেও একটু ভালভাবে বাঁচার অবলম্বন তিনি খুঁজছিলো। তাই একবুক স্বপ্ন নিয়ে বিগত ২১/০৪/২০১৪ তারিখে সমিতির সদস্য হয়ে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ সঞ্চয় জমা করতে থাকেন তিনি। ২৯/০৬/২০১৪ তারিখে তিনি সমিতি থেকে প্রথম দফায় ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তিনটি ছাগল ক্রয় করেন। বছরান্তে সুদসহ সমুদয় টাকা পরিশোধ করে পুনরায় ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তার কিছু জমানো টাকাসহ সে একটি গাভী গরু ক্রয় করেন। পরের বছর ঋণ নিয়ে একটি ষাড় গরু ক্রয় করেন। এভাবে এগিয়ে যেতে থাকে সংগ্রামী পথ চলা। রেনুকার স্বপ্ন ছোট-খাটো একটি গরুর খামার গড়ে তোলান। এ নিয়ে মাঠ সংগঠক জেসমিন সুলতানার সাথে কথা বলেন তিনি। তার পরামর্শে ইরেসপো কর্মসূচী হতে গত ২৯/০১/২০১৭ তারিখে ১.০০ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে ছোট পরিসরে একটি গরুর খামার গড়ে তোলেন। পরবর্তী বছরে তিনি ১.৩০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে নিজের জমানো কিছু টাকাসহ মানসম্মত একটি গোয়াল নির্মাণ করেন। তারপর তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। গরুর খামারের লভ্যাংশ দিয়ে সে এক বিঘা আবাদি জমি ক্রয় ও দুই বিঘা জমি বন্ধকী নেন। জমিতে স্বামী-স্ত্রী মিলে কাজ করেন। এভাবে দফায় দফায় ঋণ নিয়ে ও গাভী পালনে বিনিয়োগ করে তার আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বশেষ বিগত ১১/১০/২০২০ তারিখে ইরেসপো হতে ২.৭০ লক্ষ টাকা উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে তিনি উন্নত জাতের গাভী ক্রয় করেছেন। সমিতিতে তার ব্যক্তিগত সঞ্চয় ৪৪,৮৮১/- টাকা জমা রয়েছে। বর্তমানে তার গোয়ালে ০৪ টি উন্নত জাতের গাভী আছে , যার একেকটার মুল্য ১-১.৫০ লক্ষ টাকা। ছাগল আছে ছোট-বড় মিলিয়ে ৭ (সাত)টি। বসবাসের জন্য নির্মাণ করেছেন ভালো মানের একটি পাঁকা ঘর। তার বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে এবং দু'টি সন্তান সুন্দরভাবে বেড়ে উঠছে। তারা স্কুলে পড়ালেখা করছে। লক্ষ্য ঠিক করে সততা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে কেউ তার সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পারে, হতে পারে রেনুকার মত উদাহরণ। বর্তমানে রেনুকা বেগম একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। রেনুকা বেগম বলেন, বিআরডিবি থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে আমি আজ সফলতার মুখ দেখেছি। এজন্য আমি বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞ।

দারিদ্র্য জয়ী সফল পল্লী উদ্যোক্তা রেনুকা বেগমের গরু ও ছাগলের খামার

একজন আত্মপ্রত্যয়ী তাহমিনার গল্প

গাইবান্ধা সদর উপজেলাধীন গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের সুফলভোগী তাহমিনা বেগম। সদর উপজেলার উত্তর দিকে ৭ কিলোমিটার দূরে বোয়ালী গ্রাম। সে গ্রামে স্বামী ও ২ মেয়েকে নিয়ে তাহমিনা বেগমের সংসার। স্বামীর অল্প আয়ে কোন মতে সংসার চললেও দারিদ্র্যতা ছিল তার নিত্য সঙ্গী। অভাবের সংসারে খুব দুঃখ কষ্টে জীবন যাপন করতেন তিনি। কষ্টের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি তার দুঃখের কথা এক আত্মীয়ের কাছে বলেন। সব শুনে তিনি বোয়ালী গ্রামের খামার বোয়ালী মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা গ্রহণের পরামর্শ দেন। এর ৩ দিন পর ছিল উক্ত সমিতির সাপ্তাহিক সভা। মাঠকর্মী তাহমিনা বেগমকে সমিতির নিয়ম কানুন এবং ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বিষয়ে বিস্তারিত জানালে তিনি সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহমিনা সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। অতঃপর তাহমিনা সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। ১ম পর্যায়ে তিনি ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ও নিজের কিছু জমানো টাকাসহ সুতা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করেন। এরপর কাপড়ে এম্ব্রয়ডারীর কাজ শুরু করেন। সেখান থেকে যাবতীয় খরচ বাদে তার মাসিক ৭০০০-৮০০০ টাকা আয় হয়।

এম্ব্রয়ডারী কাজে ব্যস্ত তাহমিনা

উক্ত টাকা দিয়ে তিনি সংসারের কিছু খরচের পাশাপাশি ঋণ ও সঞ্চয়ের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে থাকেন। পরের দফায় তিনি ৩০০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে তার ব্যবসার পরিধি আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত ব্যবসা থেকে সকল খরচ বাদ দিয়ে প্রতি মাসে তার ২০,০০০-২৫,০০০/- টাকা আয় হয়। তিনি তার ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। আগে শ্বশুরের বাড়িতে থাকতেন, এখন নিজে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করেছেন। তাহমিনার সততা, পরিশ্রম ও মেধার কারণে তার সচেতনতা যেমন বেড়েছে তেমনি আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এলাকায় তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ব্যবসায় বর্তমানে ১৫/২০ জন নারী প্রতিনিয়ত কাজ করছে। তাহমিনা বেগম প্রকল্পের কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীর পরামর্শের কথা এবং প্রতিষ্ঠানের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও অন্যান্য সুবিধার কথা গ্রামের সবার কাছে প্রচার করছেন যাতে করে সবাই উপকৃত হতে পারে। যে তাহমিনা বেগমের সংসার চলতো নানা টানাপোড়নে সেই তাহমিনা বেগম বর্তমানে একজন সফল উদ্যোক্তা নারী। এভাবে তাহমিনা বেগম বিআরডিবিভুক্ত প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে দারিদ্র্যতার সঙ্গে যুদ্ধ করে কঠিন পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে নিজের সাফল্য ছিনিয়ে এনেছেন।

চিত্রে বিআরডিবি'র কার্যক্রম

খুলনার দিঘলিয়া উপজেলায় পানিগাতি সদাবিক মহিলা দলে উঠান বৈঠক।

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় এমব্রয়ডারী পল্লীতে কর্মরত উপকারভোগীগণ

পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়

বিআরডিবি'র উপকারভোগী কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

বিআরডিবি'র বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শনে মাননীয় সচিব

বিআরডিবি'র উপপরিচালক সম্মেলনে সচিব মহোদয়

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বিআরডিবি'র নবযোগদানকৃত হিসাবরক্ষকগণের ওরিয়েন্টশন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান

বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা

ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পল্লী প্রগতি কর্মসূচি'র অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

বিআরডিবি’র ইরেসপো-২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

চর্তুর্থ শিল্প বিপ্লব এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালা

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ইরেসপো-২ প্রকল্পের উদ্যোগে মাধবপাশা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
বাবুগঞ্জ,বরিশালে পল্লী উন্নয়ন কিশোরী সংঘের
কিশোরীদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণোত্তর শিক্ষা উপকরণ
বিতরণ

বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন

বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন

www.bncfrd.org

প্রারম্ভিকা:

যুদ্ধবিধ্বস্থ স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রাম বাংলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে, ডঃ আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট কুমিল্লা সমবায় পদ্ধতির অভূতপূর্ব সফলতাকে পর্যায়ক্রমে সারা দেশে সম্প্রসারণের জন্য সরকার আইআরডিপি (বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি))-কে দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরবর্তীতে আইআরডিপি কর্তৃক পরিচালিত থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা টিসিসিএগুলোর জাতীয় শীর্ষ সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে আইআরডিপি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৩ সালের ২৮শে আগষ্ট মাসে বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন গঠিত হয়। স্বাধীনতাত্তোর বাংলদেশের বিপর্যস্ত গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থা ও কাঠামোকে সমবায়ের মাধ্যমে পুনঃগঠন ও পুনঃবাসন করার লক্ষ্যে আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ন-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের যাত্রা শুরু। এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য গ্রাম বাংলার মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, মহিলা ও বিত্তহীন মানুষদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সার্বিক সহায়তায় ভুমিকা পালন করে আসছে।

জন্মলগ্ন সমবায় ফেডারেশন ৪৬৬ টি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেড (ইউসিসিএ) এর সমবায়ীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব সৃষ্টি, পুঁজিগঠন, ক্ষুদ্র ঋণ দাদন, আদায়, প্রচার ও প্রকাশনা, জনগনকে সমবায়ে উদ্বুদ্ব ও সচেতন করা। এছাড়াও সমবায়ীদের সমস্যা ও সংকট এবং সম্ভাবনা ও সমাধান এর কথা সরকার ও বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার নজরে এনে তা সমাধানের ব্যাপারে বিআরডিবি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং ইউসিসিএগুলোর এপেক্স বডি হিসেবে বলিষ্ঠ ও অর্থবহ ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

প্রতিষ্ঠানের (Vision) : দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুধা এবং দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

প্রতিষ্ঠানের (Mission) : পল্লীর কৃষক, মহিলা ও বিত্তহীন পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় স্ব-নির্ভর আর্থিক সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউসিসিএ গঠন ও সঠিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামভিত্তিক কৃষি সমবায় এবং পেশাভিত্তিক বিশেষ সমবায় গঠনে সহায়তা করিয়া সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলা ।
- জাতীয় অর্থনীতির সর্বস্তরে, বিশেষ করিয়া কৃষি ও শিল্পে উন্নত পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করা।
- দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে সদস্যদেরকে নিজস্ব মূলধন এবং গ্রাম ও উপজেলা সমবায় সমিতিগুলির যৌথ মূলধন গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করা।
- সমবায় আন্দোলনকে সার্থক ও সার্বজনীন রূপদান করিবার জন্য দেশে বিদেশে সমবায়ীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ে আঞ্চলিক সভা করা।

- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সহিত সমবায়ীদের স্বার্থে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং দেশের উন্নয়ন কার্যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং তাহাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।
- সমবায়ের মৌলিক সমস্যাগুলির উপর গবেষণা, সেমিনার এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মূল্যায়ন করিয়া সমবায় আন্দোলনকে সক্রিয় ও গতিশীল করা।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত সমবায়ের স্বার্থে আলোচনা, কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগিতা করা।
- দেশে বিদেশে সমবায়ের স্বার্থে প্রচার ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকাশনা করা। সভ্য সমবায় সমিতিগুলির স্বার্থে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রকার 'সার্ভিস' ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা। সভ্যদের স্বার্থে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে এবং সভ্য সমিতিগুলোকে নানা প্রকার ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করিতে এবং সমবায় বাজার গঠনে সহায়তা করা

সাংগঠনিক কাঠামো :

ক) বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন, সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক সংগঠিত, নিবন্ধিত ও পরিচালিত।

খ) ফেডারেশনের অংগ সংগঠনগুলো হচ্ছে "জেলা পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন" ও সমগ্র দেশের উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ ।

গ) সভ্য উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ)'র প্রত্যক্ষ ভোটে পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা মোতাবেক একজন সভাপতি, একজন সহ- সভাপতি ও ১০জন পরিচালক মোট ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক ফেডারেশন পরিচালিত।

ঘ) সমবায় ফেডারেশনে দাপ্তরিক কাজে সহায়তার জন্য ১৫জন কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে।

ঙ) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিত্র) একটি সংবিধিবদ্ধ স্বয়ংসম্পুর্ণ প্রতিষ্ঠান। যার নিজস্ব অবকাঠামো, দক্ষ জনবল, নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিআরডিবি'র প্রেষনে নিয়োজিত ৩জন কর্মকর্তা কর্মরত এবং প্রতিটি গ্রামে নিবন্ধিত প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ (কেএসএস) এর নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে।

চ) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিত্র) এর ২২০০ জন কর্মচারী রয়েছে।

ছ) উপকার ভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩০লক্ষ।

জ) ৪৭৯টি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিত্র) এর শেয়ার সঞ্চয়সহ মুল ধণের পরিমান ৫৩২.০০ কোটি ৯০.০০ লক্ষ টাকা।

ঝ) সভাপতি মহোদয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালন পর্ষদের সদস্য।

ঞ) বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন আন্তর্জাতিক কৃষি উৎপাদক সংস্থা (আইএফএপি) ও আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (আইসিএ)'র সদস্য ছিল।

সমবায় ফেডারেশনের কার্যক্রম সমূহ

১. সমবায়ীদের সমস্যা ও সংকট এবং সম্ভাবনা ও সমাধান এর কথা সরকার ও বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার নজরে এনে তা সমাধানের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ও অর্থবহ ভূমিকা পালন;

২. সমবায়ীদের ঋণ কার্যক্রমে সহযোগিতা;

৩. সারা দেশে সমবায়ীদের নিয়ে আঞ্চলিক মত বিনিময় সভা করা;

৪. ইউসিসিএতে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি করা;

৫. ইউসিসিএ লিঃ এর জন্য শুণ্য জনবল পূরণে সহায়তা করা;

৬. ইউসিসিএ লিঃ’র কর্মচারীদের স্যালারী সাপোর্ট/বেতন ভাতা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;

৭. ইউসিসিএ লিঃ মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

৮. ইউসিসিএ লিঃ এর সম্পত্তির উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষনে সহায়তা করা;

৯. ইউসিসিএ কর্মচারীদের জনবল হালনাগাত করণে সহায়তা করা;

১০. সমবায় ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও সেমিনার এবং বিশেষ সাধারন ও নির্বাচনের ব্যবস্থা করা;

১১. সমবায় ফেডারেশনের কাজের গতিশীলতার লক্ষ্যে জেলা ফেডারেশন গঠন করা;

১২. সমবায় ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় শ্রেষ্ঠ সমবায়ী/প্রতিষ্ঠান সমূহকে পদক প্রদান করা;

১৩. সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ, গ্রামীণ পুঁজি গঠন, কৃষি ঋণ সরবরাহ ও আদায়ের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

১৪. বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন "আজকের সমবায়" পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নকে নিশ্চিত করে তোলার প্রয়োজনীয় শিক্ষামুলক ও তথ্য নির্ভর ফিচার, নিবন্ধ ও নানাবিধ তথ্যাবলী নিয়ে জনগণ ও সমবায়ীদেরকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করা;

১৫. অকার্যকর প্রাথমিক সমিতি লিঃ কে কার্যকর ও নতুন প্রাথমিক সমিতি গঠনে সাধারণ জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা;

১৬. হস্ত চালিত নলকুপের সাহায্যে কৃষি জমিতে পানি সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা;

১৭. স্থানীয় নেতৃত্বের উদ্ভব ও বিকাশে ফেডারেশন আলোচনা সভা, সেমিনার ও কর্মশালা, আঞ্চলিক মতবিনিময় সভা সমূহের আয়োজন করে সুপারিশ প্রণয়ন করত: সরকার পর্যায়ে পেশ করা;

১৯. সমবায়ীদের প্রয়োজনে সকল প্রকার সার্ভিস ও সরবরাহ এর নিশ্চয়তা বিধানে কাজ করা;

২০. দেশের প্রতিটি উপজেলায় "সমবায় বাজার" স্থাপনে সহযোগিতা করা;

২১. সমবায় ফেডারেশন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (কুমিল্লা), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বগুড়া) সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করা;

২২. বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লায় ইউসিসিএ’র সভাপতিদের "সমবায় ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

২৩. দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সমবায়ী ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে সমবায় কাজ করা;

২৪. উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ লিঃ) এর কার্যক্রমকে গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী এবং স্ব-নির্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ক্ষেত্রে সরকার, সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি’র সাথে অংশীদারিত্বমূলক ভূমিকা পালন করা।

বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিটি সমবায় সমিতি আইন ও বিধি অনুযায়ী ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনা পরিষদ বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন ২৯.১০.২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ও সহ-সভাপতিসহ ১০জন পরিচালক চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিষদের নিম্মে উল্লেখ করা হলো :

ক্রঃ নং	নাম	পদরে নাম	ইউসসিঅি/জেলা
১.	জনাব বিপ্লব মাহমুদ উজ্জল	সভাপতি	মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।
২.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মনির	সহ-সভাপতি	পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।

ক্রঃ নং	নাম	পদের নাম	ইউসসিসিএ/জেলা
৩.	জনাব মোঃ রুহুল আমিন	পরিচালক	বিরামপুর, দিনাজপুর।
৪.	জনাব মোঃ আবু সুফিয়ান	পরিচালক	বগুড়া সদর, বগুড়া।
৫.	জনাব এ এম শাহিন	পরিচালক	গোদাগাড়ী, রাজশাহী।
৬.	জনাব শেখ কামরুজ্জামান	পরিচালক	ফকিরহাট, বাগেরহাট।
৭.	জনাব এইচ এম হাসান আল মামুন (লিমন)	পরিচালক	নলছিটি , ঝালকাঠি।
৮.	জনাব এস এম মিজানুর রহমান	পরিচালক	বোয়ালখালী , চট্টগ্রাম।
৯.	জনাব কাজী খায়রুল আলম	পরিচালক	হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
১০.	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ (আনজাব)	পরিচালক	হবিগঞ্জ , হবিগঞ্জ।
১১.	জনাব তাজুল ইসলাম	পরিচালক	সিরাজদীখান, মুন্সীগঞ্জ।
১২.	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	পরিচালক	মেলান্দহ, জামালপুর।

সমবায় ফেডারেশনর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সরকারী রাজস্ব মঞ্জুরী (পরিচালন) প্রাপ্তি

বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের ১৫ (পনের) জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতনভাতা সরকারী রাজস্ব মঞ্জুরী বাবদ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে পরিচালন খাতে মোট প্রাপ্ত হয়েছে ১১৬.৩০ (এককোটি ষোল লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা। প্রাপ্ত অর্থ হতে ব্যয় হয়েছে ১১৬,২২,৯০০ (এক কোটি ষোল লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত) টাকা এবং অব্যয়িত ৭,১০০/- (সাত হাজার একশত) টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ড. আখতার হামিদ খান পল্লী ও সমবায় উন্নয়ন পদক এবং " টেকসই উন্নয়নে কৃষক সমবায় সমিতির ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৭ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি: তারিখ রোজ-রবিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) রমনা, ঢাকা-১০০০ মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের সম্মানীত সভাপতি জনাব খন্দকার বিপ্লব মাহমুদ উজ্জল মহোদয়ের সভাপতিত্বে ফেডারেশনের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্রাচার্য্য এমপি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সম্মানীত সচিব জনাব মুহাম্মদ ইব্রাহিম, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ সাহেদ আলী (গ্রেড-১) এবং সমবায় অধিদপ্তরের সম্মানিত নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব ড. তরুণ কান্তি শিকদার উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন ইউসিসিএগুলোর জাতীয় শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। সমবায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আরো গতিশীলভাবে কাজ করবে। সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নযন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে কৃষক সমবায়ীরা আত্মনির্ভশীল হয়ে উঠবে এবং ইউসিসিএগুলো স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও সেমিনার-২২ প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান।

ড. আখতার হামিদ খান পল্লী ও সমবায় উন্নয়ন পদক-২১ ও ২২ প্রদান করেন মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়

বরিশাল বিভাগীয় আঞ্চলিক মতবিনিময় সভা-২২ প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন ইউসিসিএগুলোর জাতীয় শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। সমবায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আরো গতিশীলভাবে কাজ করবে। সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে কৃষক সমবায়ীরা আত্মনির্ভশীল হয়ে উঠবে এবং ইউসিসিএগুলো স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

www.bard.gov.bd

প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে পথিকৃৎ। ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বার্ড পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খান বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বার্ড নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণার মাধ্যমে দেশের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে থাকে। তাছাড়া, বার্ডের গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বার্ড ইতোমধ্যে দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে কুমিল্লা মডেলসহ অনেকগুলো কার্যকর মডেল উদ্ভাবন করেছে যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। পল্লীর জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ড যে সকল গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা থেকে যে সকল কর্মসূচি ও প্রতিষ্ঠান রূপলাভ করেছে তার মধ্যে রয়েছে: দ্বিস্তর সমবায় থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি থেকে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) থেকে ক্রমবিকাশিত উপজেলা কমপ্লেক্স, থানা সেচ কর্মসূচির (টিআইপি) ধারণা স্নাত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি থেকে রূপান্তরিত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এসএফডিপি) থেকে উদ্ভূত ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসুচি থেকে গৃহীত সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের জাতীয় কর্মসূচি (সিভিডিপি) । বার্ড কুমিল্লা পদ্ধতি উদ্ভাবনসহ পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ৬০টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করেছে।

রূপকল্প (Vision) :

পল্লী উন্নয়নের শ্রেয় ভাবনা ও অনুশীলন (Better Ideas and Practices)-এর অগ্রণী প্রতিষ্ঠানরূপে ভূমিকা গ্রহণ ও পরিপালন।

অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের সুস্থায়ী (Sustainable Rural Development) গতিধারা সৃজন ও লালন এবং পল্লী উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সরকারকে নতুন প্রস্তাবনা ও পরামর্শ প্রদান।

একাডেমির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
২) পল্লী এলাকার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়নের নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং সমস্যা উত্তোরণের পন্থা নিরুপনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা।
৩) প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের নতুন ধারণা ও পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা গ্রহণ।
৪) পল্লী উন্নয়নের নীতি, কৌশল এবং নতুন ধারণা বিস্তারের ফলপ্রসূ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ;
৪. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;

৫. কর্মপরিবেশ উন্নয়ন;
৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

একাডেমির কার্যাবলি:

(ক) পল্লী উন্নয়ন ও তদসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে গবেষণা পরিচালনা;
(খ) পল্লী উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারি ও বেসরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও ব্যক্তিগণকে বুনিয়াদি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
(গ) উন্নয়নের ধারণা ও তত্ত্বসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং, ক্ষেত্রমত বাস্তবায়ন;
(ঘ) সরকারি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শমূলক সেবা প্রদান;
(ঙ) দেশি ও বিদেশি শিক্ষার্থীদের অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে সহায়তা প্রদান এবং তত্ত্বাবধান;
(চ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং পরিচালনা; এবং
(ছ) পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

বার্ডের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন (২০২২-২০২৩)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনা লগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে, যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goals -কে সামনে রেখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রূপরেখা ২০৪১ এবং সরকারের প্রাধিকারভুক্ত বিষয়ের আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে।

নিম্নে বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হলোঃ

বার্ডের চলমান গবেষণাসমূহের শিরোনাম:

ক্রঃ নং	গবেষণার শিরোনাম
1.	Information and Communication Technology in Agriculture in Bangladesh
2.	Farmland used by absentee landowner in Sylhet district
3.	Potentialities of Women Entrepreneurship in Agriculture of Bangladesh
4.	Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of Bangladesh.
5.	Inclusive Education and Training Towards Autism for Empowerment: A Sociological Study of Selected Villages.
6.	Climate Change Effects on the Coastal Livelihoods: A Case of South-Western Bangladesh.
7.	Agroforestry in Achieving Food Security of upland smallholders: A Case on Lalmai Hill Areas of Cumilla District.

ক্রঃ নং	গবেষণার শিরোনাম
8.	Farmer's Knowledge, attitude and practice of mastitis in Cow
9.	Adoption and Integration of ICT by Secondary School Teachers in Rural Schools of Bangladesh: An Analysis Using the Technology Acceptance Model (TAM).
10.	জীবন ও জীবিকাঃ একটি উন্নয়ন সমীক্ষা
11.	Community Driven Development (CDD) Approaches and Opportunities of People's Participation: Problems and Prospects in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh
12.	Impact of National Social Security Strategy (NSSS) Reforms on Social Protection in Bangladesh
13.	The 4th Industrial Revolution (4IR) and the Changing Patterns of Employment: Readiness of Rural Youth in Bangladesh
14.	আইলবিহীন কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনাঃ বার্ডের প্রায়োগিক গবেষণার আলোকে একটি সমীক্ষা
15.	Occupational Participation of Women: Trends in Last Three Decades
16.	বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিবাহ বিচ্ছেদ: প্রতিকার ও উন্নয়নে করণীয়

বার্ডের সম্প্রতি সম্পাদিত গবেষণাসমূহ:

ক্রঃ নং	গবেষণার শিরোনাম
1.	Covid-19 Pandemic in Rural Livelihoods: Impact and Resilience
2.	Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh
3.	Dynamics of Migration at the Household Level in Three Villages
4.	Role of Rural Local Government in Building My Village My Town
5.	এডিপি থোক বরাদ্দ ব্যবহারঃ চারটি উপজেলা পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা
6.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নাগরিকের কার্যকর অংশগ্রহণঃ ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন

বার্ডের সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণাসমূহ:

ক্রঃ নং	গবেষণার শিরোনাম
1.	Covid-19 Pandemic in Rural Livelihoods: Impact and Resilience
2.	Adoption of ICTs in Local Government Institutions in Bangladesh
3.	Contemporary Knowledge of Clay Artisans in Bijoypur
4.	Changing Village Communities in Bangladesh: A Case Study on Transformation and Problems in Six Rural Neighbourhoods
5.	Post Training Utilization of the Cow Rearing and Fattening Training Program Sponsored by the Amar Bari Amar Khamar Project
6.	Problems and Prospects of Farmer's Cooperative Societies in
7.	ঋষি দলিত উদ্যোক্তা উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবা অন্বেষণ
8.	টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতা অর্জনে আমাদের করণীয়ঃ বার্ডের অভিজ্ঞতা

বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন (২০২২-২০২৩)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বার্ড পল্লির দরিদ্র জনগণের উন্নয়নে এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকতার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বার্ডের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে পল্লী উন্নয়নের ধারণা; নারী উন্নয়ন; সুশাসন; দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল; প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ; প্রকল্প ব্যবস্থাপনা; মনিটরিং ও ইভালুয়েশন; ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা; উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা; জলবায়ু পরিবর্তন; গাভী পালন; হাঁস-মুরগি পালন; মৎস্য চাষ ইত্যাদি। বার্ড দীর্ঘদিন থেকে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার ও এলজিইডি কর্মকর্তাদের জন্য ০২ মাস মেয়াদি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স; বিসিএস বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ০৬ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর উদ্যোগে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ০৪ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বার্ড সর্বমোট ২১৫টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংগঠনপূর্বক মোট ৯৭২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ড কর্তৃক সংগঠিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কোর্স/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

`ক্রঃ নং	কোর্সের ধরন	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		মোট	অংশগ্রহণকারী
			পুরুষ	মহিলা		
১	আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা/সেমিনার/ কনফারেন্স/গাইড ভিজিট	৫	১৬৪	৫৭	**২২১**	CIRDAP/ AARDO সদস্যভুক্ত দেশসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ INSEARCH
২	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (০৬ মাস এবং ০৪ মাস মেয়াদি)	২	৬৪	৩৬	**১০০**	বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডার এর কর্মকর্তাবৃন্দ, NAEM
৩	বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (০২ মাস মেয়াদি)	১৩	৩৯৭	১৯৯	**৫৯৬**	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার এর কর্মকর্তাবৃন্দ, এলজিইডি প্রকৌশলীবৃন্দ, নিপোর্ট ও রাজউকের কর্মকর্তাবৃন্দ
৪	সংযুক্তি কর্মসূচি (বুনিয়াদি + বিশ্ববিদ্যালয়)	৯	৩৭৭	১৬৬	**৫৪৩**	বিসিএস কর্মকর্তাগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ
৫	স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত কোর্স	৪	১০৫	৪৫	**১৫০**	সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাগণ
৬	পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স (বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে)	৯৭	১৮০৪	১৬১৪	**৩৪১৮**	সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং জনপ্রতিনিধি
৭	ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম	২৪	৮২৯	৭৬১	**১৯৪৮**	সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ
৮	ওয়ার্কশপ/সেমিনার/কনফারেন্স	২৪	১৩৫৩	৫৯৫	**১৫৯০**	সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাগণ

`ক্রঃ নং	কোর্সের ধরন	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		মোট	অংশগ্রহণকারী
			পুরুষ	মহিলা		
৯	বার্ড কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পের কোর্স (সুফলভোগীদের জন্য)	১৯	২৪১	৩৪৯	**৫৯০**	প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ
১০	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স	১৮	৪৬৪	১০৪	**৫৬৮**	বার্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ
মোট		**২১৫**	**৫৭৯৮**	**৩৯২৬**	**৯৭২৪**	

চিত্রে বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

১৮৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ মোল্লা

বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়

সংযুক্তি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথি এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দ

বার্ড আয়োজিত স্ব-উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কোর্সে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ও বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দ

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সে সমপনী অধিবেশনে উপস্থিত জনাব সেলিনা পারভিন, মেয়র, নাসিক।

বার্ডে আয়োজিত কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি)-দের সার্টিফিকেট বিতরণ করছেন প্রফেসর ড. প্রাণ গোপাল দত্ত

AARDO ও বার্ডের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে AARDO-এর মহাসচিব H. E. Dr. Manoj Nardoosing এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দ

বার্ডে আয়োজিত ‘স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট স্থানীয় সরকার’ শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব, মোসাম্মৎ হামিদা বেগম

বার্ডে আয়োজিত মুজিব'স বাংলাদেশঃ পল্লী উন্নয়নে গ্রামীণ পর্যটনের ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব, জনাব মশিউর রহমান, এনডিসি

বার্ডের ৫৪তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বক্তব্য স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

মানব সম্পদ উন্নয়ন:

১. দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ২১৫ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৯৭২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (৫৭৯৮ জন পুরুষ ও ৩৯২৬ জন নারী) ।

২. ইন-হাউস প্রশিক্ষণ:

প্রতিবেদনকালীন বার্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য মোট ১৮টি ইন-হাউস প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো হলো যথাক্রমে: Induction Training Course (১টি), বার্ডের নবনিযুক্ত কর্মচারীদের ‘অবহিতকরণ’ প্রশিক্ষণ কোর্স (১টি), ‘শুদ্ধাচার’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা (১০টি), ‘নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা ও সেবা সহজীকরণ’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (১টি). ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম এর কম্পোনেন্ট-০৪ (সুফলভোগীদের তথ্য ও সেবা ব্যবস্থাপনা) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (১টি), ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম এর কম্পোনেন্ট-০৫ (বিপণন ও ই-কমার্স) বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১টি), “অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার” বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা (২টি), “সিটিজেন চার্টার” বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা (১টি); উক্ত কোর্সে ৫৬৮জন অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন (৪৬৪জন পুরুষ ও ১০৪জন নারী)।

৩. সেমিনার/কর্মশালা/সম্মেলন সংক্রান্ত তথ্য:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ড জাতীয় পর্যায়ের ০১টি সম্মেলন, ০৯টি কর্মশালা ও ১৩টি সেমিনারসহ মোট ২৩টি সেমিনার/কর্মশালা/সম্মেলন আয়োজন করে যাতে ১৭৮৭ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন (১৩২০ জন পুরুষ ও ৪৬৭ জন নারী) । সেমিনারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: জাতীয় শোক উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন

একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বার্ডের লালমাই অডিটোরিয়ামে 'মুজিব'স বাংলাদেশঃ পল্লী উন্নয়নে গ্রামীণ পর্যটনের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার' এর আয়োজন করা।

বার্ডের প্রকল্প ও প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়ন কার্যক্রম (২০২২-২০২৩)

প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একাডেমির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বার্ড এ পর্যন্ত ৭৪টি প্রকল্প ও প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে বার্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অর্থায়নে (১) "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়)" এবং (২) "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন" বিষয়ক ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ ছাড়াও বার্ড রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১৬টি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়ন করছে।

বার্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত ০৫ (পাঁচ)টি প্রকল্প প্রস্তাবনা যথা

(১) গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিবেশ উপযোগী কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা;

(২) গ্রামীণ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন;

(৩) পার্বত্য চট্রগ্রামের পল্লী অঞ্চলের কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন;

(৪) গ্রাম পর্যায়ে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ীদের আয়বর্ধন ও জীবনমানের উন্নয়নের জন্য কুমিল্লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো অপারেটিভ সোসাইটির দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার আধুনিকায়ন; এবং

(৫) গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক প্রকল্প ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য পাঠানো হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথম তিনটি বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কুমিল্লা দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির নবতর প্রয়াস হিসেবে টোটাল ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (টিভিডিপি) নামে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প ১৯৭৫ সালে বার্ডে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৩ সাল থেকে টিভিডিপি'র নাম পরিবর্তন করে প্রকল্পের নাম করণ করা হয় সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি বা সিভিডিপি। ২০১৮সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সিভিডিপি- ৩য় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে।বার্ড অন্যতম বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের ৩৫টি উপজেলায় সিভিডিপি- ৩য় পর্যায় কার্যক্রম শুরু করেছে।

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৩ (১ম সংশোধিত)।
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৬৪.৯৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা : বার্ড অংশ ৩৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পরিধি:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা। সিভিডিপি'র মূলমন্ত্র হলো সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, কাঙ্খিত শেয়ার সঞ্চয় গঠন, সদস্যদের প্রশিক্ষিতকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও সংযোগ প্রদান।

২ .বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯- ৩০ জুন ২০২৪
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	:	৪,৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	বার্ড ক্যাম্পাস।

প্রকল্পের পটভূমি :

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে ১৯৫৯ সাল থেকে বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী অংশগ্রহণকারীর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদ্যমান সুবিধাগুলি উন্নয়নের জন্য বার্ড সরকারি অর্থায়নে একটি নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) আধুনিকায়ন প্রকল্প নামে পরিচিত। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হ'ল বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নত করা এবং BARD এর বিদ্যমান সুবিধাদির আধুনিকায়ন করা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য :

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর ভৌত সুবিধাদি শক্তিশালী করার মাধ্যমে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে করে এটি আরও দক্ষতার সাথে দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

খ) রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পসমূহ

১. "গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেকসই শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ১৯৯৩ জুন ২০২৩
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	:	১৬.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	কুমিল্লা জেলার ৫টি উপজেলা
প্রকল্প পরিচালকের নাম	:	নাছিমা আক্তার, পরিচালক ও সাইফুন নাহার, উপ-পরিচালক, বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

গ্রামীণ নারীদের বিশেষতঃ সুবিধা বঞ্চিত ও দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের নারীর অন্তর্ভূক্তিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল-স্রোতধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং নারী শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়নপূর্বক দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে আয়, উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠায় আইনগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক ও মানবিক অধিকারসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনের সার্বিক মনোন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।

২. কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রায়োগিক গবেষণার মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৩
প্রায়োগিক গবেষণার মোট বরাদ্দ (২০২১-২২)	:	৩.০০ লক্ষ টাকা
প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা	:	কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ জেলার প্লাবনভূমি

প্রায়োগিক গবেষণার উদ্দেশ্য

- প্লাবনভূমিতে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে মৎস্য চাষের ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা;
- নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা; এবং
- এন্টারপ্রাইজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের মাধ্যমে এলাকার তরুণ ও দরিদ্র জেলেদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩. বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার

প্রায়োগিক গবেষণার মেয়াদ	:	নভেম্বর ২০১৮-জুন ২০২৩
প্রায়োগিক গবেষণার মোট বরাদ্দ (২০২১-২২)	:	৪.০০ লক্ষ টাকা
প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা	:	বার্ড ক্যাম্পাস

প্রায়োগিক গবেষণার উদ্দেশ্য

বার্ড ক্যাম্পাসে মৎস্য নার্সারী সম্বলিত একটি আধুনিক প্রদর্শনী মৎস্য খামার গড়ে তোলা এবং গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন করা। এছাড়া মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান করাও এ প্রায়োগিক গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪. গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগণের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন

প্রায়োগিক গবেষণার মেয়াদ	:	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪
প্রায়োগিক গবেষণার মোট বরাদ্দ (২০২১-২২)	:	৪০.০০ লক্ষ টাকা
প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা	:	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ, আদর্শ সদর ও বুড়িচং উপজেলার ৬৮টি গ্রাম

প্রায়োগিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য

প্রায়োগিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো- লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের মাধ্যমে সৃজিত গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনসমূহের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগণের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা।

৫. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৩

প্রায়োগিক গবেষোণা প্রকল্পের বাজেট: ১৩.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা: কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার কান্দিরপাড় ইউনিয়নের নোয়াপাড়া-ছনগাঁও গ্রাম এবং রায়চৌ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি, কুমিল্লা।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য:

এই প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো আইলবিহীন জমিতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে লাভজনক কৃষির মডেল উদ্ভাবন। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হল:

(ক ডিজিটাল ভূমি জরিপের মাধ্যমে জমির আইল উঠিয়ে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রের ব্যয় হ্রাস করা;

(খ আইলবিহীন জমিতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও অধিক মুনাফা নিশ্চিত করা;

(গ উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।

৬. মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ কেন্দ্র শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই ২০২১-জুন ২০২৩ সময় পর্যন্ত

প্রায়োগিক গবেষোণা প্রকল্পের বাজেটঃ ৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রায়োগিক গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাশরুম চাষের সম্ভ্যবতা যাচাই ও উপযুক্ত জাত সনাক্ত করে গ্রামের কৃষক পর্যায়ে মাশরুম চাষ প্রচলনের মাধ্যমে তাদের আয়, পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা। তাছাড়া, এই প্রায়োগিক গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হল:

১) মাদার কালচার থেকে বাণিজ্যিক স্পন তৈরি করা;

২) বাণিজ্যিক স্পন থেকে মাশরুম উৎপাদন করা;

৩) চাষী পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে মাশরুম উৎপাদন ও চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং

৪) উৎপাদিত মাশরুম এর সঠিক ও লাভজনক বিপণন নিশ্চিত করা।

৭. কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩

প্রকল্প এলাকা: কুমিল্লা জেলার আদরসশ সদর ও সদর দক্ষিণ উপজেলা

বাজেট: ৯.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)।

অর্থায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সাবলম্বী হতে সহায়তা করা।

৮. বার্ড প্লান্ট মিউজিয়াম

প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব কামরুল হাসান, সহকারী পরিচালক, বার্ড
সহযোগী প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ সালেহ আহমেদ, সহকারী পরিচালক, বার্ড
অর্থায়নের ধরণ ও উৎস	:	বার্ড রাজস্ব
বাস্তবায়নকাল	:	২০১৯-২০২০ - ২০২২-২০২৩ অর্থবছর
অর্থ বরাদ্দ (২০২১-২০২২)	:	৫.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)।
প্রয়োগিক গবেষণার মূল্য উদ্দেশ্য		১) বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, ভেষজ ও মসলা বৃক্ষের জাত সংরক্ষণ করা; ২) মাতৃ বাগান সৃজনের মাধ্যমে মান সম্মত চারা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ করা; এবং ৩) সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে ব্যবহারিক পাঠদান।

৯. পল্লী অঞ্চলে উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১০-জুন ২০২৩

প্রকল্পের মোট বরাদ্ধঃ ১১.২০ লক্ষ টাকা (২০২২-২৩)।

প্রকল্প এলাকাঃ সদর দক্ষিণ উপজেলা, কুমিল্লা এর সকল ইউনিয়ন পরিষদ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো পল্লী অঞ্চলের জনগণের ডিজিটাল সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য ইউনিয়ন খানা তথ্য ভান্ডার তৈরী ও সংরক্ষণ, ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদান সহজীকরণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার সংযোজন। প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্য হলো:

১) ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিক সেবা প্রদান কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য জিআইএস কোডিংসহ খানা তথ্য ভান্ডার তৈরী এবং তথ্য ভান্ডার সংরক্ষণ

২) ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা এবং সমন্বয়ের জন্য ইউনিয়ন তথ্য ভান্ডারসমূহকে একত্রিত করে উপজেলা খানা তথ্য ভান্ডার তৈরী।

৩) ইউনিয়ন পরিষদ দাপ্তরিক কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য অফলাইন ও অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার ব্যবহার শুরু করা।

৪) গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামজিক উন্নয়নে তথ্য ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় তালিকা প্রণয়ন এবং ইউপি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১০. "অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন" প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩

প্রকল্পের মোট বরাদ্ধঃ ২১.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২৩)।

প্রকল্প এলাকা: দাউদকান্দি উপজেলার চরাঞ্চল।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

"অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন**"** সম্পর্কিত এই প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো**:**

- কৃষকদের জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু আমন ধানের বীজ প্রদান করে চরে চাষাবাদ করা হয়েছে।পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে ধান গাছের বৃদ্ধি হচ্ছে**;**
- দুটি চরের দুটি গ্রামে মোট ভাসমান বেড নির্মাণ করা হয়েছে এবং হাইব্রীড জাতের লাল শাক, শসা, শালগম, করলা, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, বেগুন, ক্ষিরা, মূলা ইত্যাদি চাষাবাদ করা হয়েছে এবং ভালো ফলন হয়েছে;
- 'ইফকাস' (IFCAS -Integrated Floating Cage Aquageoponics System) বা ভাসমান খাঁচায় মাছ ও সবজি তিন স্তর বিশিষ্ট সমন্বিত পদ্ধতির চাষাবাদ প্রবর্তন করা। বর্ষাকালে চাষযোগ্য জমি তলিয়ে যাওয়ার ফলে দেশের চরাঞ্চলের অনেক কৃষক ও শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পরেন। একই ধরনের চিত্র বাংলাদেশের হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যমান। তাই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো চরাঞ্চল ও সমধর্মী এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দলগতভাবে কাজ করে স্বল্প সময়ে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ইফাকাস পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রচলন ঘটানো যেখানে নীচের স্তরে ভাসমান খাঁচায় মাছ উৎপাদন করার পাশাপাশি দ্বিতীয় স্তরে খাঁচায় উপরিভাগে প্লাস্টিক ট্রেতে উচ্চমূল্যের পাতা জাতীয় (লেটুস, পুদিনা ইত্যাদি) এবং তৃতীয় স্তরে বিভিন্ন লতানো সবজি (লাউ, চালকুমড়া, করলা, শিম ইত্যাদি) উৎপাদন করা;
- সুফলভোগী নারী ও পুরুষ সদস্যদের দ্বারা বাড়ির আঙিনায় শীত ও গ্রীষ্মকালীন হাইব্রীড জাতের শাক-সবজির (লালশাক, পুইশাক, পালংশাক, পাটশাক, লাউ, ঢেড়স, করলা, উস্তা ইত্যাদি) চাষাবাদ এর প্রচলন ঘটানো;

- পুকুরে মাঁচা নির্মাণ করে ফাউমী জাতের মুরগি পালন ও পুকুরের পাড়ে ফলদ ও ভেষজ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সর্জন পদ্ধতিতে সমন্বিত কৃষি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

১১. "খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পল্লী এলাকায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২৩

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ১৩.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২৩)

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার দক্ষিণ খোশবাস ইউনিয়ন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি করে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা। এ ছাড়া গ্রামের সাধারণ জনগণ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে ''আমার গ্রাম আমার শহর'' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করাও এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১২. বার্ড ডেইরি, পোল্ট্রি ও ছাগলের প্রদর্শনী খামর

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২৩

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ২৫.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২৩)

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস, কুমিল্লা।

প্রাণিসম্পদ ও সমন্বিত কৃষি খামার এর আলোকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ডেইরি, পোল্ট্রি ও ছাগলের প্রদর্শনী খামার গড়ে তোলে। শুরুতে (২০১৫ সালে) বার্ড ও কোইকা বাংলাদেশ এর যৌথ প্রয়াসে খামারটি স্থাপন করা হয়। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর হতে আনীত ০৪টি হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের দুগ্ধবতী গাভী দিয়ে খামারটির যাত্রা হলেও বর্তমানে খামারটিতে ২৬টি সংকর জাতের গরু রয়েছে। তাছাড়া, গরুর পাশাপাশি ২০১৮ সালে খামারে একটি পোল্ট্রি ইউনিট ও একটি ব্ল্যাক বেঙ্গাল ছাগলের ইউনিট স্থাপন করা হয়। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের খামারী উদ্যোক্তা পর্যায়ের প্রায় ৫০০০ জনকে এই প্রদর্শনী খামারের মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

খামারের উদ্দেশ্য:

১. আধুনিকপদ্ধতিতে গরু ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন ও প্রদর্শন;
২. প্রাণিসম্পদ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাপরিচালনা; এবং
৩. মানসম্মত ও টেকসই প্রাণিজ পণ্য উৎপাদন ও খামারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১৩. প্রায়োগিক গবেষণার শিরোনাম: জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) স্থানীয়করণে বাস্তবায়নযোগ্য মডেল তৈরী বিষয়ক প্রকল্প

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ বলতে একটি দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চল (যেমন: বাংলাদেশে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম এবং শহর) পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন করা। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট একটি বৃহৎ কর্মকান্ড। সরকার বা কারো একার পক্ষে বা অল্প কয়েকটি গোষ্ঠির সহায়তা নিয়ে এই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সম্ভব নয়। এসডিজি বাস্তবায়ন ও গ্রামের উন্নয়নে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে এসডিজি স্থানীয়করণের সম্পূর্ণ একটি কাঠামো বাংলাদেশে এখনও তৈরী হয় নাই। এমতাবস্থায়, বার্ড, কুমিল্লা পল্লী উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণের (Participatory Rural Development) অগ্রপথিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসডিজি স্থাণীয়করণে বাংলাদেশের জন্য উপযোগী একটি কাঠামো (Framework) তৈরীর জন্য নিজস্ব বাজেটে এই প্রায়োগিক গবেষণাটি পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

প্রায়োগিক গবেষণার এলাকা : কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা।
প্রায়োগিক গবেষণার সময়কাল : জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ র্পযন্ত।
প্রায়োগিক গবেষণার ব্যয় : ৯.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২৩)।

প্রায়োগিক গবেষণার উদ্দেশ্য:
প্রায়োগিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো পল্লী অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণের জন্য কাঠামো প্রণয়ন।

বিশেষ উদ্দেশ্যগুলো:

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরী;
- গ্রাম বা ওয়ার্ড বা ইউনিয়নের জন্য সকল জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এলাকার এসডিজি অগ্রাধিকার সূচকসমূহ নির্ণয়; এবং
- উন্নয়ন কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণের ধরণ (ব্যক্তিশ্রম, অর্থ, অন্যান্য সম্পদ) চিহ্নিতকরণ।

১৪। "কুমিল্লার হাতে বোনা খাদি শিল্পের বাজার সম্প্রসারণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৫
বাজেট : ৮,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার ও চান্দিনা উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- চরকা দিয়ে সুতা কাটা নারী শ্রমিক এবং হস্ত নির্ভর খাদি শিল্পীদের সুসংগঠিত করে গুণগত সুতা ও কাপড় উৎপাদন করা।
- চারু-কারু শিল্পের সহায়তায় উৎপাদিত খাদি কাপড়ের মূল্য সংযোজন করে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করা।
- সুফলভোগীদের মধ্য থেকে নব্য খাদি শিল্পী বা উদ্যোক্তা তৈরী করা।

১৫। গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতবিন্ধী জনগোষ্ঠীকে কমউনিটি অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান জোরদারকরণ প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৫
বাজেট : ৫,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা সদর ও বুড়চিং উপজলো।

ক) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:
প্রস্তাবিত প্রায়োগিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো: গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্তিতে কম্যুনিটির অংশগ্রহণে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং টেকসই শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-সক্রিয়তা অর্জনপূর্বক দারিদ্র্য হ্রাস করা, প্রত্যাশিত মূল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠায় আইনগত সুরক্ষা, কল্যাণমূলক নীতিমালা এবং স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক অধিকারসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের সার্বিক জীবনধারার মানোন্নয়ন র্কাযক্রম জোরদার করা।

খ) **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী**: এই প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো-

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ও সরকারের লক্ষ্য অর্জনে গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্তিতে সংগঠন তৈরী, আত্ম-সক্রিয়তা, দলীয় সক্ষমতা ও নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধনে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা বৃদ্ধি;
- উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সৃজনশীলতা ও কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টিসহ সক্ষমতা উন্নয়নপূর্বক দারিদ্র হ্রাস, সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, প্রণোদনা ও ঋণ সহায়তা এবং আত্মনির্ভশীলতা অর্জনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা;
- ব্যক্তি, পরিবার এবং কম্যুনিটি পর্যায়ে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি বৈষম্য ও অবহেলা প্রতিরোধ, টেকসই শিক্ষা, প্রত্যাশিত মূল্যবোধ ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা;
- সকল সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা থেকে পরিষেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা এবং সহায়ক প্রযুক্তি ও উপকরণ সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য তথ্যায়ন এবং সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান ও কার্যকর নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।

১৬। "নোয়াখালীর চরাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩
বাজেট	:	৩,৩৫,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
প্রকল্প এলাকা	:	নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চর এলাহি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) চরাঞ্চলের বাসিন্দাদের বিভিন্ন কৃষি উৎপাদন দলে অন্তর্ভূক্তকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর;

খ) চরাঞ্চলে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যেম কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি;

গ) পাবলিক প্রাইভেট পার্টানারশীপের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃজন ও সমন্বিত খামার প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই; এবং

ঘ) সমন্বিত কৃষি কার্যক্রম ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে চরাঞ্চলের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

বিভিন্ন জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন:

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন হয়েছে, যথা-

- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন
- ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস
- বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী ড. আখতার হামিদ খানের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উদযাপিত
- বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী ড. আখতার হামিদ খানের ১০৮তম জন্মবার্ষিকী
- মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপিত
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ পালিত
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল-এর ৫৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন
- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদযাপন
- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস- ২০২৩ উদযাপন

চিত্রে বার্ডের জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস

বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী ড. আখতার হামিদ খানের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উদযাপিত

বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী ড. আখতার হামিদ খানের ১০৮তম জন্মবার্ষিকী

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ পালিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল-এর ৫৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদযাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস -২০২৩ উদযাপন

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নতুন ধারণা ও প্রযুক্তি নব প্রবর্তনের কারণে বার্ডের কর্মক্ষেত্র ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। এ কারণে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান এবং লোকবলের পেশাগত উন্নয়ন বার্ডের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশ্বের অগ্রসর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ তথা সেন্টারস অব এক্সিলেন্সসমূহে অনুষদ সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং বার্ডের গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। অন্যদিকে গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে ভৌত ও অবকাঠামোগত ক্ষেত্র প্রসারণও এমুহূর্তে একান্ত আবশ্যক। বিশেষ করে ষাটের দশকের সুচনায় স্থাপিত বার্ডের অধিকাংশ স্থাপনা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। পাঠকক্ষ, মিলনায়তন এবং হোস্টেল ও গেস্ট হাউজগুলো এবং বার্ডের অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও আবাসিক ভবনসমূহ সংস্কার করা একান্ত জরুরী। নতুন পরিবর্তিত অবস্থায় বার্ডের সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বোপরি বার্ড ক্যাম্পাসের ল্যান্ডস্কেপিং এবং নতুন এগ্রিকালচারাল ল্যাব এরিয়া সৃজনও একান্ত অপরিহার্য। করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বার্ডের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্ষমতা অর্জন।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

www.rda.gov.bd

পটভূমি

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে দেশের দারিদ্র্য পীড়িত উত্তরাঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তিনি যথার্থ অনুভব করেছিলেন যে, বাংলাদেশের উন্নয়ন করতে হলে পল্লী এলাকার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর রঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আরডিএ'র মূল দায়িত্ব প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করার মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তার আবশ্যিক দায়িত্ব হিসেবে আধুনিক জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আরডিএ'র রূপকল্প:

- পল্লী উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।

আরডিএ'র অভিলক্ষ্য:

- দারিদ্র্য দূরীকরণে পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তারের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

আরডিএ'র কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- প্রশিক্ষণ প্রদান ও মানব সম্পদের উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা;
- গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন;
- প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন মডেলসমূহের বিস্তার ঘটানো; এবং
- পরামর্শ সেবার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা।

আরডিএ'র কার্যাবলি:

- গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে মডেল উদ্ভাবন ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যৌথ গবেষণা পরিচালনা করা;
- পল্লী উন্নয়নে সময়োপযোগী কৌশল উদ্ভাবন করা;
- কমিউনিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে পল্লী উন্নয়ন মডেল গড়ে তোলা ও ইতিবাচক পরিবর্তনে তা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা; এবং
- একাডেমীর মডেলসমূহ সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ সেবা প্রদান।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

একাডেমী ১৯ জুন, ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাডেমী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টেকসই গ্রামীণ উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারনী-১: প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা			প্রশিক্ষণ (জনদিবস)
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স	১১৫	৩৪৬৪	১৮১২	৫২৭৬	৩৩৩৪২
২	ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	১৪০	৩৮৭৩	২৭৩০	৬৬০৩	২৬৫৬৬
৩	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫	৪৮০	২৫৬	৭৩৬	২৯২৩০
৪	ইন্টার্নশীপ	৯	৬৮	২৩	৯১	৭৩১
৫	এক্সপোজার ভিজিট	৭৩	৮৪৬৩	৪৭১০	১৩১৭৩	৩৩৭০৩
৬	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	৩২	২০১৮	১২০৪	৩২২২	৫১২০
	মোট	**৩৮৪**	**১৮,৩৬৬**	**১০,৭৩৫**	**২৯,১০১**	**১,২৮,৬৯২**

তরুণ-যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও আত্মকর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে "সেল্প হেল্প গ্রুপ" মডেলে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ মডেলের আওতায় ড্রাইভিং, ইলেকট্রিক্যাল, মোবাইল মেকানিক্স, এসি ও ফ্রিজ মেরামত, হ্যান্ডি ক্রাফটস্ ও সেলাই এবং আউট সোর্সিং কোর্সসহ অন্যান্য কোর্সের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩ হাজার ৪৬৪ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি সেক্টরের বিভিন্ন ট্রেডের ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আরডিএ প্রতি বছর নিজস্ব অর্থায়নে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। ট্রেডগুলির মধ্যে নার্সারি ব্যবস্থাপনা, গবাদি প্রাণী ও খামার ব্যবস্থাপনা, বীজ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ, জৈবসার উৎপাদন, টেকনিশিয়ান সৃষ্টি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও সেচ ব্যবস্থাপনা, সমবায় ব্যবস্থাপনা, উন্নত প্রযুক্তি ভিত্তিক কৃষিজ কর্মকাণ্ড। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত তাদের চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে। অপর দিকে আরডিএ উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ওয়ার্কশপ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ইন্টার্নশীপের ব্যবস্থা করে আসছে। আরডিএ'র আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ "পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট (পিজিডিআরডি)" যা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরের সাথে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে পিজিডিআরডি'র ৬ষ্ঠ ব্যাচের গ্রাজুয়েশন কোর্স পরিচালিত হয়েছে।

আরডিএ প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নবীন কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (১৮৫তম ব্যাচ) ও ০৫টি ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সংযুক্তি কার্যক্রম এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের ০৯টি ব্যাচের (৬৯-৭৭তম) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সসহ ২টি ব্যাচের সংযুক্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

২০২২-২৩ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে একাডেমীর নিজস্ব, বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মোট ৩৭৩টি কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৫৩ হাজার ১৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং এসকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরুষ ৩৩ হাজার ১৬ জন এবং নারী ২০ হাজার ১৭৪ জন। একাডেমী ১৯৭৩-৭৪ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৭ হাজার ২১ ব্যাচে মোট ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে পুরুষ ও নারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত ছিল ৭৪: ২৬।

বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের ৭৬তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

একাডেমীর নিজস্ব অর্থায়নে আয়োজিত সেল্প হেল্প গ্রুপ-এর আওতায় বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের “এসি মেকানিক্স” কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আরডিএ, বগুড়ায় নবযোগদানকৃত মহাপরিচালক জনাব মোঃ খুরশীদ ইকবাল রেজভী

একাডেমীর নিজস্ব অর্থায়নে আয়োজিত সেল্প হেল্প গ্রুপ-এর আওতায় বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক সেশনে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

আরডিএ, বগুড়ায় পিজিডিআরডি প্রশিক্ষণ কোর্সের গ্র্যাজুয়েশন-ডে উপলক্ষ্যে আনন্দ র‍্যালি

প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা আয়োজন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং লিমরা ট্রেড ফেয়ারস্ অ্যান্ড এক্সিবিশনস্ প্রাঃ লিঃ, ঢাকার যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরা, ঢাকায় গত ০২-০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মেয়াদে অনুষ্ঠিত "১১ম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলার" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

একাডেমীর মূল কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা অন্যতম। পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি গবেষণার মূল লক্ষ্য। এছাড়া, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরিতেও গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করা হয়। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, এসডিজি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয়, পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষকদেরকেও সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

গবেষণার বিষয়সমূহ:

- **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal):** চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।
- **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic Development):** ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন, ই-গভর্ন্যান্স, জেন্ডার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, হিসাব, জন পরিসংখ্যান (Demography), লোক প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য।
- **কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development):** শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পোল্ট্রী, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ, নার্সারি/হোম গার্ডেনিং, প্রাণীস্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি যন্ত্রায়ন, হাইব্রিড প্রযুক্তি, বীজ প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা, মৃত্তিকা ও ভূমি উন্নয়ন, প্রচলিত কৃষি, উদ্যান ফসল, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি অর্থনীতি ইত্যাদি।
- **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Environmental Protection and Development):** সামাজিক বনায়ন, নিরাপদ পানি, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, জৈব কৃষি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পল্লী জ্বালানি, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি, খরাসহিষ্ণু ও লবণসহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ২০টি গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৫৭৯টি গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	গবেষণার শিরোনাম	গবেষক/ গবেষকবৃন্দের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	গবেষণার সময়কাল
১	Effect of Stocking Densities on Growth Performance of the Fresh Water Prawn (*Macrobrachiumrosenbergii*) in Bioflock system	Md. Ashraful Alam Macksood Alam Khan	2020-2021
২.	Impact of Amar Bari Amar Khamar Self-Help Group (SHG) Training Program for Human Resource Development	Engr. SK. Saeem Ferdous Dr. Md. Abdur Rashid	2017-2018
৩.	Increasing Crop Productivity through Cooperative mechanized farming by removing aisles of Agricultural Land	Dr. Abdullah Al Mamun Shaikh Shahariar Mohammad Dr. Md. Abdul Majid Pramanik Md. Khalid Aurangozeb Md. Assaduzzaman	2019-2020
৪.	Paschim Islamabad: Looking through the lens of multidimentional poverty	Khalil Ahmed Md. Shafiqur Rashid	2021-

ক্রমিক নং	গবেষণার শিরোনাম	গবেষক/ গবেষকবৃন্দের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	গবেষণার সময়কাল
		Asim Kumar Sarker	2022
৫.	Ambient Air Quality in Rural Development Academy, Bogura	Md. Shafiqur Rashid	2019-2020
৬.	Effects of remittance on the economy of rural Bangladesh	Khalil Ahmed	2021-2022
৭.	Community radio in rural development of Bangladesh analyzing the social media content of Krishi Radio 98.8FM	Nusrat Jahan Shaikh Mehdee Mohammad	2018-2019
৮.	Sequestration trial of biochar as an exceptional bioresource energy for enhancing soil productivity in rice	Noor Muhammad	2019-2020
৯	Impacts of Covid-19 Pandemic on the aquaculture supply chains in Bangladesh	Md. Nurul Amin Phd	2021-2022
১০	St. Martin's Island: The Coral Island of Bangladesh Needs Protection	Khalil Ahmed	2022-2023
১১	বঙ্গাবন্ধুর দর্শন ও উন্নয়নের রূপকার দেশরত্ন শেখ হাসিনা	সম্পাদক খলিল আহমদ	২০২২-২০২৩
১২	সাহসী উদ্যোক্তা	খলিল আহমদ মোছাঃ রেবেকা সুলতানা ড. মোঃ আব্দুল মজিদ প্রামানিক মোঃ আসাফ-উদ-দৌলা	২০২২-২০২৩
১৩	হৃদয়ে বঙ্গাবন্ধু	খলিল আহমদ ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন ড. সমীর কুমার সরকার শেখ শাহরিয়ার মোহাম্মদ আন্দালিব মাহেজাবীন	২০২২-২০২৩
১৪	Extension and Dissemination of Community Based Indigenous Poultry Farming for Economic Empowerment of Rural Women	Dr. Sultana FaizunNahar Abdullah Al Mamun Mashrufa Tanzin Dr. Muhammad Riazul Islam	2018-2019
১৫	Impact of Union Information Service Centre in Rural Development Rural Information Centre	S.M. Mohammad Ali AKM Khairul Alam	2012-2013 Memo formate
১৬	Social Safety Net programs to fight against pandemic in Bangladesh: A Study on Some Selected Union Parishad in Bangladesh	Md. Maruf Ahmad	Memo formate
১৭	Economic of Production of Crossbred (local X Holstein Froisian) Bulls for Fattening under Different Feeding Conditions	Dr. Muhammad Riazul Islam Dr. Sultana Fizun Nahar Md. Abdul Majid Pramanik Dr. Samar Kumar Sarkar	2019-2021
১৮	Adaptability trial of orchid cactus and ornamental succulent plant of RDA Demonstration Farm	মোঃ খালিদ আওরঙ্গজেব মোঃ আব্দুল মজিদ প্রামানিক মোছাঃ রেবেকা সুলতানা	2017-18
১৯	Introduction of Estous syschnonization	Dr. Sultana Fizun Nahar	2019-

ক্রমিক নং	গবেষণার শিরোনাম	গবেষক/ গবেষকবৃন্দের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	গবেষণার সময়কাল
	protocols in crossbred diary cattle at RDA Farm	Dr. Samir Kumar Sarkar Dr. Muhammad Riazul Ialam MashrufaTanzin	20
২০	Promotion of Trichoderma Enhanced Climate Resisted Biotechnology in Northern Region of BD.	জনাব শুভাগত বাগচী জনাব এ কে এম জাকারিয়া	2017-18

দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা

দারিদ্র্য বিমোচন ও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া’র নিজস্ব অর্থায়নে “দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম” শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে আর্থিকভাবে একটি সচ্ছল পরিবারের ঘর, স্যানিটেশন, পানি, স্বাস্থ্য, জ্বালানির ব্যবহার অনুন্নত হলে এবং শিক্ষা না থাকলে সেই পরিবারকে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) অনুসারে দরিদ্র পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ গবেষণার আওতায় বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার তিনটি গ্রামে (কালশীমাটি, কানুপুর এবং দরিবাংড়া) বেইজলাইন সার্ভে করে এমপিআই স্কোর নির্ণয় করা হয়। গ্রামগুলোর মধ্যে কালশীমাটি গ্রামে দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে যাদের এমপিআই স্কোর ০.৩৩ এর অধিক, তাদেরকে বিভিন্ন ইন্টারভেনশন (প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা ও সম্পদ) বিতরণ/প্রদান করা হয়। কানুপুর গ্রামটিকে গবেষণার কন্ট্রোল গ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে ফলে কালশীমাটি গ্রামে বিভিন্ন ইন্টারভেনশনের প্রভাব পর্যালোচনা করা সম্ভব হচ্ছে।

কালশীমাটি গ্রামে এমপিআই স্কোর অনুসারে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয় যেমন: কমিউনিটিভিত্তিক ছাগল পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্যতা দূরীকরণ, রাইচ ট্রান্সপ্লান্টার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, ড্রাইভিং অ্যান্ড মেকানিক্স, পুষ্টি নিরাপত্তা গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নে কমিউনিটিভিত্তিক দেশি মুরগি পালন, আধুনিক মৎস্যচাষ প্রযুক্তি, আধুনিক নার্সারি প্রযুক্তি, হাউস কিপিং অ্যান্ড কেয়ার গিভিং, হস্তশিল্প এবং সেলাই প্রশিক্ষণ, পার্লার প্রশিক্ষণ, পোলট্রি ও গবাদি পশু, কম্পিউটার, স্বাক্ষরতা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক এবং ইলেকট্রিক্যাল (রেফ্রিজারেটর ও এসি) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৩২৭ জন পুরুষ ও মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে মুরগির বাচ্চা ফুটানোর জন্য ৫টি ইনকিউবেটর, ৩ হাজার ৪০০ টি হাইব্রিড পেঁপে চারা, ১৫টি ছাগল, ৪০ হাজার তেলাপিয়া মাছের পোনা, ২ হাজার টি মুরগির বাচ্চা, ৪টি সেলাই মেশিন ও ৪টি রেডিও বিতরণ করা হয়। এছাড়াও উৎপাদন বিষয়ক পরামর্শ প্রদানসহ বিভিন্ন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার শূণ্যের কোটায় আনায়নে মডেল উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা হয়েছে।

গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উন্নত আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আরডিএ মডেলে স্বল্প ব্যয়ে (৩ বেড, কিচেন, টয়লেট বিশিষ্ট) ৬টি আধুনিক মানের পাকা বাড়ি ও ৩টি টিন সেডের বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৩৩টি বাড়ির মেঝে পাকাকরণসহ উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্যমুক্ত মডেলটি আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে “**দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম**” শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

"দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম" প্রায়োগিক গবেষণা গ্রাম পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য *এমপি* এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি

প্রায়োগিক গবেষণা

আরডিএ, বগুড়া বিগত প্রায় চার দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আরডিএ কর্তৃক গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এ পর্যন্ত মোট ৪৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে প্রায়োগিক গবেষণাসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল প্রায়োগিক গবেষণার মধ্যে বর্তমানে জিওবি'র অর্থায়নে এডিপিভুক্ত ৪টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া একাডেমীর স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রদর্শনী খামারের ৮টি ইউনিট এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক ৭টি বিশেষায়িত সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাস্তবায়নাধীন প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পসমূহের তালিকা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ:

১	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। (মেয়াদ: জুন ২০১৪ - জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
২	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
৩	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা চরস (M4C) দ্বিতীয় পর্যায় (মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)
৪	শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত)।

প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

কৃষি জমি অপচয় রোধ ও পল্লীবাসীর জন্য উন্নত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া "গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ" সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পটি মোট ৩৬২,৯৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশের সাত বিভাগের ০৭টি এলাকায় বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক শুধুমাত্র ৩টি বিভাগে

(রংপুর, রাজশাহী ও ঢাকা) দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক প্রকল্পটি সংশোধন পূর্বক জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে সংশোধিত মোট ২১৪ কোটি ১৯ লক্ষ ৭২ হাজার লক্ষ টাকা ব্যয়ে রংপুর, বগুড়া ও গোপালগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নত আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি জমি অপচয়রোধ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনমানের উন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর, রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগে একটি করে মোট ০৩টি এলাকায় পাইলট আকারে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২০০.০০ লক্ষ টাকা ।
২০২২-২৩ অর্থবছরে ছাড়	:	১৬১.৩৬ লক্ষ টাকা ।
চলতি অর্থ বছরের জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	:	৫৩.১২ লক্ষ টাকা ।
জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৭২২৫.১৭ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি- ৭৮.৯৯% ; বাস্তব অগ্রগতি- ৯৭.৪৫%

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

- ৩টি এলাকায় বহুতল (৪র্থ তলা) বিশিষ্ট পল্লী জনপদ ভবন নির্মাণ;
- সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা; এবং
- উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

- পল্লী জনপদ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে রংপুর, রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের ৩টি এলাকায় বহুতল বিশিষ্ট পল্লী জনপদ ভবন নির্মিত হচ্ছে। যেখানে প্রতিটি ভবনে চার ক্যাটিগরির ফ্ল্যাটে ২৭২টি পরিবার নিরাপদে বসবাসের সুযোগ পাবে। ফলে কৃষি জমির অপচয় রোধ ও সমবায় ভিত্তিক কমিউনিটির মাধ্যমে পল্লী এলাকায় শহরের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হবে।
- রংপুর বিভাগের রংপুর জেলার কোতয়ালী থানার সিটি কর্পোরেশনভুক্ত নিয়ামত ও ধাপ মৌজায় পল্লী জনপদ ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করে ফ্লাট গ্রহীতাদের হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত পল্লী জনপদ ভবনের ত্রি-মাত্রিক ভিউ

রংপুর বিভাগের নির্মিত পল্লী জনপদ ভবন

১৬ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে রংপুর বিভাগের পল্লী জনপদ ভবন শুভ উদ্বোধন করে ফ্লাট গ্রহীতাদের মাঝে চাবি হস্তান্তর করেন।

- ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ সদরের হরিদাসপুর মৌজায় আড়পাড়া ও হরিদাসপুর এবং রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলার জামালপুর মৌজায় পল্লী জনপদ ভবন নির্মাণ কাজ চলমান।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারমূলক এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮: আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

২০১১ সালের সর্বশেষ আদমশুমারিতে দেখা যায় বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলা দু'টিতে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি অনেক বেশি। বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে এলে তিনি অতি দ্রুত উল্লিখিত জেলা দু'টির দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ২০১৬ সালে জেলা দু'টির দারিদ্র্য হ্রাসকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করেন এবং সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এটির মেয়াদ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)-এর আলোকে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য থেকে উন্নীত করার মাধ্যমে প্রকল্পটি সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্প এলাকা	:	কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী, রাজারহাট, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলা এবং জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলা
অনুমোদিত (২য় সংশোধিত) প্রকল্প বরাদ্দ	:	১৬২৪০.৬১ লক্ষ টাকা
২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৪৪২০.০০ লক্ষ টাকা (৮৫% বি ক্যাটাগরি)
চলতি অর্থ বছরের জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	:	৩০৬৪.৯২ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৩৩২৪.০২ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৮৪.০০ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮২.০৪ %

প্রকল্পের মূল কার্যাবলি

- সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের আওতায় ৮টি উপজেলার ১৮,৭৬১ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে গবাদি পশু (গরু) বিতরণ;
- কৃত্রিম প্রজননের জন্য ১০টি উন্নত জাতের বুল/গাভি সংগ্রহ;
- ৮টি উপজেলায় কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের জন্য ৪.০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা;
- আটটি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ কেন্দ্র (চাল ও আটা মিল, মধু প্রক্রিয়া, চিলিং প্ল্যান্ট, ফ্রিজিং এ্যান্ড রেফ্রিজারেটর ইউনিট) স্থাপন;
- ১৬ টি মৎস্য খামার স্থাপন এবং ৮টি উপজেলার ৬৪০ জন সুফলভোগীকে মৎস্য চাষ উন্নয়নে সহযোগিতা;
- প্রকল্প এলাকায় উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯,৫৭০ জন সুফলভোগীকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৩০-৫০ জন সুফলভোগী নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ

- সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের আওতায় ৮টি উপজেলার ১৮ হাজার ৭৬১ জন হত দরিদ্রের মাঝে গবাদি পশু (গরু) বিতরণের বিপরীতে এ পর্যন্ত ১৮ হাজার ৯৫ জনের মাঝে ১৮ হাজার ৯৫ টি গরু বিরতণ করা হয়েছে।

বিতরণকৃত গরুর বর্তমান অবস্থা

জেলা	উপজেলা	গরু বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণকৃত গরুর সংখ্যা	মৃত গরুর সংখ্যা	হারানো/ বিক্রিত গরুর সংখ্যা	গর্ভধারণকৃত গরুর সংখ্যা	বাছুর হওয়া গরুর সংখ্যা	গর্ভধারণ না হওয়া গরুর সংখ্যা
কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	৪৫৪৫	৪৫৪৫	১৩	৯৭	১৮২৭	১৩৭২	১২৩৬
	রাজারহাট	১৯৬০	০	০	০	০	০	০
	উলিপুর	৪১০৫	৯৪৫	৮	৩২	৪৩৪	২০৭	২৬৪
	চিলমারী	১৮৯০	১৮৯০	২৩	৯২	১১০৫	৩৭২	২৯৮
জেলার মোট		**১২৫০০**	**৭৩৮০**	**৪৪**	**২২১**	**৩৩৬৬**	**১৯৫১**	**১৭৯৮**
জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ	২৮২০	১৮৭৫	২১	১০৯	৫৫০	৮৬০	৩৩৫
	ইসলামপুর	৩৯২০	৩৬২০	৬৭	১৩২	১২৮৫	৮৬০	১২৭৬
	মেলান্দহ	৩৪২৫	৩১৫৫	৪৭	১৪৩	৬৫৫	২১৪১	১৬৯
	মাদারগঞ্জ	২৩৩৫	২০৬৫	২৭	২৫৪	৭৭৪	৬০৪	৪০৬
জেলার মোট		**১২৫০০**	**১০৭১৫**	**১৬২**	**৬৩৮**	**৩২৬৪**	**৪৪৬৫**	**২১৮৬**
সর্বমোট		**২৫০০০**	**১৮০৯৫**	**২০৬**	**৮৫৯**	**৬৬৩০**	**৬৪১৬**	**৩৯৮৪**

প্রকল্পের আওতায় সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সুফলভোগীদের মাঝে বিরতণকৃত গরু

- সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ১৯ হাজার ৫৭০ জনের বিপরীতে ১৯ হাজার ১৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- আটটি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের জন্য প্রতি উপজেলায় ৫০ শতক করে ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- আটটি উপজেলায় কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (এপিএম ইউনিট) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৬টি মৎস্য খামার স্থাপন এবং ৮টি উপজেলার ৬৪০ জন সুফলভোগীকে মৎস্য চাষ উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান চলমান রয়েছে।
- প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৩০-৫০ জন সুফলভোগী নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন "কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (এপিএম)" সেন্টার (ইসলাম, জামালপুর ও চিলমারী, কুড়িগ্রাম)

মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (M4C)-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প

মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং সুইসকন্ট্যাক্ট বাংলাদেশ কর্তৃক জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি কৃষকদের ধান, ভুট্টা, পাট, মরিচ, চিনাবাদাম, পিঁয়াজ, সরিষা, শাকসবজি চাষ, ছাগল ও দেশি মুরগি পালন, গরু মোটা-তাজাকরণ এবং এর গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। পাশাপাশি ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করছে। এছাড়াও প্রকল্পের সহায়তায় স্থানীয় ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে কৃষকদেরকে সহজ শর্তে মৌসুমি ও উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করছে। ফলে চরাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত কৃষকদের আর্থিক লাভের জন্য টেকসই কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে চরের নারীদের দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করার কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে।

প্রকল্প এলাকা	:	বাংলাদেশের মোট ০৬ টি (গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, জামালপুর এবং শরীয়তপুর) জেলা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৫,৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ৪,৫১০.০০ লক্ষ; জিওবি- ১,৪৭৬.০০ লক্ষ)।
২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	:	টাকা ১,৬৮০.০০ লক্ষ (জিওবি: ৩৬৮.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ১৩১২.০০)
২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	:	টাকা ১,৬৪৭.০০ লক্ষ (জিওবি ৩৩৫.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩১২.০০ লক্ষ)
২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	:	টাকা ১,৬৪৬.৮৫ লক্ষ (জিওবি ৩৩৪.৮৫ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩১২.০০ লক্ষ)
জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	টাকা ৩৭৫৩.৪৫ লক্ষ (জিওবি ৭০২.৫৩ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০৫০.৯২ লক্ষ) আর্থিক অগ্রগতি- ৬২.৭০% বাস্তব অগ্রগতি- ৬৫%।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য

বাংলাদেশের মোট ০৬ টি (গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, জামালপুর এবং শরীয়তপুর) জেলার কমপক্ষে ৭৯ হাজার চর পরিবারকে (মহিলা, পুরুষ এবং শিশুদের সমন্বয়ে) উপকৃত করা এবং তাদের অতিরিক্ত আয় ১৪.৫ মিলিয়ন CHF (Swiss Franc/currency of Switzerland) বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

(ক) প্রকল্প এলাকার চরগুলিতে জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি কৃষি-ব্যবসা নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের উৎপাদনশীলতা ও গুণগতমান বৃদ্ধি করা (শস্য, প্রাণিসম্পদ খাত) যাতে করে চর পরিবারের আয় বৃদ্ধি ঘটে এবং কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

(খ) স্থানীয় ব্যবসার প্রসার ঘটানোর জন্য উদ্ভাবনী ব্যবস্থা নেয়া এবং এই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের ভ্যালু চেইনে সম্পৃক্ত করা যেন তারা সবসময় চর পরিবারদের সাথে ব্যবসায়ীক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে।

(গ) অবকাঠামো খাতে সরকারি বিনিয়োগ সুসংহত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীত্বের ভেতরে বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন অ্যাপ্রোচ এর ক্যাপিটালাইজেশন ও সংস্থাপন ঘটানো।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

চরাঞ্চলে একটি কার্যকরী বাজার ব্যবস্থা ও পরিবেশবান্ধব টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এমফোরসি এর ইন্টারভেনশন গুলোকে মূলত ০৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো:

(ক) চর অঞ্চলে ভালো মানের কৃষি উপকরণ, কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থা তৈরি করা;

(খ) কৃষি ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(গ) চর অঞ্চলে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ব্যবসা সৃষ্টি করা ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা; এবং

(ঘ) অবকাঠামো খাতে সরকারি বিনিয়োগ সুসংহত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য বাস্তব অগ্রগতি

(ক) প্রকল্পের আওতায় ০৩ ব্যাচে ৯০ জনকে নার্সারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপনান্তে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক ৬৫টি নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন মানসম্পন্ন চারা উৎপাদনের পাশাপাশি সীডলিং ব্যবসা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী অবশিষ্ট ২৫ জন উদ্যোক্তা নার্সারি স্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

(খ) প্রকল্পের আওতায় পোর্টেবল সৌরবিদ্যুৎ চালিত নলকূপের মাধ্যমে চরাঞ্চলের কৃষি জমিতে সেচ ও খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৩HP মোটরের জন্য ৪৬৮০ ওয়াট সোলার প্যানেল এবং ৬ ইঞ্চি ডায়ামিটারের পাইপ স্থাপনের কার্যক্রম ০২টি জেলার (গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া চরে-০১টি, গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার বালাশীঘাট ভাসারপাড়া চরে-০১টি ও রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার ছালাপাক চরে-০১টি) ০৩টি সাইটে পোর্টেবল সৌরবিদ্যুৎ চালিত সোলার প্যানেল স্থাপন কার্যক্রম ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। সম্পন্নকৃত ০৩টি সাইটে পোর্টেবল সৌরবিদ্যুৎ চালিত নলকূপের ডেলিভারি পাইপটি ৩ ইঞ্চি পুরু ও ২২০০ ফিট লম্বা ফাইবার পাইপের মাধ্যমে গাইবান্ধা (গজারিয়া চরে)-১৫ একর এবং গাইবান্ধা (বালাশীঘাট ভাসারপাড়া চরে)-২০ একরসহ চরাঞ্চলের ৩৫ একর বিস্তৃত এলাকায় পাট, ভুট্টা, মরিচ, ঢেঁড়স, গ্রীষ্মকালীন মুলা, গ্রীষ্মকালীন আলু ও বিভিন্ন রকমের শাকসবজি ফসলের জমিতে সেচ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(গ) প্রকল্পের আওতায় ০৪টি জেলার (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও জামালপুর) ০৬টি চর এলাকায় গো-খাদ্যের চাহিদা পূরণে পাকচুং ঘাস উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গবাদিপশু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ০২টি ব্যাচের ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পাকচুং ঘাসের কাটিং প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় ০৩টি জেলার (রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার পূর্ব ইচলীতে-০১টি, লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ভুল্লারহাটে-০১টি, গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার কাউন্সিল বাজারে-০১টি এবং গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি বাজারে-০১টি সহ মোট ০৪টি সাইটে পোর্টেবল স্টোরেজ নির্মাণ কার্যক্রম ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। সম্পন্নকৃত ০৪টি সাইটের পোর্টেবল স্টোরেজ এর মধ্যে রংপুরে ৩৮০০ বস্তা ভুট্টা এবং ২০ বস্তা চিনা বাদম, লালমনিরহাটে ২৫০০ বস্তা ভুট্টা, গাইবান্ধা (কাউন্সিল বাজার) ৩০০০ বস্তা ভুট্টা এবং গাইবান্ধা (ফুলছড়ি বাজার)-১৮০০ বস্তা ভুট্টা ও শুকনা মরিচ ১০ বস্তাসহ মোট ১১১৩০ বস্তা (আনুমানিক ওজন প্রায় ৬৬৭ টন) ফসল সংরক্ষণ করা হয়েছে, যার তথ্য রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

(ঙ) প্রকল্পের আওতায় এক মাসব্যাপী "হস্তশিল্প এবং সেলাই বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ" কোর্স সমাপনান্তে ৩০ জন উদ্যোক্তা নারীকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রকল্প থেকে ৩০টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। চর এলাকার প্রশিক্ষিত মহিলা ভিন্ন ভিন্ন চরে টেইলারিং ব্যবসা শুরু করেছে।

(চ) প্রকল্পের আওতায় ০১ মাস ব্যাপী "কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান বিষয়ক প্রশিক্ষণ" কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে। কোর্স সমাপনান্তে ৩০ জন উদ্যোক্তা টেকনিশিয়ানকে সীমেন সংরক্ষণের জন্য নাইট্রোজেন ক্যান প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, চর এলাকায় LSP হিসেবে কর্মরত প্রশিক্ষিত কৃত্রিম প্রজনন কর্মীরা ভিন্ন ভিন্ন চরে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে কাজ করছেন।

(ছ) কৃষি বনায়নের মাধ্যমে চর এলাকার বসবাসরত মানুষের জীবনমান ও পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা কাযক্রমটির অধীন রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার পূর্ব ইচলী চরে, গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া চরে এবং জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরাবাদে ০৬টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে যার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কৃষি বনায়নের মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া চরের সম্পূর্ণ এলাকা বনায়নের আওতায় নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(জ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় চরাঞ্চলে চারা উৎপাদন ও ব্যবসার মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমটির অধীনে রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার ছালাপাক চরে, কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার ক্ষেতরাই ও গোড়াইপিয়ার চরে, লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ডাউয়াবাড়ী চরে, জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার বয়ড়া এবং শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার নওপাড়া চরে ৩০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে যার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

(ঝ) প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমটির অধীন ০৩টি জেলার (রংপুর, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম) ০৬টি সাইটে পলিনেট হাউজের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং চর উপযোগী ফসল (তরমুজ, বাদাম, মিষ্টি কুমড়া) উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার বালাশী চর এলাকায় প্রায় ০৮ একর জমিতে নিরাপদ সবজি উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঞ) প্রকল্পের আওতায় বালি-মাটিতে উপযুক্ত ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে চরের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমটির অধীনে স্যান্ডবার ফসল হিসেবে পিট ও মালচিং পদ্ধতিতে মিষ্টিকুমড়া উৎপাদন প্রদর্শনী রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার ছালাপাক চরে ৩০ বিঘা, চল্লিশ সাল চরে ৬০ বিঘা ও গাউছিয়া চরে ৩০ বিঘা এবং গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার ধুতিচেরা চরে ৬০ বিঘা জমিতে ০৪টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে যার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, গবেষণাটির অংশ হিসেবে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার রাজারচরে স্যান্ডবার ফসল হিসেবে মালচিং পদ্ধতিতে ০২ বিঘা জমিতে তরমুজের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(ট) কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার বজরাদিয়ার খাতা চরে জেলা প্রশাসন, কুড়িগ্রাম-এর সহায়তায় ০১ একর জায়গায় M4C হাট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সে লক্ষ্যে ৩.৭৫ শতক জমিতে এখন পর্যন্ত বাজার সেডের জন্য ০৩ ফিট করে ১০টি কলাম আরসিসি ঢালাই করা হয়েছে এবং অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঠ) প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া চরে ফুলছড়ি উপজেলা প্রশাসন এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড, গাইবান্ধা এর সহযোগিতায় বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি (বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, নৌকাবাইচ, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি) অনুষ্ঠিত হয়।

(ড) প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া চরে ০২ দিনব্যাপী "এমফোরসি-উদ্যোক্তা ফোরাম চর মেলা-২০২৩" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উদ্যোক্তা মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

(ঢ) ২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী টাকা ১১০.৮৯ লক্ষ (এক কোটি দশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার) মাত্র উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে প্রকল্পের উপকারভোগী উদ্যোক্তা সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের শুরু

থেকে এখন পর্যন্ত মোট টাকা ২১০.৮৯ লক্ষ (দুই কোটি দশ লক্ষ উননব্বই হাজার) মাত্র উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (অর্থ বছর)		মন্তব্য
		২০২১-২২	২০২২-২৩	
সভা				
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সভা	০৪ টি	০১ টি	০১ টি	-
প্রকল্প রিভিউ কমিটি কর্তৃক রিভিউ সভা	০৮ টি	০২ টি	০১ টি	-
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভা	১৬ টি	০৪ টি	০৫ টি	-
প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভা	১৬ টি	০২ টি	০৪ টি	-
উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ				-
গাভি পালন এবং গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ	১০ ব্যাচ	০২ ব্যাচ	-	প্রতি ব্যাচে ৩০ জন চরবাসী প্রশিক্ষণার্থী
নার্সারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	০৬ ব্যাচ	০২ ব্যাচ	০১ ব্যাচ	
হস্তশিল্প ও সেলাই বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২ ব্যাচ	০১ ব্যাচ	-	প্রতি ব্যাচে ৩০ জন চরবাসী মহিলা
কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২ ব্যাচ	০১ ব্যাচ	-	প্রতি ব্যাচে ৩০ জন চরবাসী প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন
চর উপযোগী ফসল উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০ ব্যাচ	০৪ ব্যাচ	০২ ব্যাচ	
চর উপযোগী প্রযুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৬ ব্যাচ	০৪ ব্যাচ	০২ ব্যাচ	
বিজনেস টু বিজনেস নেটওয়ার্ক বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৫ ব্যাচ	০১ ব্যাচ	-	
সুপার মার্কেট লিংকেজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৫ ব্যাচ	০৩ ব্যাচ	-	
সহযোগী পার্টনার (সুইসকন্ট্যাক্ট) কর্তৃক আর্থিক সহযোগিতায়				
শরীয়তপুর জেলার চরাঞ্চলের চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ীদের পরিচিতি এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	০২ টি	-	০১ টি	-
শরীয়তপুর জেলার চরাঞ্চলের চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২ ব্যাচ	০১ ব্যাচ	-	প্রতি ব্যাচে ১৬ জন চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ী
শরীয়তপুর জেলার চরাঞ্চলের TOS গ্রুপ (কৃষি এবং প্রাণিসম্পদ) সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২৮ ব্যাচ	-	৬৪ ব্যাচ	প্রতি ব্যাচে ২৫ জন চুক্তিবদ্ধ কৃষক/কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন
ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর পার্টনারস এন্ড CDRC				
স্টাফদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন এবং প্রশিক্ষণ	১৫ টি	০৩ টি	০৪ টি	আউটসোর্সিং ভিত্তিতে প্রকল্পে কর্মরত ১৩ জন
মুরগির বাচ্চা ফুটানোর জন্য ইনকিউবেটর ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০২ ব্যাচ	০১ ব্যাচ	-	১ম ব্যাচে ১১ জন এবং ২য় ব্যাচে ১৫ জন চরবাসী উদ্যোক্তা
বাণিজ্যিকভাবে ট্রাইকো-কম্পোস্ট উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	০৮ ব্যাচ	০১ ব্যাচ	০১ ব্যাচ	প্রতি ব্যাচে ৩০ জন চরবাসী মহিলা
ফসলের নতুন জাত বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভা	৪০ টি	০৪ টি	১৫ টি	-
মাঠ দিবস	৩৬ টি	০৪ টি	১২ টি	-

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থির চিত্র

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া চরে ০২ দিনব্যাপী “এমফোরসি-উদ্যোক্তা ফোরাম চর মেলা-২০২৩” অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় প্রতিমন্ত্রী** **ভট্টা**

চরাঞ্চলের উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের জন্য পোর্টেবল স্টোরেজ এবং কৃষি জমিতে সেচ প্রদানের জন্য পোর্টেবল সৌরবিদ্যুৎ চালিত নলকূপ পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি**

“চরাঞ্চলের উন্নয়ন ও সম্ভাবনাঃ চরের জন্য জাতীয় বাজেট” শীর্ষক সেমিনার সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি** এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম**

০৪টি সাইটের পোর্টেবল স্টোরেজ এর মধ্যে রংপুরে ৩ হাজার ৮০০ বস্তা ভুট্টা এবং ২০ বস্তা চিনা বাদম, লালমনিরহাটে ২ হাজার ৫০০ বস্তা ভুট্টা, গাইবান্ধা (কাউন্সিল বাজার) ৩ হাজার বস্তা ভুট্টা এবং গাইবান্ধা (ফুলছড়ি বাজার)-১ হাজার ৮০০ বস্তা ভুট্টা ও শুকনা মরিচ ১০ বস্তাসহ মোট ১১ হাজার ১৩০ বস্তা (আনুমানিক ওজন প্রায় ৬৬৭ টন) ফসল সংরক্ষণ করা হয়েছে, যার তথ্য রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ পরবর্তী জামালপুরের সোহেল রানা'র নার্সারি প্রতিষ্ঠাকরণ

কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরবর্তী উদ্যোক্তা AI টেকনিশিয়ান এর মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়ন

চরাঞ্চলে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে ডিম থেকে দেশি মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করে মুরগি পালন প্রদর্শনী

চরাঞ্চলে বাঁশের তৈরি মাচা ব্যবহার করে ছাগল পালন প্রদর্শনী

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধানের চারা রোপণ কার্যক্রম, জামালপুর

চরাঞ্চলে মালচিং পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন, গাইবান্ধা

প্রশিক্ষণ পরবর্তী নিজ বাড়িতে অর্ডার নিয়ে কাজ করছেন তাইরিন বেগম, দেলুয়াবাড়ী চর, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা

“শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষক প্রকল্প

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যশোর জেলায় একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার নির্দেশনার আলোকে প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেসার পিতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র পিতামহ শেখ জহুরুল হক যশোরে চাকরিকালীন সময়ে এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারে অদম্য প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। মৃত্যুর পর তাঁকে যশোরে সমাহিত করা হয়েছে। শেখ জহুরুল হকের এ উদ্যোগের প্রতি সম্মান জানানোর লক্ষ্যে যশোরের মণিরামপুর উপজেলার ঠঁটে কামালপুর ও মাচনা মৌজায় ৫০ (পঞ্চাশ) একর ভূমিতে চার বছর মেয়াদে (০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত) মোট ১৯৮.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে “শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষক প্রকল্পটি আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গত ১০/৫/২০২২ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে প্রস্তাবিত একাডেমি প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ড/কার্যাবলি গ্রহণ করা হয়েছে:
১.০ যশোরের মণিরামপুর উপজেলার ঠঁটে কামালপুর ও মাচনা মৌজায় কমপক্ষে ৫০.৪২৫০ একর জমি অধিগ্রহণ।

অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম

অনাবাসিক ভবনসমূহ (অফিস ভবনসহ)

- প্রশাসনিক কাম-অনুষদ ভবন (৬০০ ব.মি. × ১০ তলা): ১০ তলা ফাউন্ডেশন, ১০ তলা পর্যন্ত নির্মাণ;
- ক্যাফেটরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেস্টহাউস ভবন (৭০০ ব.মি. × ৬ তলা): ৬ তলা ফাউন্ডেশন, ৬ তলা পর্যন্ত নির্মাণ (১ম ও ২য় তলা ক্যাফেটরিয়া, ৩য় তলা বিনোদন কেন্দ্র ও ৪র্থ - ৬তলা গেস্টহাউস);
- টেকনিক্যাল ও জেনারেল স্কুল এন্ড কলেজ ভবন (১১১২ ব.মি. × ২তলা): ২ তলা ফাউন্ডেশন, ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ;
- সীমানা প্রাচীরসহ গেট; করিডোর নির্মাণ;
- মেডিকেল সেন্টার (৩০০ ব.মি. × ২= ৬০০): ২তলা ফাউন্ডেশন, ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ; এবং
- মসজিদ (২২০ ব.মি. × ২ তলা) নির্মাণ।

আবাসিক ভবন:

- সাধারণ হোস্টেল (পুরুষ) (৪৫০ ব. মি. × ৬ তলা): ৬তলা ফাউন্ডেশন; ৬তলা পর্যন্ত নির্মাণ;
- সাধারণ হোস্টেল (মহিলা) (৩৬০ ব. মি. × ৩ তলা): ৩ তলা ফাউন্ডেশন; ৩ তলা পর্যন্ত নির্মাণ;
- ডিজি বাংলো (১৫৮ ব. মি. × ২ তলা): ডুপ্লেক্স ভবন নির্মাণ;
- ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার (১৮৬ ব. মি. × ৪ ইউনিট× ৩ তলা): ৩ তলা ফাউন্ডেশন, ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ;
- স্টাফকোয়ার্টার ৩তলা ফাউন্ডেশন, ৩ তলা পর্যন্ত নির্মাণ
  (ক) এ-টাইপ (১২৫ ব. মি. × ২ ইউনিট× ৩ তলা=১২৫০ ব.মি.);
  (খ) বি-টাইপ (১০০ ব. মি. × ৪ ইউনিট× ৩ তলা = ২০০০ ব.মি);
  (গ) সি-টাইপ (৮০ ব. মি. × ৪ ইউনিট× ৩ তলা = ১৬০০ ব.মি);
  (ঘ) ডি-টাইপ (৬০ ব. মি. × ৪ ইউনিট× ৩ তলা = ১২০০ ব.মি)।

অন্যান্য স্থাপনা:

- রোড, লিংক রোড ও গার্ড শেড নির্মাণ;
- ড্রেইনেজ স্ট্রাকচার (পানি নিস্কাশন অবকাঠামো)
- স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ;
- টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি;
- লাইন ও তার: বৈদ্যুতিক স্থাপনা/সাব-স্টেশন।

প্রদর্শনী খামার প্রতিষ্ঠাকরণ

আরডিএ, বগুড়ার আদলে পল্লী তথা কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদর্শনী খামার প্রতিষ্ঠা করা হবে। যার ইউনিটসমূহ-

(ক) ফসল ইউনিট;

(খ) ডেইরি ইউনিট;
(গ) পোল্ট্রি ইউনিট;
(ঘ) মৎস্য ইউনিট;
(ঙ) টিস্যু কালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট;
(চ) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ ইউনিট;
(ছ) আধুনিক ফুল গবেষণা উন্নয়নসহ নার্সারি ইউনিট স্থাপন।

প্রকল্প এলাকা	:	খুলনা বিভাগের যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলা মাচনা ও ঠেঁটে কামালপুর মৌজায় প্রতিষ্ঠা করা হবে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	১৯৮৯৫.০০ লক্ষ
২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের থোক বরাদ্দ হতে প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ ৬৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বি-ক্যাটিগরি, বিধায় বরাদ্দের ৮৫% হিসেবে টাকা ৫৫.২৫ লক্ষ ছাড়ের বিপরীতে অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী টাকা ৪৫.৫৪ লক্ষ ছাড় করা হয়েছে।
চলতি অর্থ বছরের জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	:	৩২.৩৩ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩২.৩৩ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৯২.৪০% এবংআর্থিক অগ্রগতি ৭০.৯৯ %

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য বাস্তব অগ্রগতি

- প্রেষণে ০৫ জন ও আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ০৬ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান; জেলা প্রশাসক যশোর কর্তৃক "সরেজমিনে যৌথ তদন্ত, ফিল্ড বুক প্রস্তুতকরণ ও ভিডিও-চিত্র ধারণ" কার্যক্রম শেষ ফিল্ড বুক প্রস্তুতকরণ চলমান।
- স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের মাস্টার প্লান প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে মাস্টার প্লানটি চূড়ান্তকরণের জন্য পর্যালোচনা চলছে;
- প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত পূর্ত কাজসমূহ পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১২ অনুযায়ী **অর্পিত ক্রয় কার্যক্রম** সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডি এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে এডিপি সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক একটি পত্র সচিব, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক যশোর কর্তৃক গত ১৪-০২-২০২৩ খ্রি. তারিখে "সরেজমিন যৌথ তদন্ত ও ভিডিও-চিত্র ধারণ"

জেলা: যশোর

জেলা: যশোর
দাগ নং-২২২

জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক যশোর কর্তৃক গত ১০-০৬-২০২৩ খ্রি. তারিখে "সরেজমিনে যৌথ তদন্ত, ফিল্ড বুক প্রস্তুতকরণ ও ভিডিও-চিত্র ধারণ"

শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর এবং শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর এর কর্মকাণ্ড

- আরডিএ, বগুড়ার পাঁচ জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত করে প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সকল সুবিধাদি রক্ষণাবেক্ষণসহ নিয়মিত মনিটরিং করে যাচ্ছে। সেই সাথে ক্ষুদ্র পরিসরে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকাণ্ড চলমার রাখা হয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর (শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি) এর কার্যক্রম শুরু নিমিত্ত সম্প্রতি শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর প্রতিষ্ঠাকরণ আইন-২০২৩ জাতীয় সংসদের বিল আকারে পাশ হয়েছে এবং শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর প্রতিষ্ঠাকরণ আইন পাশের নিমিত্ত জাতীয় সংসদের বিল আকারে উপস্থাপনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি একাডেমির জন্য ১১০ জন জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে। 'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর আইন, ২০২৩' বিলটি জাতীয় সংসদে পাশের জন্য জাতীয় সংসদে অপেক্ষমান রয়েছে।

আরডিএ প্রদর্শনী খামার কেন্দ্রিক প্রায়োগিক গবেষণা

প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারের লক্ষ্যে একাডেমি ক্যাম্পাস-সংলগ্ন ৮০ একর জমিতে নয়টি ইউনিটের সমন্বয়ে সরকারি পর্যায়ে একমাত্র Self Sustainable Demonstration Farm গড়ে তোলা হয়েছে। ইউনিটগুলি হলো:

(১) ফসল ইউনিট;
(২) নার্সারি ইউনিট;
(৩) পোলট্রি ইউনিট;
(৪) ডেইরি ইউনিট;
(৫) মৎস্য ইউনিট;
(৬) টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট;
(৭) সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট;
(৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট এবং
(৯) পল্লী জৈবসার ও বায়োগ্যাস ইউনিট (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)।

নিম্নে বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রমের চিত্র উপস্থাপন করা হলো:

(১) আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ফসল ইউনিট

(২) আরডিএ প্রদর্শনী খামারের নার্সারি ইউনিট

(৫) আরডিএ প্রদর্শনী খামারের মৎস্য ইউনিটের আওতায় মৎস্য চাষ

(৬) আরডিএ প্রদর্শনী খামারের টিসুক্যালচার ইউনিট

(৭) সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনে আরডিএ, বগুড়া

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ (এপিএম) ইউনিট বর্তমানে ৩১টি পণ্য পল্লী ব্র্যান্ডে (কাঁঠালের চিপস, আমের আচার, রসুনের আচার, বরই আচার, তেঁতুল চাটনি, জিনজার চাটনি, ঘি, মধু, সরিষার তেল, কেক, ব্রেড, প্যাটিশ, ড্যানিশ, বিস্কুট, কলার চিপস ও টমেটো সস, দই ইত্যাদি) তৈরি ও সুলভ মূল্যে বাজারজাত করে যাচ্ছে।

(৮) আরডিএ বগুড়া'র কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও
বিপণন ইউনিটে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যসমূহ

(৯) জৈবসার ও বায়োগ্যাস ইউনিট

আরডিএ, বগুড়া'র বিশেষায়িত সেন্টারসমূহের কার্যক্রম

আরডিএ, বগুড়ার বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণার অর্জিত সাফল্য যেমন- কৃষি, পল্লী উন্নয়ন বিশেষ করে সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি/মডেল দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৭টি বিশেষায়িত সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। এ সেন্টারসমূহের মধ্যে ২০০৩ সালে পরিচালনা বোর্ডের ৩১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে "সেন্টার ফর ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম)" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ৪০তম ও ৪১তম বোর্ড সভায় সিআইডব্লিউএম-এর আদলে একাডেমীতে আরও ৬টি বিষেশায়িত সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেন্টারগুলি হলো:

(১) সীড অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার;

(২) ক্যাটেল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার;

(৩) রিনিউঅ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার;

(৪) চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার;

(৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; এবং

(৬) পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টার।

সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ক্রমান্বয়ে সরে এসে নিজস্ব অর্থায়নে, দেশীয় প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে একাডেমীর কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়কসহ দারিদ্র্য বিমোচন ধর্মী প্রকল্পগুলিকে প্রোগ্রামেটিক

এ্যাপ্রোচে পরিচালনা করে সেন্টারসমূহের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড অব্যহত রেখে উন্নয়নের ধারা চলমান রাখা সম্ভব হচ্ছে। নিম্নে "সেন্টার ফর ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম)" এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম উপস্থাপন করা হলো:

সেন্টার ফর ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম)

একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার অর্জিত সাফল্যসমূহ দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে "সেন্টার ফর ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট" শীরোনামে একটি বিশেষায়িত সেন্টার ২০০৩ সালে পরিচালনা বোর্ডের ৩১তম সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সিআইডব্লিউএম এর উদ্দেশ্য:

- একাডেমী পরিচালিত বিগত সময়ে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম চলমান রাখা;
- উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহর এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণ;
- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ, খাবার পানি, উদ্যান-নার্সারি উন্নয়ন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে পানি সরবরাহকরণ এবং এসব বিষয় সংশ্লিষ্ট আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা;
- শিল্প কারখানায় ব্যবহার উপযোগী নিরাপদ পানি সরবরাহ করা;
- সরকারি/বেসরকারি সংস্থার অর্থে পরিচালিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা; এবং
- 'আরডিএ ক্রেডিট' শিরোনামে ব্যতিক্রমধর্মী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

সিআইডব্লিউএম-এর অগ্রগতি:

মডেল সম্প্রসারণ: দেশে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে একাডেমী উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা মডেল (স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ স্থাপন ও গভীর নলকূপের বহুমুখী ব্যবহার এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন) সমগ্র দেশে দ্রুত সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে একাডেমী উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণের তথ্যাদি নিম্নের সারনীতে উপস্থাপন করা হলো:

সারনী-১: সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণের তালিকা

ক্র: নং	পরামর্শ সেবার আওতায় মডেল সম্প্রসারণ	মন্তব্য
১	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন, নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প এলাকায় ০১ টি পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন, ০১ টি গভীর নলকূপ স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ।	বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পরামর্শ সেবার আওতায় মডেল সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে
২	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন, ভৈরব কিশোরগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প এলাকায় ০১ টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ০১ টি পাম্প হাউজ নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
৩	তিতাস ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিউবো, তিতাস, কুমিল্লা প্লান্ট এলাকায় ০১ টি পর্যবেক্ষণ নলকূপ, ০২ টি গভীর নলকূপ, পানি বিশুদ্ধকরণ (RO) প্লান্ট স্থাপন ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
৪	মানিকগঞ্জ কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন, প্রকল্প এলাকায় পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
৫	সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পাসে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট সার্ভিসিং এবং মেইনটেনেন্স ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
৬	ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টিলাইজার পিএলসি (জিপিএফপিএলসি) হাউজিং কলোনী	

ক্র: নং	পরামর্শ সেবার আওতায় মডেল সম্প্রসারণ	মন্তব্য
	ঘোড়াশালে গভীর নলকূপ সার্ভিসিং কাজ।	
৭	সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আবাসিক এলাকায় দুইটি পর্যবেক্ষণ নলকূপ, একটি গভীর নলকূপ স্থাপন, একটি পাম্প হাউজ নির্মাণ এবং পাইপ লাইন স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	
৮	ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পলাশ নরসিংদি এলাকায় ০২টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
৯	জিএমডি, পিজিসিবি, ঈশ্বরদী দপ্তরের আওতাধীন মাহজাদগপুর গ্রীড উপকেন্দ্রর শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পাসে স্থাপিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-৫০০ লিঃ/ ঘণ্টা) সার্ভিসিং ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
১০	ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, পানালিয়া, নবাবগঞ্জ, ঢাকা ক্যাম্পাসে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
১১	নওগাঁ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, পত্নীতলা, নওগাঁ ক্যাম্পাসে আরডিএ উদ্ভাবিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-১০,০০০ লিঃ/ ঘণ্টা) স্থাপন, গ্রাউন্ড রিজার্ভার মডিফিকেশনসহ সেড নির্মান ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
১২	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর হেড কোয়ার্টার নলকা, সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পাস-এ আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ, পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-১৫,০০০ লিঃ/ঘণ্টা), পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন, ওভারহেড ট্যাংক (ধারণ ক্ষমতা-৩০,০০০লিঃ), গ্রাউন্ড রিজারর্ভারসহ ক্যাসকেড ট্রে নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
১৩	পটুয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কালিকাপুর, পটুয়াখালী ক্যাম্পাস এলাকায় স্থাপিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-৫০০০ লিঃ/ঘন্টা) সার্ভিসিং ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
১৪	হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ ক্যাম্পাসে আরডিএ উদ্ভাবিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-১০,০০০ লিঃ/ঘণ্টা) সার্ভিসিং ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
১৫	সিরাজগঞ্জ এম মুনসুর আলী মেডিক্যাল কলেজ ও ৫০০ শর্য্যা বিশিষ্ঠ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প এলাকায় পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-৪০,০০০ লিঃ/ঘন্টা), এ্যারেশন ট্যাংক, পাম্প হাইজ নির্মান ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
১৬	বঙ্গাবন্ধু সেতু সিসিসিসি অফিস এলাকায় আরডিএ উদ্ধাবিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-৫,০০০ লিঃ/ ঘণ্টা) সার্ভিসিং ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
১৭	বঙ্গাবন্ধু সেতু পূর্ব টিসিআর ভবন এলাকায় আরডিএ উদ্ধাবিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-৫,০০০ লিঃ/ ঘণ্টা) সার্ভিসিং ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
১৮	বঙ্গাবন্ধু সেতু পশ্চিম টিসিআর ভবন এলাকায় আরডিএ উদ্ধাবিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-৫,০০০ লিঃ/ ঘণ্টা) সার্ভিসিং ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
১৯	বঙ্গাবন্ধু সেতু পূর্ব পুলিশ স্টেশন এলাকায় আরডিএ উদ্ধাবিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-১৫,০০০ লিঃ/ঘণ্টা) সার্ভিসিং ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
২০	বঙ্গাবন্ধু সেতু পশ্চিম পুলিশ স্টেশন এলাকায় আরডিএ উদ্ধাবিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-১৫,০০০ লিঃ/ ঘণ্টা) সার্ভিসিং ও আনুষঙ্গিক কাজ।	
২১.	বঙ্গাবন্ধু সেতু সিসিসিসি হাউজিং এলাকায় আরডিএ উদ্ধাবিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-৫০,০০০ লিঃ/ঘণ্টা) সার্ভিসিং ও আনুষঙ্গিক কাজ।	

চলমান উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড:

- কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনার আওতায় পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (RO) (উৎপাদন ক্ষমতা-৫,০০০ লিঃ/ঘণ্টা) স্থাপন, গ্রাউন্ড রিজার্ভারসহ ক্যাসকেড ট্রে, RO Plant Shed নির্মাণ, পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন ও আনুষঙ্গিক কাজ।
- কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর খুলনায় পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (RO) (উৎপাদন ক্ষমতা-৫,০০০ লিঃ/ঘণ্টা) স্থাপন, গ্রাউন্ড রিজার্ভারসহ ক্যাসকেড ট্রে, RO Plant Shed নির্মাণ ও আনুসাঙ্গিক কাজ
- কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ-এ পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-২০,০০০ লিঃ/ঘণ্টা) স্থাপন, অ্যারেশন ট্যাংক নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ।

- চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ, রাংগাদিয়া, চট্টগ্রামে দুটি (০২) আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ স্থাপন, দুটি (০২) পাম্প হাউস নির্মাণ, ডেলিভারি পাইপ লাইন ও ইলেকট্রিক ক্যাবল লাইন স্থাপন ও আ আনুষঙ্গিক কাজ।

উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পে "প্রাকৃতিক ও পরিবেশ বান্ধব প্রক্রিয়ায় সুয়েজ ওয়াটার ও পাঁচনশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও ভূ-গর্ভে রিচার্জিং বা পুনঃভরণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ"

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজউক, উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট (৬৬৩৬টি ফ্ল্যাট) ক্যাম্পাসের পাঁচনশীল সকল ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এসটিপি স্থাপন এবং জৈবসার উৎপাদনসহ ৬ হাজার ৬৩৬টি ফ্ল্যাটের বৃষ্টি পানি সংগ্রহ ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরিশোধনপূর্বক ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরে পূনঃভরণ করা হবে। প্রকল্প এলাকার বাসাবাড়ি হতে উৎপাদিত সকল ধরনের বর্জ্য নির্ধারিত স্থানে পৃথকীকরণের পর পাঁচনশীল বর্জ্য পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তথা বায়োগ্যাস প্লান্ট ব্যবহার করে বায়োগ্যাস ও উন্নতমানে জৈবসার উৎপাদনের মাধ্যমে ঢাকা শহরের পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি প্রকল্প এলাকা জিরো ওয়েষ্ট জোনে উন্নীত করে 'গ্রীন ও ক্লিন' সোসাইটিতে রূপান্তরিত হবে যা বর্তমান সময়ে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

- আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈবসার উৎপাদন করে প্রকল্প এলাকা জিরো ওয়েস্ট জোনে রূপান্তরিত করা।

রাজউক উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত এসটিপি

রাজউক উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক সমাপ্তকৃত সকল প্রকল্পের (এসএফডিপি, সিভিডিপি, সেপা, এমভিআরডি) সমন্বিত ঋণ কার্যক্রম ধারণার উপর ভিত্তি করে "**আরডিএ ক্রেডিট**" নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সমাপ্তকৃত এডিপি প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল ও সার্ভিস চার্জ এর অর্থ আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমে মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয়ভারসহ গৃহস্থলি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত পানির মূল্য পরিশোধে সক্ষম করে তোলাই আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

আরডিএ-ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি: আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১১০০ জন সুফলভোগীর মাঝে ৯.৮০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মোট ৩০৩৫১ জন সুফলভোগীর (পুরুষ ১৮৩৯৭ এবং পুরুষ মহিলা ১১৯৫৪) মাঝে মোট ১৬৯.৮৫ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের এক নজরে অগ্রগতি নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারনী-২: আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের এক নজরে অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	বিবরণ	অগ্রগতি
১.	মোট উপ-প্রকল্প এলাকা (সংখ্যা)	৩৮৫
২.	মোট সীড ক্যাপিটাল বাবদ প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়)	৫৪৮১.৬৮
৩.	ক্রমপাঞ্জিত বিতরণকৃত (লক্ষ টাকায়)	১৬৯৮৫.২০
৪.	ঋণ কার্যক্রমে জড়িত মোট সদস্য (সংখ্যা)	৩০৩৫১
	ক) পুরুষ (জন)	১৮৩৯৭

ক্রঃ নং	বিবরণ	অগ্রগতি
	খ) মহিলা (জন)	১১৯৫৪
৫.	সার্ভিসচার্জসহ মোট আদায়যোগ্য ঋণ (লক্ষ টাকায়)	১৭৭৪৭.১৫
৬.	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	১৬৩৫৬.০৩
	ক) মূল টাকা (লক্ষ টাকায়)	১৪৭৩৫.১৯
	খ) সার্ভিস চার্জ (লক্ষ টাকায়)	১৬২০.৮৭
৭.	মাঠে ঋণ স্থিতি (লক্ষ টাকায়)	২৪৯৭.৫২
	ক) মূল টাকা (লক্ষ টাকায়)	২২৫০.০১
	খ) সার্ভিসচার্জ (লক্ষ টাকায়)	২৪৭.৫০
৮.	আদায়ের হার (%)	**৯২.১৬**

সিআইডব্লিউএম এর উল্লেখযোগ্য অর্জন

- সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে চলতি মাস পর্যন্ত সর্বমোট ৩০৭টি স্থানে (সরকারি/বেসরকারি/প্রাইভেট ব্যবস্থাপনায়) একাডেমী উদ্ভাবিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হয়েছে।
- সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সিআইডব্লিউএম কর্তৃক পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে স্বল্প ব্যয়ে অগভীর/গভীর নলকূপ স্থাপন, নিরাপদ খাবার পানিসহ শিল্প কারখানায় ব্যবহার উপযোগী পানি সরবরাহ প্রযুক্তি/মডেল বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- বঙ্গবন্ধু সেতু, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ), বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বিসিক চামড়া শিল্প নগরী সাভার, কর্ণফুলী ইপিজেড চট্রগ্রাম, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন এনজিও (ব্র্যাক, প্রশিকা) ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে।
- চলতি বছরে সরকারি/বেসরকারি/প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত ৩টি প্রতিষ্ঠানে কারিগরি এবং আর্থিক প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে।
- সেন্টারটি সরকারি আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই নিজস্ব আয়ের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়ে আসছে। সেই সাথে সেন্টার থেকে প্রতিবছর সরকারি কোষাগারে আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা প্রদান করে আসছে। বিগত ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ২৭.০০ লক্ষ এবং ৩০.০০ লক্ষ টাকা একাডেমীর স্থানীয় আয় তহবিল তথা রাজস্ব বাজেটে যোগান দেয়া হয়েছে।
- ২০০৩ সালে সেন্টারটি মাত্র ২৯ জন জনবল নিয়ে যাত্রা শুরু যাত্রা করে বর্তমানে সরকারের রাজস্ব ব্যয় ছাড়াই কেন্দ্রের নিজস্ব আয় থেকে ১২৮ জন লোকের চুক্তি ভিত্তিক চাকুরির সংস্থান করা হয়েছে।
- পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রযুক্তি কেন্দ্রিক আরডিএ-ক্রেডিট দেশের কার্যক্রম পল্লী এলাকায় সম্প্রসারণের ফলে গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবিকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
- একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং এর মাধ্যমে অব্যাহত রাখা সম্ভব হচ্ছে।

এছাড়া পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মডেল অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষায় ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত (১) সীড অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার; (২) ক্যাটেল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; (৩) রিনিউঅ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার; (৪) চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার; (৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; এবং (৬) পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টারগুলির কার্যক্রম একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সিআইডব্লিউএম-এর আদলে পরিচালনার মাধ্যমে প্রকল্পগুলিকে কর্মসূচি আকারে চলমান রাখা সম্ভব হয়েছে।

আরডিএ ল্যাবরেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

আরডিএ ল্যাবরেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজ জাতীয় শিক্ষাঙ্গনে একটি সুনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রামীণ এলাকার গরিব এবং মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীদের ও একাডেমীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান-সন্তানাতিদের লেখা-পড়ার সুবিধার্থে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিঃ

- এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে থেকে এসএসসি পরীক্ষায় এবং ২০০৩ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছে।
- ২০২০ সাল পর্যন্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ সফলতা অর্জন করেছে। প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%।
- ২০১৯ সালে প্রকাশিত পিইসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%, A+ ১৫১জন (৮১.১৮%)।
- ২০২০ সালে পিইসি পরীক্ষা অটোপাস।
- ২০২১ সালে পিইসি পরীক্ষা অটোপাস।
- ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%, A+ ১৫৯জন (৬৮.৫৩%)।
- ২০২০ সালের জেএসসি পরীক্ষা অটোপাস ।
- ২০২১ সালের জেএসসি পরীক্ষা অটোপাস।
- ২০২০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%,A+ ২১৬জন (৯৪.০০%)।
- ২০২১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%, A+২১৭ জন (৮৬.৮%)
- ২০২২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০% A+২৪১ জন (৯৭.১৭%)
- ২০২০ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%,A+ ১৫৩জন (৬৬.৫২%)।
- ২০২১ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০% A+২৮৪ জন (৭৭.৮০%)
- ২০২২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০% A+১৯৩ জন (৫০.৩৯%)
- ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে এ প্রতিষ্ঠান থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৬ জন বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট, চুয়েট, টেক্সটাইল ও ময়মনসিংহ প্রকৌশল কলেজ), ২ জন এমবিবিএস কোর্সে, ৫জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৯ জন বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৫ জন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ শতাধিক শিক্ষার্থী বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।
- প্রতিষ্ঠানটিতে ৭৫জন শিক্ষক ও ৪৫জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ -২০২৩ বগুড়ার শ্রেষ্ঠ কলেজ

এ বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ কর্মসূচির অধীন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে এবং এ প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রেষ্ঠ স্কাউট শিক্ষক ও পাঁচজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করছে।

সকল পাবলিক পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য ঈর্ষণীয়। গত বছর এইচএসসি পরীক্ষায় এ প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী জিপিএ ৫.০০ পেয়েছে এবং শতভাগ পাশ করার গৌরব অর্জন করেছে। শিক্ষার্থীদের এ সাফল্যের পেছনে উল্লেখযোগ্য যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো-এ কলেজে ক্লাসের পড়া ক্লাসেই সম্পন্ন করা হয়, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাইরে প্রাইভেট পড়তে হয় না। অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য আলাদা সময়ে (শুক্রবার, শনিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে) বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি পরীক্ষার শেষে অভিভাবক সমাবেশ করা হয়। শতভাগ ক্লাস মাল্টিমিডায়ায় নেওয়া হয় এবং প্রতিটি ক্লাসের পিপিটি (সম্ভাব্য প্রশ্নসহ) শিক্ষার্থীদের গ্রুপে আপলোড করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা অবসর সময়ে প্রয়োজন মতো ক্লাসটি পুনরায় দেখতে পারে। প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের সংযোগ প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়, শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার (মেডিকেল, বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে) সুযোগ লাভের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে। শিক্ষার পাশাপাশি স্কাউটিং, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা, বিতর্ক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন উপানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সত্যই প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ কাউন্সিলের কানেক্টিং ক্লাস প্রোগ্রামের আওতায় এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ভারত, দুবাই, ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাসফর করেছে এবং ২০১৮ ও ২০২১ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক দুই বার **ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যাওয়ার্ড** অর্জন করেছে।

প্রতিষ্ঠানটি জেলা শহর থেকে বেশ দূরে গ্রামে অবস্থানের কারণে মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ ও মধ্যম মানের শিক্ষার্থীরা এখানে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে থাকে। এ সকল সাধারণ ও মধ্যম মানের শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ও তাদের গুণগত পরিবর্তন সাধনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানটি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত রেখেছে।

কৃতি ও গুণী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার অর্জন

- জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৩ এ জাতীয় পর্যায়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতে প্রথম স্থান অর্জন করায় আরডিএ ল্যাবঃ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়ার ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী আজমাঈন আরহাম প্রান্তকে স্বর্নপদক প্রদান করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি।

- বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০২৩ এ জাতীয় পর্যায়ে "গণিত ও কম্পিউটার” বিভাগে "খ" গ্রুপে পুরস্কার গ্রহণ করে আরডিএ ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়ার শিক্ষার্থী মোঃ রেদওয়ান আহম্মেদ, শ্রেণি: ১০ম, রোল: ০২। উক্ত অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মণি, এমপি।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

www.bapard.gov.bd

প্রারম্ভিকা:

'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' সংক্ষেপে 'বাপার্ড' নামে পরিচিত। ইংরেজিতে- Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development যার সংক্ষিপ্ত রূপ BAPARD. দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র অবদানের স্মরণে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ জুলাই ২০০১ তারিখে কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখার স্বার্থে পরবর্তীতে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'-টিকে 'একাডেমি'-তে উন্নীত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)' এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১২ সনের ১৪নং আইন বলে বাপার্ড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ জুন, ২০২২খ্রি: তারিখে ভার্চ্যুয়ালি বাপার্ড উদ্বোধন করেন। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রূপকল্প (VISION):

গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা।

অভিলক্ষ্য (MISSION):

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করে চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন, আধুনিক ধ্যান-ধারণা লাভে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর।

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র :

ক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সৃষ্টি এবং স্ব-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরী;

খ) পল্লী দারিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়নে যুগোপযোগী ও টেকসই উন্নয়ন;

গ) প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণ উপকরণ বিতরণ;

ঘ) বাপার্ড-এর অবকাঠামো উন্নয়ন; এবং

ঙ) কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেবার মানোন্নয়ন/পরামর্শমূলক সেবা।

বাপার্ড-এর প্রধান কার্যাবলি (Main Functions of BAPARD):

১) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসাবে কাজ করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের অন্যতম ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা;

২) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;

৩) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা করা;

৪) কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ার-ভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;

বাপার্ডের বর্তমান জনবল: বাপার্ডের জন্য ০১ জন মহাপরিচালক ও ০৩ জন পরিচালকসহ রাজস্ব বাজেটে মোট ১০০ পদ সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ৮২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত। এছাড়া বাপার্ডের জন্য রাজস্ব বাজেটে আরো ৫৩টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে উক্ত কমিটিতে পাঠানো হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাডেমিতে নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক) কারিগরি বিষয়ক		খ) সাধারণ বিষয়ক	
১	প্রাথমিক পর্যায়ে কম্পিউটার ব্যবহার	১	মানব সম্পদ উন্নয়ন
২	মৎস্য ও চিংড়ি চাষ	২	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি)
৩	হ্যাচারী ও নার্সারী ব্যবস্থাপনা	৩	দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা
৪	পুকুর ভিত্তিক সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা	৪	হিসাব রক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা
৫	বসত বাড়ীতে সব্জি চাষ ও উদ্যান নার্সারী	৫	অফিস সংযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা
৬	স্বল্প মেয়াদী ফল চাষ	৬	জেন্ডার উন্নয়ন
৭	বীজ প্রযুক্তি ও সংরক্ষণ	৭	অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (পিআরএ)
৮	হাঁস-মুরগী পালন ও ব্যবস্থাপনা	৮	পরিবেশ উন্নয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
৯	গরু ও ছাগল মোটাতাজাকরণ এবং দুগ্ধ উৎপাদন	৯	সমবায় ব্যবস্থাপনা
১০	হস্তশিল্প ও পোশাক তৈরী	১০	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়ন: দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অস্বচ্ছল, বেকার ও বিত্তহীন জনগোষ্টিকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াসে একাডেমি থেকে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, হস্তশিল্প ও পোশাক তৈরি, কম্পিউটার ইত্যাদি কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে। আয়োজক সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক

প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এছাড়া বিসিএস বুনিয়াদি কোর্সের অফিস সংযুক্তি কোর্স চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ৫ হাজার ৩৮৮ জনকে (আয়বর্ধনমূলক ১২০৪ জন, উদ্বুদ্ধকরণ ২ হাজার ৯৪ জন ও স্থানীয় ১ হাজার ৩৪৭ জন, জনপ্রতিনিধি ও এনজিও কর্মী ৩৬০ জন, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ ২৬৩, হালকা যানবাহন মেরামত বিষয়ক-১২০ জন) বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা- কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা- কর্মচারীর সমন্বয়ে ১২টি সেমিনার আয়োজন, কৃষি ও অকৃষি খাতে ৬টি প্রায়োগিক গবেষণা এবং গ্রামীণ নারীদের অপুষ্টির প্রভাব ও ফলাফল নিরুপণ ও প্রশিক্ষণোত্তর সমীক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রশিক্ষণের প্রভাব বিষয়ক ০২ (দুই)টি সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। বাপার্ড মৎস্য হ্যাচারি হতে ১.২০ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা সুফলভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও চলতি অর্থবছরে সুফলভোগী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও বনজ ২১০০টি গাছের চারা, ২০০০টি হাঁস-মুরগির বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্জিত সাফল্যসমূহ: নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা পালন করা বাপার্ডের অন্যতম দায়িত্ব। এ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৪৪৭.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বাপার্ড সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ৩০.২৫ একর জমি অধিগ্রহণ করাসহ ১০ তলা প্রশাসনিক ভবন, ১০ তলা হোস্টেল ভবন, ০৬ তলা বিশিষ্ট একটি অফিসার্স কোয়ার্টার্স ও ৬তলা স্টাফ কোয়ার্টার্স, ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনসমূহের সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বিগত ০৩ বছরে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, হাস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, কম্পিউটার, সেলাই, মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়ারিং, সুফলভোগিকে উদ্বুদ্ধকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক, হালকা যানবাহন মেরামত ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতাবৃদ্ধি, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি/ বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোট ১৩ হাজার ৪২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ: ২০১৫ সালে প্রণীত প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাপার্ড-এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০১৯ সালে ৮ জন কর্মকর্তাসহ ৪৯ জন কর্মচারীর নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু নব নিয়োগপ্রাপ্ত অনুষদবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বাপার্ড-এর জন্য নির্মাণকৃত ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা বাস্তবায়নের জন্য জনবলের অপ্রতুলতা রয়েছে। এছাড়া অত্যাধুনিক ভবনসহ সকল সুবিধাদি সচল রেখে সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে বাপার্ড-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।

গবেষণা কার্যক্রম: বাপার্ডের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম অন্যতম। কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা। এছাড়া কৃষি কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা করা হয়। ইতোমধ্যে বাপার্ড ২২টি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এ ছাড়াও বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পন্নকৃত ০৬ (ছয়) টিসহ মোট ২৮টি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সম্পন্নকৃত ০৬টি গবেষণার বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	গবেষণা টাইটেল	গবেষকের নাম
০১।	Yield Performance of Banana by Using NPK Firtilizer with Different Doses	1. Md. Tojammel Huq, DD (Agriculture) 2. Md. Shamim Ahmed, AD (Agriculture)

ক্রঃ নং	গবেষণা টাইটেল	গবেষকের নাম
০২।	Varietal Effect of BINA Shorisha-4 BINA Shorisha -7 and BINA Shorisha-9 at BAPARD Agrisultural Farm	1. Md. Tojammel Huq, DD (Agriculture) 2. Md. Shamim Ahmed, AD (Agriculture)
০৩।	Study on the prevallence of Bovine Fascioleosis at Several Union of Kotalipara Upazill in Gopalganj District ,Bangladesh	Md. Rafiul Islam AD (Livestock)
০৪।	Epidmiological Investigation and Factor Affecting the Gastrointestinal Parasitism in Cattle at Selected Areas of Kotalipara Upazila of Gopalganj District in Bangladesh	Md. Rafiul Islam AD (Livestock)
৫।	Ruarl Development in Bangladesh with Prospect and Challenges to Achieving Sustainabiliy: A Case Study	Shakila Islam AD (Admin & Finance)
৬।	Study on the Impact of Mobile Phone (Smart Phone) on Secondary level Students at Kotilipara Upazila ,Gopalganj	Mahamudul Hasan Librarian

বাপার্ডের কার্যক্রমের স্থির চিত্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভার্চ্যুয়ালি বাপার্ড উদ্বোধন।

বাপার্ড পরিচালনা বোর্ডের ৫ম সভা

বাপার্ড অনুষদবর্গ ও ৭৫ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (মাঠ সংযুক্তি) কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাপার্ড-এর করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণা শীর্ষক কর্মশালা

মহাপরিচালক, বাপার্ড ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক সুফলভোগীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ।

মহাপরিচালক, বাপার্ড ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক সুফলভোগীদের মাঝে মাছের পোনা বিতরণ

মহাপরিচালক, বাপার্ড ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক সুফলভোগীদের মাঝে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ

মহাপরিচালক, বাপার্ড ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক সুফলভোগীদের মাঝে উন্নত মানের বীজ বিতরণ

মহাপরিচালক, বাপার্ড ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক বাপার্ড মৎস্য হ্যাচারী শুভ উদ্বোধন

এক্সপোজার ভিজিট-২০২৩, লেবুখালী, পটুয়াখালী

সিএইচসিপি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

বাপার্ড ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধু’র মূর্যাল

বাপার্ড প্যানরামিক ভিউ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

www.pdbf.gov.bd

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

পিডিবিএফ-এর অগ্রযাত্রা: শুভ সূচনা

যুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু একের পর এক পল্লী প্রতিষ্ঠান সৃজন করেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ক্রমধারায় ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর অভ্যুদয় ঘটে। বিআরডিবি পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দাতা সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যে নানারকম প্রকল্প চালু করে। যার মধ্যে ১৯৮৪ সালে কানাডীয় সিডা ও ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী (আরডি-২/আরপিপি) অন্যতম।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী (আরডি-২/আরপিপি)'র সফল বাস্তবায়নের পর কানাডিয়ান সিডা একই ধরনের প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। সে প্রেক্ষিতে জুলাই ১৯৮৮ তে ৫ বছরের জন্য দেশের বৃহত্তর ৬টি জেলা অর্থাৎ ১৭টি জেলার ১৩৯ টি উপজেলায় সম্পূর্ণ কানাডিয়ান সিডার আর্থিক সহায়তায় আরডি -১২ প্রকল্পের কাজ শুরু করে। ১৯৯৩ সালে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আরও ৩ বছর প্রকল্পের মেয়াদ সম্প্রসারণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি-ইউবিসিসিএ নামে টু টায়ার বিশিষ্ট সমিতি (কুমিল্লা মডেল) ১৩৯ উপজেলায় ১৩৯ টি ইউবিসিসিএ কার্যক্রম পরিচালিত হতো।

১৯৯৬ সালে বর্ধিত মেয়াদ শেষে কানাডিয়ান সিডা উক্ত প্রকল্পকে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করলে সরকার পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচী বা আরবিপি নাম (সিডা এ প্রকল্পের নাম দেয় পল্লী বিত্তহীন ইনষ্টিটিউশন প্রোগ্রাম-আরবিআইপি) দিয়ে তিন বছরের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ সম্প্রসারণ করে। ১৯৯৯ সালের জুন মাসে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সিডা অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পকে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার শর্ত আরোপ করে।

তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মানবিক প্রয়াসের অনুষঙ্গ হিসেবে ১৯৯৯ সালের ০৭ নভেম্বর মহান জাতীয় সংসদের ২৩ নং আইনের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা সৃজন করেন। অতপর মহামন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ১৯৯৯ সালের ১০ নভেম্বর ২৩ নং আইন হিসাবে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৯ সালে আইন প্রণয়নের পর ২০০০ সালের ৩০ শে এপ্রিল তারিখে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ০৯ জুলাই, ২০০০ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রদত্ত অভিভাষণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমের শুভ সূচনা ঘোষণা করেন।

পিডিবিএফ-এর অগ্রযাত্রার একযুগপুর্তি উদযাপন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিন'র উজ্জ্বল উপস্থিতি

গত প্রায় দু'যুগে পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন তথা তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পিডিবিএফ-এর অর্জন বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিডিবিএফ-এর যুগপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করে দেশের বিরামহীন অগ্রযাত্রায় এক উজ্জ্বল স্মৃতি চিহ্ন যুক্ত করেন। সে অগ্রযাত্রার গতিধারায় পিডিবিএফ ৫৫ টি জেলায় ২৭ টি অঞ্চলাধীন ৩৫৭ টি উপজেলায় ৪০৩ টি কার্যালয়ের মাধ্যমে পল্লীর ৩২.৪৮ লক্ষাধিক পরিবারের প্রায় ১.৩০ লক্ষ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে পরিসেবার আওতায় এনেছে। উল্লেখ্য, পিডিবিএফ-এর সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত ক্ষুদ্র ঋণের প্রায় ৯৭ শতাংশই নারী সুফলভোগী।

পিডিবিএফ-এর যুগপূর্তি অনুষ্ঠান: প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিভাষণ,
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ০৯ জুলাই ২০১২

বঙ্গবন্ধু অঙ্গান, স্মৃতি গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ-এর শুভ উদ্বোধন

১৪ মার্চ, ২০২৩ তারিখে পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় ও কৃষি জীবিকায়ন ঋণ কর্মসূচি'র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন শুভ উদ্বোধনী ঘোষণা করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, *এমপি*

পিডিবিএফ-এর রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (Vision)

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মূলধন সৃষ্টি, নবসম্পদ সৃজন, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

- দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মানব সংগঠন সৃজন;
- বিভিন্ন আয় উৎসারি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সংগঠিত জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বের বিকাশ ঘটিয়ে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- সংগঠিত দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে নবজীবিকা অন্বেষণে ঋণ সহায়তা প্রদান;
- নব উদ্যোক্তা উদ্দীপনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও নারী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- সুফলভোগীদের সাপ্তাহিক ও মাসভিত্তিক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নিজস্ব সম্পদ সৃজনে সহায়তা করা;
- ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সদস্যদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;

পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স

পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর সম্মানিত সদস্যবর্গ

সভাপতি : **জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম**
সচিব, পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহ-সভাপতি : **জনাব আঃ গফফার খান**
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

সদস্য : **অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি**

অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রাইভেট সেক্টর প্রতিনিধি

জনাব বোরহান উদ্দিন আহমেদ
অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ

জনাব মোঃ ওয়াহেদুন্নবী সরকার
অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব

সুফলভোগী সদস্য

জনাব মাকসুদা আক্তার
আদাবর মজুমদারবাড়ী মহিলা সমিতি, মোহম্মদপুর কার্যালয়, পিডিবিএফ, ঢাকা অঞ্চল

জনাব মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন
দক্ষিণ গড্ডিমারী আদর্শপাড়া মস, হাতিবান্ধা কার্যালয়, পিডিবিএফ, লালমনিরহাট অঞ্চল

জনাব মোছাঃ হোসনেয়ারা আরজু
বাগানপাড়া মহিলা সমিতি, পাবনা সদর কার্যালয়, পিডিবিএফ, পাবনা অঞ্চল

জনাব কবিতা রানী দাশ
মজলিশপুর মহিলা সমিতি, ওসমানী নগর কার্যালয়, পিডিবিএফ, সিলেট অঞ্চল

সদস্য সচিব : **জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ (সরকারের সাবেক সচিব)

পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর সভা

বিগত ১২ জুন ২০২৩ তারিখে পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর ৯৩তম সভায় সভাপতিত্ব করছেন পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম

পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স সম্মানিত সদস্য (সুফলভোগী প্রতিনিধি) ও পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার

বিভাগীয় কার্যক্রম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কর্মচারী চাকরী প্রবিধানমালা-৫/২০২৩ এ পিডিবিএফ-এর সংগঠন ও সরঞ্জাম পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত সংগঠন ও সরঞ্জামে পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ; পরিচালক, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ; পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ; পরিচালক, অর্থ বিভাগ; পরিচালক, মাঠ পরিচালন বিভাগ এবং যুগ্মপরিচালক, অডিট শাখা সরাসরি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়ের কার্যাবলী:

- ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করা;
- ফাউন্ডেশনের আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সংরক্ষণের প্রতি সুদৃঢ় দৃষ্টি রেখে চলমান বাজার শক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ একটি সুশৃঙ্খল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা;
- ঊর্ধ্বতন বিভাগীয় প্রধানদের নিয়োগ করা এবং ফাউন্ডেশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ তত্ত্বাবধান করা;
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর নীতিমালা বাস্তবায়ন করা এবং নীতিগত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা;
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর দলিলাদি প্রস্তুত করা;
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে বোর্ড সভা আয়োজন করা;
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং ঋণের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের তহবিল গঠন করা;
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় এবং উক্ত আর্থিক বছরের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হতে পারে তা উল্লেখ করে বাজেট প্রস্তুত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা;
- ফাউন্ডেশনের বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষার জন্য পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স কর্তৃক কর্তৃক নিযুক্ত একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগপূর্বক নিরীক্ষা সম্পাদন করা;
- সরকার সময় সময় যেরূপ নির্দেশ করে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেইরুপ রিটার্ন, প্রতিবেদন ও বিবরণীসমূহ সরবরাহ করা;
- প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার পর সারা বৎসরব্যাপী ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর অনুমোদন সাপেক্ষে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের সাথে সমন্বয় ও যোগাযোগ করা;
- পিডিবিএফ-এর সকল প্রশাসনিক নথির চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়;
- মাঠ পর্যায়ের ঋণ আদায় ও বিতরণ মনিটরিং করা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করা; এবং
- আন্তঃবিভাগীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন ও প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা।

চট্টগ্রাম ভেটেনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু)-এর ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের নবীনবরণ উৎসবে সভারম্ভ বক্তা পিডিবিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার

বিগত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ চট্টগ্রাম ভেটেনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু)-এ ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের নবীনবরণ উৎসবে সমারম্ভ বক্তা পিডিবিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার-কে ক্রেস দিয়ে সম্মাননা জানাছেন সিভাসু'র মাননীয় উপচার্য ড. এএসএম লুৎফুল আহসান

বিগত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ চট্টগ্রাম ভেটেনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু)-এ ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের নবীনবরণ উৎসবে সমারম্ভ বক্তব্য রাখছেন পিডিবিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার

বিগত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ চট্টগ্রাম ভেটেনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু)-এ ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের নবীনবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যরিষ্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি, সমারম্ভ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার।

সিভাসু'র নবীনবরণ অনুষ্ঠানে সমারম্ভ বক্তা পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার সমারম্ভ বক্তব্যে দার্শনিক উইল ডুরান্ট-এর একটি উক্তি উল্লেখ করেন-"শিক্ষা যদি সভ্যতার পরিমাপক হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা এগিয়ে চলেছি। তবে সভ্যতা বংশানুক্রমে অর্জিত হয় না, প্রতি প্রজন্মে শিক্ষাকে অবলম্বন করে সভ্যতাকে সংসাধন করতে হয়। নয়তো বর্বরতা হয়ে উঠে অবশ্যম্ভাবী।" তিনি বলেন-বাঙ্গালীর হাজার বছরের সভ্যতায় আমাদের মনন রেখায় ভাস্বর সবচেয়ে বড় অর্জন এদেশের স্বাধীনতা। আমাদের নৃতত্ত্বগত অতীত, মানসিক উৎকর্ষ, নৈতিক মান, প্রযুক্তিগত ও নান্দনিক ঐতিহ্য আমাদের আলোকিত করেছে, তবে মুক্ত স্বদেশের তটরেখায় উদ্বাসিত দিগন্ত স্বাধীনতার উন্মোচন আমাদের প্রগতির জ্যোতির্বলয়ে দীপ্যমান করেছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও অসংখ্য নদনদীর গতি পরিবর্তন এবং পরদেশী যোদ্ধাদের আক্রমন বার বার এদেশের ভৌগলিক পরিসীমা বদলে দিয়েছে। কিন্তু, জনগণের আকাঙ্খাকে স্বাধীনতার সংগ্রামে রূপান্তর করা যায়নি বলে আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সহস্র বর্ষের সাধনার। এ স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নব প্রজন্মের বিদ্যার্জনের অভিষেকের এ অত্যুজ্জ্বল মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করি গভীর সম্মাননায়। বঙ্গমাতাসহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা এদেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মূল্যবান প্রাণ।

পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক কর্মকর্তাগণের আঞ্চলিক সম্মিলনে যোগদান

বিগত ১৯ মে ২০২৩ তারিখ আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া-তে উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তাবর্গের আঞ্চলিক সম্মিলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখছেন পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার

বিগত ১০ মে ২০২৩ তারিখ পিডিবিএফ আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা-তে উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তাবর্গের আঞ্চলিক সম্মিলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখছেন পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার

প্রশাসন বিভাগ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-৫/২০২৩-এ পিডিবিএফ-এর সংগঠন ও সরঞ্জাম সন্নিবেশিত হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত সংগঠন ও সরঞ্জাম অনুযায়ী পরিচালক, প্রশাসন-এর তত্ত্বাবধানে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা; আইন ও শৃঙ্খলা শাখা; সাধারণ সেবা শাখা এবং আইটি ও ইনোভেশন শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রত্যেক শাখায় একজন যুগ্মপরিচালক শাখা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

পিডিবিএফ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালনার করছে। প্রতিষ্ঠানটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি দমনে "শুদ্ধতায় পথ চলার" অনুশীলন অব্যাহত রেখেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে "শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি" অনুসরণ এবং শুদ্ধতার বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠানটির নীতিগত অবস্থান প্রশংসিত হয়েছে। দুর্নীতির তাৎপর্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা অনুধাবন করে পিডিবিএফ-এর কর্ম পরিসরে অসদাচরণ, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অর্থ/তহবিল/সম্পদ আত্মসাৎ, অর্থপাচার (Money Laundering), জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ আহরণ, অভ্যাসগত দুর্নীতি পরায়ণতা, উৎকোচ গ্রহণ, প্রতারণা, জালিয়াতি, যৌন হয়রানি, অসামাজিক কার্যকলাপ ও বিভিন্ন প্রকরণের নৈতিক স্খলন, ক্ষমতার অপব্যবহার, কর্তব্যে অবহেলা, ইন্টারনেটের অপব্যবহার (Internet Misuse) ও সাইবার অপরাধ (Cyber Crime), এমনকি প্রতিষ্ঠানের সুনাম হানির মত ব্যত্যয়সূচক আচরণ ও তৎপরতা প্রতিরোধ ও এ সকল অপরাধে যথাযথ শাস্তি বিধানের জন্য কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের বিঘোষিত নীতির আলোকে প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচারের সংস্কৃতি লালনের বিষয়ে সম্প্রতি পিডিবিএফ সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কর্মচারী চাকরী প্রবিধানমালা-৫/২০২৩ এ প্রশাসন বিভাগের আওতায় ০১) মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা, ০২) আইন ও শৃঙ্খলা শাখা, ০৩) সাধারণ সেবা শাখা ও ০৪) আইটি এন্ড ইনোভেশন শাখাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রশাসন বিভাগের পরিচালকের নেতৃত্বে প্রতিটি শাখায় একজন যুগ্মপরিচালক শাখা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা পিডিবিএফ জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী, জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার, পিডিবিএফ কর্মী ও সুফলভোগী সদস্যদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি প্রস্তুত ও সংরক্ষণসহ প্রতিষ্ঠানটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি দমনে "শুদ্ধতায় পথ চলার" অনুশীলন অব্যাহত রেখেছে।

এ শাখার উদ্দেশ্যসমূহ:

- মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার;
- একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং আকর্ষণীয় কাজের পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা প্রদান;
- ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেখানে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তাদের সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন;
- ব্যবস্থাপনা এবং কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বিকাশ সাধন; এবং
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মনোবল বৃদ্ধিকরণ।

এ শাখার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীসমূহ:

- ইস্তফা/অবসর সংক্রান্ত
- বার্ষিক বর্ধিত বেতন সংক্রান্ত
- ছুটি সংক্রান্ত
- বদলী সংক্রান্ত
- চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত
- এইচআরআইএস সংক্রান্ত
- বেতন নির্ধারণী বিষয় সংক্রান্ত
- গ্রুপ জীবন/স্বাস্থ্য বীমা
- কর্মী প্রশিক্ষণ
- শিক্ষা সহায়ক ভাতা সংক্রান্ত
- কল্যাণ তহবিল সংক্রান্ত

৩০ জুন ২০২৩ তারিখে পিডিবিএফ-এ কর্মরত গ্রেডভিত্তিক জনবল

ক্রম	গ্রেড	কর্মরত জনবলের সংখ্যা		কর্মরত মোট জনবলের সংখ্যা
		স্থায়ী জনবল	অস্থায়ী জনবাল	
১	১ম-৯ম	৪৬৫	০১	৪৬৬
২	১০ম	৩৯৫		৩৯৫
৩	১১তম-১৪তম	২৩১৫		২৩১৫
৪	১৫তম-২০তম	১২০		১২০
৫	চুক্তি ভিত্তিক		৩৯২	৩৯২
৬	দৈনিক ভিত্তিক		২৮০	২৮০
৭	সোলার		১০৯	১০৯
মোট		**৩৩৯৬**	**৭৮১**	**৪০৭৭**

চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ:

ক্রম	বিষয়	সংখ্যা	চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধন করা হয়েছে	মন্তব্য
০১	স্বাভাবিক অবসর	৭৭	৩৯	অবশিষ্ট নথির চূড়ান্ত পাওনা দ্রুত পরিশোধের প্রক্রিয়া চলমান
০২	ইস্তফাজনিত অবসর	৩০	১৩	
০৩	অব্যাহতিজনিত অবসর	০৪	-	

ক্রম	বিষয়	সংখ্যা	চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধন করা হয়েছে	মন্তব্য
০৪	বাধ্যতামূলক অবসর	০৪	-	
০৫	মৃত্যু ও অন্যান্য	১৪	৫	
মোট		১২৯	৫৭	

আইন ও শৃঙ্খলা শাখা:

পিডিবিএফ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি দমনে "শুদ্ধতায় পথ চলার" অনুশীলন অব্যাহত রেখেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে "শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি" অনুসরণ এবং শুদ্ধতার বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠানটির নীতিগত অবস্থান প্রশংসিত হয়েছে। দুর্নীতির তাৎপর্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা অনুধাবন করে পিডিবিএফ-এর কর্ম পরিসরে অসদাচরণ, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অর্থ/তহবিল/সম্পদ আত্মসাৎ, অর্থপাচার (Money Laundering), জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ আহরণ, অভ্যাসগত দুর্নীতি পরায়ণতা, উৎকোচ গ্রহণ, প্রতারণা, জালিয়াতি, যৌন হয়রানি, অসামাজিক কার্যকলাপ ও বিভিন্ন প্রকরণের নৈতিক স্খলন, ক্ষমতার অপব্যবহার, কর্তব্যে অবহেলা, ইন্টারনেটের অপব্যবহার (Internet Misuse) ও সাইবার অপরাধ (Cyber Crime), এমনকি প্রতিষ্ঠানের সুনাম হানির মত ব্যত্যয়সূচক আচরণ ও তৎপরতা প্রতিরোধ ও এ সকল অপরাধে যথাযথ শাস্তি বিধানের জন্য কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের বিঘোষিত নীতির আলোকে প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচারের সংস্কৃতি লালনের বিষয়ে সম্প্রতি পিডিবিএফ সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে।

এ শাখার উদ্দেশ্যসমূহ:

দুর্নীতির তাৎপর্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা অনুধাবন করে পিডিবিএফ-এর কর্ম পরিসরে অসদাচরণ, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অর্থ/তহবিল/সম্পদ আত্মসাৎ, অর্থপাচার (Money Laundering), জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ আহরণ, অভ্যাসগত দুর্নীতি পরায়ণতা, উৎকোচ গ্রহণ, প্রতারণা, জালিয়াতি, যৌন হয়রানি, অসামাজিক কার্যকলাপ ও বিভিন্ন প্রকরণের নৈতিক স্খলন, ক্ষমতার অপব্যবহার, কর্তব্যে অবহেলা, ইন্টারনেটের অপব্যবহার (Internet Misuse) ও সাইবার অপরাধ (Cyber Crime), এমনকি প্রতিষ্ঠানের সুনাম হানির মত ব্যত্যয়সূচক আচরণ ও তৎপরতা প্রতিরোধ

এ শাখার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীসমূহ:

আইন ও শৃঙ্খলা শাখা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে এ শাখাকে সক্রিয় রেখেছে।

পিডিবিএফ-এর চলমান মামলা সংক্রান্ত (জুন /২০২৩) তথ্যাদি:

পিডিবিএফ-এর ৩১ মে, ২০২৩ মাস পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা ছিলো ৬০টি। ৩০ জুন, ২০২৩ মাসে ০১টি মামলা তালিকাভুক্ত হয়। **৩০ জুন, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মামলার মোট স্থিতি = ৬১টি।**

আদালতে চলমান মামলার তথ্য:

মামলার ধরন	৩১, মে ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	বর্তমান মাসে দায়েরকৃত মামলা	বর্তমান ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত স্থিতি
কনটেম্পট	০৩	-	-	০৩
রীট পিটিশন	৩০	-	-	৩০
সিভিল রিভিশন	০৩	-	-	০৩
ক্রিমিনাল রিভিশন	০৩			০৩
ফৌজদারী আপীল (অর্থ)	০৪	-	-	০৪

মামলার ধরন	৩১, মে ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	বর্তমান মাসে দায়েরকৃত মামলা	বর্তমান ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত স্থিতি
ফৌজদারী মিস কেস	০১		-	০১
আপীল (সিপিএলএ/সিএমপি) হাইকোর্ট	০৩	-	০১	০৪
ফৌজদারী মামলা (সি,আর মামলা)	০২	-		০২
শ্রম আদালত (১ম, ২য়, ৩য়)	০৩	-	-	০৩
শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল	০১	-	-	০১
জজ কোর্ট মানিস্যুট)	০৬	-	-	০৬
ভূমি আপীল বোর্ড	০১	-	-	০১
সর্বমোট	**৬০**	**-**	**-**	**৬১**

পিডিবিএফ-এর চলমান অভ্যন্তরীণ/বিভাগীয় মামলার তথ্য:

বিভাগীয় মামলার ধরন	৩১ মে, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ,২০২৩ নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	জুন মাসে দায়েরকৃত মামলা	বর্তমান ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার স্থিতি
১	২	৩	৪	৫
অভ্যন্তরীণ/বিভাগীয় মামলা	**৫৩টি**	**০১টি**	**০২টি**	**৫৪টি**

পিডিবিএফ-এর বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাসমূহ পরিচালনা ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিডিবিএফ স্মারক নং: ৪৭.৬৬.০০০০. ০১০.০৪.০৩৭৬.১৭-৭৩২, তারিখ ০৭ মার্চ, ২০২১ ইং মোতাবেক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে জনাব কে এম ইসরাফিল, ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক, প্রশাসন বিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এছাড়া, উক্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সক্রিয় রয়েছেন।

সাধারণ সেবা শাখা:

সাধারণ সেবা শাখা পিডিবিএফ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এ শাখার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়সহ সহায়ক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের সার্বক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে আন্তঃবিভাগীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে গতিশীলতা বজায় রাখা এ অনুশাখার অন্যতম কাজ।

এ শাখার উদ্দেশ্যসমূহ:

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের সেবা কার্যক্রম পরিচারনার জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী সম্পদ ও মালামাল ক্রয়, প্রস্তুত, সরবরাহ ও সংরক্ষণ করা।

ক্রয় ও সহায়ক সেবা শাখার কার্যক্রম:

সাধারণ সেবা শাখা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে এ শাখাকে সক্রিয় রেখেছে।

- মাঠ পর্যায়ের স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের জন্য মুলধনী বাজেটের প্রশাসনিক অনুমোদন;
- প্রধান কার্যালয়ের ভবন রক্ষণাবেক্ষণ ও সুসজ্জিতকরণ;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অফিস ভাড়া অনুমোদন;
- বিভিন্ন প্রকার সাইন বোর্ড, নোটিশ বোর্ড ও ব্যানার তৈরী;
- ডকুমেন্টারী তৈরী ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান;

- প্রদান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রণ সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহ করা; যেমন: ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম, পাশ বই, হিসাব সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম, ক্যাশ বই, দৈনন্দিন আদায়-বিতরণ রেজিষ্টার, ডায়েরী, নোট বুক, ইত্যাদি;
- সকল প্রকার বিল পরিশোধ করা; যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন, মোবাইল, পত্রিকা, ইন্টারনেট, গাড়ী অপারেটিং ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেরামত, সিকিউরিটি, ইত্যাদি;
- কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও অন্যান্য মেরামত;
- টেলিফোন, পিএবিএক্স ও ইন্টারনেট সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত;
- প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে চিঠিপত্র, ডকুমেন্ট আন্তঃআদান প্রদান করা;
- টেলিফোন অপারেটর ও সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ প্রদান;
- ষ্টোর রক্ষণাবেক্ষণ ও মালামাল সরবরাহ করা; এবং
- ভবন পরিস্কার-পরিছন্ন রাখার জন্য ঝাঁড়ুদার/সুইপার এর কার্যক্রম তদারকী।

এ শাখার কার্যক্রমের অগ্রগতি:

- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), প্রধান কার্যালয়ের বর্তমান ভবনটি ০৩ (তিন) বছর মেয়াদ পর্যন্ত পূর্বতন ভাড়ার চাইতে কম ভাড়ায় চুক্তি নবায়ন;
- ঢাকা উপপরিচালকের কার্যালয় প্রধান কার্যালয়ের নীচ তলায় স্থানান্তর;
- জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের উচ্চ ভাড়া হ্রাস করে যৌক্তি পর্যায়ে ভাড়া নির্ধারণপূর্বক অফিস ভাড়া বরাদ্দ প্রদান;
- উপজেলা কার্যালয়গুলো পর্যায়ক্রমে সরকারি স্থাপনায় স্থানান্তর, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি নবায়ন ও অফিস স্থানান্তর বিষয়ে পরিপত্র জারি করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ;
- অকেজো ও বিনষ্ট মালামাল বিক্রয়ের মাধ্যমে ভবন পরিস্কার-পরিছন্ন করা;
- মাঠ পর্যায়ে আসবাবপত্রসহ অন্যান্য ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান;
- ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী কমিটি গঠন;
- বঙ্গবন্ধু কর্ণার ও লাইব্রেরী স্থাপন;
- গাড়ীচালকগণের বসার/বিশ্রামের জন্য কক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- ৩য় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য সাজ পোষাক প্রদান।

আইটি ও ইনোভেশন শাখা:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজে সকল স্তরে বিশেষ করে অনগ্রসর এলাকায় সরকারি সেবা ও সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল সার্ভিসের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং আইসিটি ভিত্তিক শিল্পের বিকাশসহ বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ, আউটসোর্সিং খাতে দেশের সক্ষমতা বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরা, দেশের অর্থনৈতিক সম্ভবনাকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি (কড়হষিবফমব ইধংবফ উপড়হড়সু)-তে রূপান্তরের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০৪১ উপস্থাপন করেছেন। এই রূপকল্পের প্রধান উপজীব্য স্মার্ট বাংলাদেশ আইসিটি, ২০৪১ মহাপরিকল্পনা।

সফটওয়্যার, মানব পুঁজি এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে পিডিবিএফ-আইটি অফিসের আইসিটি অবকাঠামোকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে (উদাহরণস্বরূপ ট্র্যাকিং সিস্টেম, ই-হেল্প ডেস্ক, ডেটা সুরক্ষা এবং সাইবার নিরাপত্তা, ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল স্টোর, ইত্যাদি)। এছাড়াও, ই-নথি, অফিসিয়াল ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টার-অ্যাকশন, ভিডিও কনফারেন্সিং এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতিশীল প্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করে পিডিবিএফ-এর আইটি শাখা প্রতিষ্ঠানের স্মার্ট গভর্নেন্স অর্জন করতে সহায়তা করছে।

মাঠ পরিচালন বিভাগ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-৫/২০২৩-এ পিডিবিএফ-এর সংগঠন ও সরঞ্জাম সন্নিবেশিত হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত সংগঠন ও সরঞ্জাম অনুযায়ী পরিচালক, মাঠ পরিচালন-এর তত্ত্বাধানে ক্ষুদ্র ঋণ ও কৃষি ঋণ এবং সঞ্চয় কর্মসূচি; ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তা ঋণ এবং সঞ্চয় কর্মসূচি; কোভিড ঋণ ও সঞ্চয় কর্মসূচি এবং পিডিবিএফ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রত্যেক কর্মসূচির জন্য একজন যুগ্মপরিচালক কর্মসূচি প্রধান হিসেবে এবং প্রতিটি অঞ্চলে একজন উপপরিচালক আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

পিডিবিএফ পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন ও সক্ষম করে তোলা, উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সুফলভোগীদের বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পের আঙ্গিকে পুঁজি গঠন এবং ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সুবিধা বলয়ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সমতা বিধানে এ প্রতিষ্ঠানের নারী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। পিডিবিএফ ২০০০ সালে ১৭ জেলার ১৩৯ উপজেলায় ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ২.৯৩ লক্ষ সুফলভোগী সদস্য নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে দেশব্যাপী ৫৫টি জেলার ৩৫৭টি উপজেলায় ৪০৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ৩২.৪৮ লক্ষ সুফলভোগীকে পরিসেবা প্রদান করে। সারা দেশে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্মকর্মসস্থান সৃষ্টির জন্য পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ" প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ১৩৫টি উপজেলায় পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম বিস্তৃত করা হবে। উল্লেখ্য, পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ঋণের ৯৭ শতাংশই নারী সুফলভোগী।

পিডিবিএফ-এর মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের ঋণ সহায়তা, বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্প বাস্তবায়ন ঋণ আদায় ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ মূলত মাঠ পরিচালন বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই বিভাগ তৃণমূল পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

মাঠ পরিচালন বিভাগের লক্ষ্য ও কর্মকৌশল:

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য পল্লী এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং নারী-পুরুষের সমতা বিকাশ সাধন করা। এ লক্ষ্যকে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করার জন্য মাঠ পরিচালন বিভাগ নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

- পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা;
- সাপ্তাহিক ও মাসভিত্তিক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নব সম্পদ সৃজনে সহায়তা করা;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- সংগঠিত জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বের বিকাশ ঘটিয়ে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা;
- সুফলভোগীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করা;
- আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ঋণ সহায়তা প্রদান করা;
- উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা ও নারী-উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা; এবং

- ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সদস্যদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।

মাঠ পরিচালন বিভাগের কার্যক্রম:

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম গ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর করার জন্য দেশের ৫৫টি জেলার ৩৫৭ উপজেলায় ৪০৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই বিভাগের সুনির্দিষ্ট কার্যসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- সঞ্চয়ের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যদের পুঁজি গঠন ও নবসম্পদ সৃজন:

১) সাধারণ সঞ্চয় স্কীম	২) সোনালী সঞ্চয় স্কীম	৩) মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম
৪) লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীম	৫) নবজাতক সঞ্চয় স্কীম	৬) নিরাপত্তা সঞ্চয় স্কীম
৭) কোভিড সাধারণ লক্ষ স্কীম	৮) নবসম্পদ লক্ষ স্কীম	৯) সুরক্ষা লক্ষ স্কীম

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারণ ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন:

১) ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি	২) নারী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি
৩) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি	৪) কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি-১ম পর্যায়
৫) কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়	৬) কৃষি জীবিকায়ন ঋণ কর্মসূচি

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিনির্মাণ:

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দল ও সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্রমপুঞ্জিত ৫০,৪৫৩টি সমিতির মাধ্যমে ৩০.২৫ লক্ষ সুফলভোগী পরিবারকে পরিসেবার আওতায় এনেছে। এছাড়াও, পিডিবিএফ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, নারী উদ্যোক্তা ঋণ, কোভিড প্রণোদনা ঋণ ও কৃষি জীবিকায়ন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৩২.৪৮ লক্ষাধিক পরিবারের প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠী পিডিবিএফ-এর পরিসেবা ভোগ করে।

সমিতির সাপ্তাহিক সভা

পিডিবিএফ-এর দিনাজপুর সদর উপজেলা কার্যালয়ের মাসিমপুর সরকারপাড়া সহিমলা সমিতির উদ্বুদ্ধকরণ সভা

নবসম্পদ সৃজনের লক্ষ্যে গৃহীত সঞ্চয় পরিকল্পসমূহ বাস্তবায়ন:

সুফলভোগীদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা, পুঁজি গঠনের জন্য পিডিবিএফ-এর কয়েক ধরনের সঞ্চয় কার্যক্রম চালু রয়েছে। যেমন- সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয় স্কীম (এসএসএস), মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম (এফডিএস), লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীম (এলএসএস), নিরাপত্তা সঞ্চয় স্কীম (এনএসএস), নবজাতক সঞ্চয় স্কীম (এনবিএসএস), নবসম্পদ সৃজন ও সদস্য সুরক্ষা সঞ্চয়। সুফলভোগী সদস্যরা এই সকল সঞ্চয় জমার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ পুঁজি গঠন করে ঘরবাড়ি নির্মাণ, ছেলে মেয়ের বিবাহ, লেখাপড়ার খরচ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি করে থাকে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত পিডিবিএফ এ সুফলভোগীদের সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৪৩২.৬৮ কোটি টাকা।

পিডিবিএফ-এর ঋণ কর্মসূচি:

পিডিবিএফ দেশে দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, সদস্যদের নবসম্পদ সৃজনে পুঁজি গঠন এবং তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। পিডিবিএফ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, নারী উদ্যোক্তা ঋণ, কোভিড প্রণোদনা ঋণ ও কৃষি জীবিকায়ন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৩২.৪৮ লক্ষাধিক সুফলভোগীকে পিডিবিএফ-এর বিভিন্ন পরিসেবায় আওতায় নিয়ে আসে এবং এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রমপুঞ্জিত ২২,৪৯৯.০৮ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে।

নবজীবিকা অন্বেষণে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান:

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ঐতিহ্যের অনুবর্তনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৯৯৯ সনে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ প্রতিষ্ঠান পল্লীর দরিদ্র্য সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও ক্ষুদ্র ঋণ পরিসেবা অব্যাহত রেখেছে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিসেবাভুক্ত ১১,৩৬,৭৬৯ জন সুফলভোগীর মধ্যে ৩,১৫,৬৬২ জন সুফলভোগীকে ১০৫৭.৭১ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৩০.২৫ লক্ষের অধিক সুফলভোগীকে এই পরিসেবার আওতায় এনেছে এবং এই সকল সুফলভোগীদের ক্রমপুঞ্জিত ১৫,২৩৫.৭৬ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার ক্রমপুঞ্জিত আদায় হার ৯৯%। **উল্লেখ্য, এই পরিসেবা গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় ৯৭ শতাংশ নারী।**

নারী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি:

নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা বিধান পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ম্যান্ডেট প্রাপ্ত পিডিবিএফ নারী সুফলভোগী সদস্যদের বহুমাত্রিক আয় উৎসারী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা বিধান পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ম্যান্ডেট প্রাপ্ত পিডিবিএফ নারী সুফলভোগী সদস্যদের বহুমাত্রিক আয় উৎসারী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নবজীবিকা সৃজনে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের বিকশিত নারী উদ্যোক্তাদেরকে "নারী উদ্যোক্তা ঋণ" পরিসেবা প্রদান করে থাকে। পিডিবিএফ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নারী উদ্যোক্তা ঋণের পরিসেবা শুরু করে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিসেবাভুক্ত ৬২,৭২০ জন সুফলভোগীর মধ্যে ৪০,৭৪৫ জন সুফলভোগীকে ৩৮০.৯৯ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৮৭,৭৮১ জন নারী উদ্যোক্তাকে পিডিবিএফ-এর পরিসেবার আওতায় এনেছে এবং ক্রমপুঞ্জিত ১,২১৭.৪৩ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে।

কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়:

বর্তমানে গ্রামীণ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পকে প্রসারণের লক্ষ্যে কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণের আদায়কৃত কিস্তির সমুদয় অর্থ (সেবামূল্য + আসল), সুফলভোগী সদস্যদের জমাকৃত সকল প্রকার সঞ্চয়ের অর্থ এবং এই কর্মসূচির হিসাবে রক্ষিত বিনিয়োগ হতে অর্জিত লভ্যাংশ পুনঃবিতরণকল্পে "কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়" শীর্ষক ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর ৯০তম সভায় এই ঋণ কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। "কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়" বাস্তবায়নের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০৪তম জন্মতিথি উদযাপনের প্রাক-ক্ষণে বিগত ১৪ মার্চ, ২০২৩ তারিখ পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ ঋণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিসেবাভুক্ত ১৩,৭৮১ জন সুফলভোগীর মধ্যে ১,৬৮৪ জন সুফলভোগীকে ৩৪.০৮ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১৬,১৭৫ জন সুফলভোগীকে পিডিবিএফ-এর পরিসেবার আওতায় এনেছে এবং ক্রমপুঞ্জিত ৩২৭.৩০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে।

কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি-১ম পর্যায়:

গত ১৭ জুন ২০২১ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর তত্ত্বাবধানে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পিডিবিএফ-এর অনুকুলে বরাদ্দকৃত ঋণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পিডিবিএফ অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ১০০ কোটি টাকা করে ৩ ধাপে মোট ৩০০ কোটি টাকা তহবিল প্রাপ্ত হয়। পিডিবএফ কোভিড-এর অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ৩০০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ সুসম্পন্ন করেছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ পরিসেবা:

স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করতে পারছেন না, তাদেরকে চলতি মূলধন আকারে এই ঋণ পরিসেবা প্রদান করা হয়। এই ঋণ ৫০,০০০/- টাকা থেকে ১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিসেবাভুক্ত ৪৪,৫১০ জন সুফলভোগীর মধ্যে ২৫,৮৯৭ জন সুফলভোগীকে ৫৬৪.৭২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১১৮,৫৫০ জন উদ্যোক্তাকে পিডিবিএফ-এর পরিসেবার আওতায় এনেছে এবং ক্রমপুঞ্জিত ৫,৭১৭.৮২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে।

কৃষি

জীবিকায়ন ও কোভিড প্রণোদনা ঋণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান

বিগত ১৭ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ পিডিবিএফ-এর "কৃষি জীবিকায়ন ঋণ কর্মসূচি" এবং "কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়"-এর ঋণের চেক বিতরণ করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পিরোজপুর-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী, এম.পি।

কৃষি জীবিকায়ন ঋণ কর্মসূচি:

পিডিবিএফ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১-এর ক্রমধারায় গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্য ও পরিকল্পনার অনুবর্তণে চলমান টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আঙ্গিকে দেশের কৃষি অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং কৃষিজীবী গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন চক্রে অর্থ প্রবাহের সুবিধা বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জুন মাস থেকে পিডিবিএফ "কৃষি জীবিকায়ন ঋণ কর্মসূচি" প্রবর্তন করেছে। পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর ৯০তম সভায় এই ঋণ কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এই ঋণ কার্যক্রম দুর্যোগ মোকাবিলা ও অভিঘাতসহনশীল আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন পরিবেশ বান্ধব কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

অর্থ বিভাগ

অর্থ বিভাগ অর্থ ও হিসাব দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় সকল কার্যালয়ের হিসাব একীভূত ও মনিটরিং, বাজেট প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা, প্রধান কার্যালয়ের প্রাপ্তি-প্রদান ও আয়-ব্যয় হিসাব এবং কর্মীদের ভবিষ্য ও আনুতোষিক তহবিল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে। একই সাথে বহিঃনিরীক্ষা ও সরকারি নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় করে থাকে। এ বিভাগ প্রতি বছর Bottom-up পদ্ধতিতে বাজেট ও খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। তহবিলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রধান কার্যালয় হতে উপজেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাথে তহবিল আদান-প্রদান এবং হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী সহজীকরণের জন্য সকল কার্যালয়ের বেতন-ভাতার প্রাথমিক বিবরণী প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়।

আর্থিক নীতিমালার আলোকে হিসাব নির্দেশিকা প্রণয়ন, সকল কার্যালয়ের হিসাবের ভুলত্রুটি উদঘাটন, নিরসন ও হিসাবসমূহ একত্রীকরণ, ও বহিঃনিরীক্ষা সমন্বয় ও অডিট প্রতিবেদনের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হিসাব কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা। উল্লেখ্য, পিডিবিএফ আইটি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জিএল প্যাকেজ হিসাব কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রত্যেক মাসে ব্যাংক বিবরণী ও ক্যাশবুক রিকন্সিলিয়েশন করে হিসাব কাজের সঠিকতা নিশ্চিত করা হয়।

সিএ ফার্ম ও সরকারি অডিট দলের কার্যক্রম সমন্বয় এবং অডিট প্রতিবেদনে উল্লিখিত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ হিসাব বিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সৌজন্য স্বাক্ষাৎ

বিগত ২০ জুন ২০২৩ তারিখ পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার-এর সাথে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নিরঞ্জন চন্দ্র দেবনাথ সৌজন্য স্বাক্ষাৎ

পিডিবিএফ-এর আর্থিক চিত্র ও অন্যান্য বিষয়াবলী:

			(কোটি টাকায়)	
বিবরণ	**পিডিবিএফ-এর শুরুতে**	**জুন, ২০২২ স্থিতি**	**জুন, ২০২৩ স্থিতি**	**মন্তব্য**
সিড ক্যাপিটাল	৭০.৫৩	২৩৫.১৯	২৩৫.১৯	তহবিল
সদস্য সঞ্চয় আমানত	৩৮.৫৬	১,৩৫৬.৯০	১৪৩২.৬৮	
উৎস ও ব্যাংক থেকে ঋণ	১.৬৩	৬.৫০	-	
বিভিন্ন তহবিল ও প্রদেয়	২৬.১৩	২৫৪.৩৭	২৯১.৭৪	
ক্যাশ ও ব্যাংক	৩০.৮৭	৭৭.১৬	৫৬.১৯	সম্পদ

				(কোটি টাকায়)
বিবরণ	**পিডিবিএফ-এর শুরুতে**	**জুন, ২০২২ স্থিতি**	**জুন, ২০২৩ স্থিতি**	**মন্তব্য**
মাঠে পাওনা ঋণ (আসল)	৬৪.৫৩	১,৪৫৯.০৪	১৫৪২.১০	
প্ল্যান্ট, ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি	০.৬৩	৩৬.৬৩	৩৭.৯৮	
স্থায়ী আমানত	৫১.১০	২৪১.৮৪	৪১৯.৩১	

পিডিবিএফ-এর নিজস্ব অর্থের স্থিতি: (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)

	তহবিলের উৎস	**টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)**	**হার (%)**
০১	প্রতিষ্ঠাকালীন প্রাপ্ত মূলধন	৭০.৫৩	৩.৫৮ %
০২	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত মূলধন	১৬৪.৬৬	৮.৩৭ %
০৩	কোভিড প্রণোদনা হতে প্রাপ্ত মূলধন	৩০০.০০	১৫.২৫ %
০৪	সদস্যদের নিকট হতে আহরিত সঞ্চয়	১,৪৩২.৬৮	৭২.৮০ %
	মোট	**১,৯৬৭.৮৭**	**১০০ %**
	তহবিল স্থিতি		
০১	ব্যাংক ও নগদ স্থিতি	৫৬.১৯	২.৫১ %
০২	প্লান্ট, ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি	৩৬.৬৩	১.৬৩ %
০৩	মেয়াদী আমানত	৪১৯.৩১	১৮.৭৩%
০৪	মাঠে বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি (সেবামূল্যসহ)	১,৭২৭.১৬	৭৭.১৩%
	মোট	**২,২৩৯.২৯**	**১০০ %**

পরিকল্পনা বিভাগ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নিবিড় তত্ত্বধানে পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। পল্লীর বিত্তহীন, অসহায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে পিডিবিএফ-এর ম্যান্ডেট বাস্তবায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০২১ এর আবহে পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের সোপানে উত্তরণ ও রূপকল্প ২০৪১ অভিমুখী গতিধারায় সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পনা বিভাগ ভূমিকা পালন করছে।

পরিকল্পনা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

প্রবিধানমালা-নীতি প্রণয়ন:

- পিডিবিএফ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ৪/২০২১-এর গেজেট প্রকাশ;
- পিডিবিএফ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ৫/২০২২-এর খসড়া প্রণয়ন;
- প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত আদেশ জারীকরণ;
- পিডিবিএফ কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ পরিচালন নীতিমালা-২০২১ প্রণয়নে সহায়তাকরণ ও পিডিবিএফ বোর্ড অব গর্ভর্নর্স-এর ৮৪তম সভায় অনুমোদন গ্রহণ;
- প্রকল্পের ঋণ পরিচালন নীতিমালা প্রণয়ন;
- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) নীতিমালা প্রণয়ন, ইত্যাদি।

পিডিবিএফ বোর্ড অব গর্ভর্নর্স সভার আয়োজন ও সার্বিক সহায়তা প্রদান:

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সরাসরি তত্বাবধানে পরিচালনা পর্ষদের সভা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে নথি পত্র সংরক্ষণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গর্ভর্নর্স সভার সম্ভাব্য আলোচ্যসূচি (অমবহফধ রঃবসং) সম্পর্কিত স্মারকলিপি (ইড়ধৎফ সবসড়) সহযোগে বোর্ড সভার কর্মপত্র (ডড়ৎশরহম ঢ়ধঢ়বৎ) গ্রন্থাগারে সংকলন;
- সকল স্মারকলিপি আনুষঙ্গিক কাগজপত্র/ প্রমাণকসহ গ্রন্থাকারে সংকলিত করা এবং সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রস্তুতকরণ;
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গর্ভর্নর্স-এর ৮৫, ৮৬ ও ৮৭তম সভা অনুষ্ঠান এবং কার্যবিবরণী সংকলন ও অনুমোদন গ্রহণ; এবং
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গর্ভর্নর্স-এর ১ থেকে ৮৪তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের সংকলন, ইত্যাদি।

সরকারের উন্নয়ন অভিযাত্রায় সহযাত্রী: প্রকল্প বাস্তবায়ন

পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিল	সময়কাল
০১	আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫১৫৮.৭৯	এডিপি	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২৩
০২	গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমণ হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প।	৫০০.০০	বিসিসিটি	অক্টোবর ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২৩
০৩	‘‘জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প।	২৫০.০০	বিসিসিটি	জুলাই ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২৩
০৪	“গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।	১০০.০০	বিসিসিটি	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৩
০৫	“গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।	২০০.০০	বিসিসিটি	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৩

পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন তথ্য
০১	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প।	প্রকল্পটি মোট ৩৩৪.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়ন হয়। প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন তথ্য
০২	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	প্রকল্পটি মোট ৩৩৪.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়ন হয়। প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ।
০৩	প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ (প্রথম সংশোধিত) প্রকল্প।	প্রকল্পটি মোট ৭০০৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৪৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯০.৯১%।
০৪	হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পটি মোট ৩৯৬৭.৪৬ লক্ষ (জিওবি: ৩৪০৭.৪৬; পিডিবিএফ নিজস্ব: ৫৬০.০০) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ৫৫.৩৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৮.১৪%।
০৫	বাংলাদেশের বিদ্যুৎবিহীন প্রত্যন্ত এবং চর এলাকায় সৌর শক্তির উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পটি ৩৩০৮.৪২ লক্ষ (জিওবি: ২৬৭৩.২৮; সুফলভোগী কন্ট্রিবিউশন: ৬৩৫.১৪) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.০১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮১.২২%।
০৬	বাংলাদেশের জলবায়ু দুর্গত এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প।	প্রকল্পটি ১৯৫০.২৯ লক্ষ (বিসিসিটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়।
০৭	ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সোলার সিস্টেম স্থাপন প্রকল্প।	প্রকল্পটি ২৪৯৫.২০ লক্ষ (বিসিসিটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়।
০৮	জলবায়ু দুর্গত এলাকায় সোলারের মাধ্যমে পানি বিলবনীকরণ/ বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প।	প্রকল্পটি ১০০০.০০ লক্ষ (বিসিসিটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়।
০৯	সিলেট সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন শহরতলী ও সদর উপজেলাধীন বিভিন্ন গুরুরুত্বপূর্ণ সড়ক, গ্রোথ সেন্টার, গ্রামীণ মার্কেট এবং ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে Solar Street Light স্থাপন কর্মসূচি।	প্রকল্পটি মোট ৮২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মে, ২০১৬- জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়।
১০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের প্রাক্তন ছিটমহল এলাকায় সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পটি মোট ৩০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭-মার্চ, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.০৩% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
১১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	প্রকল্পটি মোট ৪০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন তথ্য
	মোকাবেলার জন্য চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও রাস্তাসমূহে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প।	ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় মোট ৫১৭টি সৌর বিদ্যুতয়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৫২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
১২	‘‘জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকবেলার জন্য কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পটি মোট ৯৯.৮৭১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৪৫% এবং মোট প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

পিডিবিএফ কর্তৃক প্রস্তাবিত সম্ভাব্য নতুন প্রকল্প:

০১) **প্রকল্পের নাম** : “দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প।

মেয়াদ : জুলাই-২০২৩ থেকে জুন-২০২৬

প্রাক্কলিত ব্যায় : মোট ৫৩৮৮৪.৬৪ (জিওবি অনুদান: ৪০৪১৩.৪৮; পিডিবিএফ নিজস্ব: ১৩৪৭১.১৬)

বর্তমান অবস্থা : প্রস্তাবিত প্রকল্পটি মোট ৫৩৮৮৪.৬৪ (জিওবি অনুদান: ৪০৪১৩.৪৮; পিডিবিএফ নিজস্ব: ১৩৪৭১.১৬) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১১/০৮/২০২১খ্রি. তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩য় পক্ষের মাধ্যমে Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়েছে। গত ২২ মার্চ, ২০২২ তারিখে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মোট ব্যয়ের ৭৫% জিওবি অনুদান এবং ২৫% পিডিবিএফ-এর নিজস্ব অনুদান হিসেবে জিওবি অংশের ৪০৪১৩.৪৮ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্র পাওয়া গেছে।

পিইসি সভার সকল সিদ্ধান্ত/সুপারিশ প্রতিপালনপূর্বক পুনর্গঠিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি)-টি সদয় অনুমোদনকল্পে আগস্ট, ২০২২ মাসে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে পুনরায় অর্থ বিভাগের হালনাগাদ মতামত/সম্মতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। অর্থ বিভাগ হতে সম্মতি পাওয়া গেলে দ্রুত একনেক সভায় উপস্থাপিত হবে।

০২) **প্রকল্পের নাম** : **ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবার উন্নয়ন প্রকল্প।**

মেয়াদ : জুলাই-২০২৩ থেকে জুন-২০২৬

প্রাক্কলিত ব্যায় : প্রকল্পটি প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৭৪২৬৬.৭৪ লক্ষ টাকা

বর্তমান অবস্থা : প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনবল অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত অবজারভেশনের প্রেক্ষিতে ডিপিপিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণিত প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে গত ৩১ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। যৌক্তিকতাসহকারে সম্মতি গ্রহণের জন্য পুনরায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।

০৩) **প্রকল্পের নাম** : **কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প।**
মেয়াদ : জুলাই, ২০২৩ থেকে ৩০ জুন, ২০২৬
প্রাক্কলিত ব্যায় : প্রকল্পটি প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৩৬৮৬১.৫০ লক্ষ টাকা
বর্তমান অবস্থা : ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে, দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

০৪) **প্রকল্পের নাম** : **পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (Strengthening of the PDBF Activities)**
মেয়াদ : জুলাই, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৬
প্রাক্কলিত ব্যায় : প্রকল্পটি প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৫৪৪৫৭.৮২ লক্ষ টাকা
বর্তমান অবস্থা : ডিপিপি প্রণয়ণের কাজ চলমান, যা সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

০৫) **প্রকল্পের নাম** : **পিডিবিএফ সুফলভোগী সদস্যদের আয়-উৎসারী ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান শীর্ষক প্রকল্প**
মেয়াদ : জুলাই, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৬
প্রাক্কলিত ব্যায় : প্রকল্পটি প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা
বর্তমান অবস্থা : ডিপিপি প্রণয়ণের কাজ চলমান, যা সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

০৬) **প্রকল্পের নাম** : **সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প**
মেয়াদ : জুলাই, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৬
প্রাক্কলিত ব্যায় : প্রকল্পটি প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৩২০০০.০০ লক্ষ টাকা
বর্তমান অবস্থা : ডিপিপি প্রণয়ণের কাজ চলমান, যা সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন:

ক্রম	প্রকল্প/ কর্মসূচি	সোলার হোম সিস্টেম	সড়কবাতি
১	পিডিবিএফ সৌরশক্তি কর্মসূচি	৪৩,৬০০	-
২	টিআর/কাবিটা কর্মসূচি	৬,৪৫৩	১,৮৮৯
৩	বাংলাদেশের বিদ্যুৎবিহীন ও চর এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প	১০,১৮৫	-
৪	ইউনিয়ন তথ্য-সেবা কেন্দ্রের সোলার সিস্টেম স্থাপন প্রকল্প	৩,২০৮	-
৫	অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প	৭৫০	৮,৮৬৪
	মোট	**৬৪,১৯৬**	**১০,৭৫৩**

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

মাঠ সমীক্ষা ও সারথি প্রকল্পসহ বিভিন্নমুখী কার্যক্রম সূচনার লক্ষ্যে বিগত ২০২০ সাল হতে পিডিবিএফ-এ “গবেষণা ও উন্নয়ন” নামে একটি নতুন বিভাগ সংযোজিত হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ আয়োজনা করা এবং প্রতিষ্ঠানের সুফলভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন এবং তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে এবং সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ এ বিভাগের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়ার্কশপ এবং সভা-সেমিনার আয়োজন করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ ।

বিগত ২৩ বছরে পিডিবিএফ ৫.৭৩ লক্ষ উপকারভোগীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

প্রশিক্ষণ তথ্য-সারণি

ক্রম	প্রশিক্ষণের ধরণ	ক্রমপুঞ্জিত
০১	নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন	৪,৪,৩২৮৩
০২	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১,২৯,৯৩৯
০৩	প্যারাটেক প্রশিক্ষণ	৩০০
০৪	আইসিটি প্রশিক্ষণ	৬৭৫
০৫	কর্মী প্রশিক্ষণ	৬৭,০৭৯
মোট		**৬,৪১,২৭৬**

প্রায়োগিক গবেষণা: নবতর উদ্যোগ

- পিডিবিএফ সম্প্রতি "গবেষণা ও উন্নয়ন" নামে একটি নতুন বিভাগ গঠনের মাধ্যমে মাঠ সমীক্ষা ও সারথি প্রকল্পসহ বিভিন্নমুখী কার্যক্রম সূচনার উদ্যোগ নিয়েছে; এবং

- পিডিবিএফ গত ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০২১ সময়কালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এ সাথে যৌথভাবে "বিপন্ন হাওর: উন্নয়ন অন্বেষা" শীর্ষক একটি সরেজমিন গবেষণা পরিচালনা করে।

পিডিবিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার-এর নেতৃত্বে বার্ড ও পিডিবিএফ-এর গবেষণা দল কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় সমীক্ষা পরিচালনা করে এ গবেষণার ফলাফল অতি দ্রুত প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

গবেষণার প্রক্ষেপণ:

- পিডিবিএফ-এ গবেষণার ফলাফলের নিরিখে দারিদ্র্যের মানচিত্র (Poverty Mapping)) এবং দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও পর্যায় নিরূপণের (Poverty Tracking) মাধ্যমে বিশেষ ভৌগলিক এলাকা হিসেবে হাওর অঞ্চলে বিরাজমান ভিন্নতর আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করবে; এবং

- আগামীতে পিডিবিএফ বরেন্দ্র, চলনবিল, চরাঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চলের জন্য স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণে ও সম্পৃক্তির মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করে এলাকাভিত্তিক বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

একনজরে পিডিবিএফ

ক্রম		*বিষয়*	*একক*	*২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি*	*শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন*
১	**প্রশাসনিক জেলা ও কার্যালয়**				
	১.১	প্রশাসনিক বিভাগ	সংখ্যা	০৮	০৮
	১.২	প্রশাসনিক জেলা	”	৫৫	৫৫
	১.৩	আঞ্চলিক কার্যালয়	”	২৭	২৭
	১.৪	প্রশাসনিক উপজেলা	”	৩৫৭	৩৫৭
	১.৫	উপজেলা/থানা/ইউনিয়ন	”	৪০৩	৪০৩

ক্রম	*বিষয়*	*একক*	*২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি*	*শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন*
	কার্যালয়			
২	সমিতি সংখ্যা	”	৩১,৭৪২	৫০,৪৫৩
৩	সুফলভোগী	”	১৩,০১,৮৪৭	৩২,৪৭,৭৩৩
৪	ঋণ বিতরণ/সহায়তার পরিমাণ	কোটি টাকা	২,০৩৮.২৭	২২,৪৯৯.০৮
৫	ঋণ আদায়ের পরিমাণ	কোটি টাকা	২,৪৫৮.১১	২২,৭৩১.৩৯
৬	সুফলভোগীদের নিজস্ব পুঁজি গঠন	কোটি টাকা	১,৪৩২.৬৮	১,৪৩২.৬৮
৭	সুফলভোগীদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন এবং আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান	msL¨ v	১২,৯৬৫	৫,৭৩,২২২
৮	সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন	সংখ্যা	-	৬৪,১৯৬
৯	সৌরবিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন	সংখ্যা	৪,২৬৩	১০,৭৫৩
১০	পিডিবিএফ-এর স্বয়ম্ভরতার হার	%	১১৪	-

কৌশলগত পরিকল্পনা অনুশীলন (Strategic Plan Exercise)

পিডিবিএফ-এর সমক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভবনা ও শংকা (A SWOT Analysis of PDBF)

সামর্থ্য (Strengths):

- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, সংবিধিবদ্ধ, স্ব-শাসিত, মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিডিবিএফ-এর প্রতি জনগণের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা;
- পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রকল্পকালীন অভিজ্ঞতাসহ দীর্ঘ তিন দশকের অধিককালের ঐতিহ্য এবং দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং ক্রান্তিকালে সেবা প্রদানে সক্ষম কর্মোদ্দীপ্ত জনবল;
- সেবামূল্য হতে উপার্জিত অর্থে, কোন বহিঃসহায়তা ছাড়াই প্রতিষ্ঠানটি ২২ বছর যাবৎ পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করছে;
- সরকারি ও বহিঃসহায়তায় গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা; এবং
- মূলধারার কার্যক্রমের সমান্তরালে পল্লীর দুস্থ জনগণের গৃহ অঙ্গন ও জনপদ আলোকিতকরণে সহায়ক কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা, বিশেষতঃ নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় ভূমিকা পালন করছে।

দুর্বলতা (Weaknesses):

- সূচনালগ্ন হতে অপ্রতুল তহবিল নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে আসছে;
- প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়সহ প্রায় সকল কার্যালয় ভাড়াকৃত ভবন হতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি বা স্থায়ী অবকাঠামো বলতে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই;

- আয়স্তরের সর্বনিম্ন পর্যায়ের সুফলভোগীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে। ব্যাপক পরিভোগ চাহিদার কারণে তাঁদের পক্ষে ঋণ পরিশোধ দুরূহ, ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রবল খেলাপী ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হয়;
- বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্তেiও এ ফাউন্ডেশন পরিচালনা ব্যয় বা তদ্রCপ কোন আর্থিক সমর্থন পায় না;
- কোভিডকালীন সময়ে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আর্থিক সমর্থন পেলেও বিত্তহীনদের এ প্রতিষ্ঠানটি কোভিড প্রণোদনা ঋণ তহবিল ব্যতীত অন্য কোন আর্থিক সহায়তা পায়নি;
- তহবিলের অভাবে প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহ্যবাহী বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ¤্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে;
- প্রতিষ্ঠানটি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন; বিশেষ করে মেধাবী পেশাজীবীদের আকৃষ্ট করা এবং প্রার্থীদের যথাসময়ে পদোন্নতি দিয়ে নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সমস্যা দৃশ্যমান;
- পিডিবিএফ আইন ১৯৯৯-এর বিধানাবলীতে কর্মচারীদের পেনশনসহ চাকুরির বিভিন্ন সুবিধার উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তা নিশ্চিত না করায় কর্মীদের মধ্যে প্রবল হতাশা ও আশংকা বিরাজ করছে; এবং
- পিডিবিএফ আইন ১৯৯৯-এর আলোকে সদ্য প্রবর্তিত কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ৪/২০২১-এর প্রাসঙ্গিক সংস্কার প্রয়োজন।

সম্ভবনা (Opportunities):

- প্রস্তাবিত পিডিবিএফ-এর সম্প্রসারণ প্রকল্প গৃহীত হলে অবশিষ্ট ৯টি জেলা ও ১৩৫টি উপজেলা সহযোগে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় পিডিবিএফ-এর পল্লী পরিসেবা বিস্তৃত হবে এবং প্রতিষ্ঠানটি দারিদ্র্য বিমোচনে দেশব্যাপী কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে;
- পিডিবিএফ-কে অটোমেশনের আওতায় আনা হলে উন্নততর প্রযুক্তিগত সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;
- সদস্যদের সঞ্চয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আপত অভাবিত বীমা ও পুনঃবীমা প্রবর্তন করা হলে তা তহবিল ব্যবস্থাপনায় সহায়ক হবে;
- পিডিবিএফ-এর বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পল্লী বিপণী সৃজন ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন কৌশল বা ই-কমার্সের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পণ্য/সেবা বিপণনের সুযোগ প্রসারিত করা যেতে পারে;
- কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচির মত নবতর কর্মসূচির মাধ্যমে অণুশিল্প-নির্ভর দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম প্রসারণ করা যেতে পারে;
- পল্লীর দারিদ্র্য বিমোচনে পিডিবিএফ সরকারের অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমন্বয়সূচক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং দারিদ্র্যের মানচিত্র রচনা ও দারিদ্র্য নিরূপণে কার্যকর অবদান রাখতে পারে; এবং
- কোভিড পরিস্থিতির সাম্প্রতিক প্রশমনদৃষ্টে নববিনিয়োগ কার্যক্রমের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পূর্ণাঙ্গ জনবল বিন্যাস সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানের পরিসেবার ক্ষেত্র প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

শংকা (Threats):

- পল্লীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সুদুরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে, কিন্তু তাঁদের জীবন ও জীবিকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়সহ যেকোন অভিঘাত এ কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে;
- ঋণ পরিচালন ও সঞ্চয় আহরণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসাধু তৎপরতা কেবল কর্মসূচি নয়, প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে তুলতে পারে;
- বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে সেবামূল্য আহরণ ক্ষতিগ্রস্থ হলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিজস্ব আয় দ্বারা ব্যয় সংকুলান করা দুঃসাধ্য প্রতিপন্ন হতে পারে;

- পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমে সরকারি বরাদ্দ বা সীড ক্যাপিটাল-এর সমর্থন ব্যতীত সেবামূল্যের হার 'এক অঙ্কে' নির্ধারণ করা হলে প্রতিষ্ঠানের আর্থক ভিত্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে; এবং
- প্রতিষ্ঠানের কর্মভারহীন জনবল পুনর্বিন্যাস করা না হলে বিনাশ্রমে পারিশ্রমিক প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভিত্তি যেমন ভেঙ্গে পড়বে, তেমনি প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলাও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

পিডিবিএফ-এর ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল:

- পিডিবিএফ-এর প্রস্তাবিত সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় পল্লী পরিসেবা বিস্তৃত করবে এবং প্রতিষ্ঠানটি দারিদ্র্য বিমোচনে প্রথিকৃতের ভূমিকা পালন করবে;
- পিডিবিএফ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সিড ক্যাপিটাল এবং প্রকল্পের আওতায় তহবিল স্বরূপ অতিরিক্ত অর্থের বরাদ্দের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে;
- পিডিবিএফ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলবে;
- পিডিবিএফ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সহায়তা ও নিজস্ব উদ্যোগে অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সর্বোত্তম সেবা সুনিশ্চিত করবে;
- হতদরিদ্র সুফলভোগীরা যাতে আপদকালিন পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ঋণের অর্থ পরিভোগে (Consumption) ব্যবহার না করে সে জন্য পিডিবিএফ সরকারের নিকট থেকে অনুদান গ্রহণ ও বিতরণের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি প্রস্তাব করবে;
- পিডিবিএফ বিশেষ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;
- পিডিবিএফ ঋণের সুরক্ষার স্বার্থে বীমা ও পুনঃবীমার সুবিধা আহরণ এবং সর্বোত্তম তদারকি নিশ্চিত করবে;
- পিডিবিএফ নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পল্লী বিপণী সৃজন ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন কৌশল বা ই-কমার্সের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পণ্য/সেবা বিপণনের সুযোগ প্রসারিত করবে;
- কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচির মত নবতর কর্মসূচির মাধ্যমে অণুশিল্প ও নবসম্পদ-নির্ভর দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম প্রসারণ করবে;
- পিডিবিএফ মেধাবী পেশাজীবীদের আকৃষ্ট করা এবং প্রার্থীদের যথাসময়ে পদোন্নতি দিয়ে নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্র তৈরী করবে এবং প্রতিষ্ঠানটির জন্য একটি সুবিন্যস্ত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করবে;
- পিডিবিএফ আইন ১৯৯৯-এর বিধানাবলীর অনুসরণে কর্মচারীদের পেনশনসহ চাকুরির বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রবিধান প্রণয়নসহ অর্থ সংস্থানের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
- পিডিবিএফ প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার রক্ষায় বিদ্যমান বিধানাবলী অনুসরণ এবং যথাযথ আঙ্গিকে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করবে;
- পিডিবিএফ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় পল্লীর দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমন্বয়সূচক ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং দারিদ্র্যের মানচিত্র (Poverty Maping) রচনা ও দারিদ্র্য নিরূপণে (Poverty Tracking) কার্যকর অবদান রাখবে।

পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতি

পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের বঙ্গবন্ধু অঙ্গন, স্মৃতি গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ-এ স্থাপিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর দূর্লভ ছবি

পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু অঙ্গান, স্মৃতি গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ

৯ জুলাই ২০০০ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তৎকালীন সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণ করেন। শুভ উদ্বোধন ঘোষণা শেষে তিনি ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পিডিবিএফ-এর স্টল পরিদর্শন করছেন।

৯ জুলাই ২০১২ তারিখে চীন মৈত্রী সম্মিলন কেন্দ্রে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমের একযুগ পূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পিডিবিএফ-এর একযুগ পূর্তি অনুষ্ঠানে অবিভাষণ প্রদান করেন। অবিভাষণ শেষে পিডিবিএফ-এর স্টল পরিদর্শনে হাস্যজ্জ্বল প্রধানমন্ত্রী।

জাতি পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০৪তম জন্মতিথি উদযাপনের প্রাকক্ষণে বিগত ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গাবন্ধু অঙ্গান, স্মৃতি গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ-এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গাবন্ধু অঙ্গান, স্মৃতি গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ-এর করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি

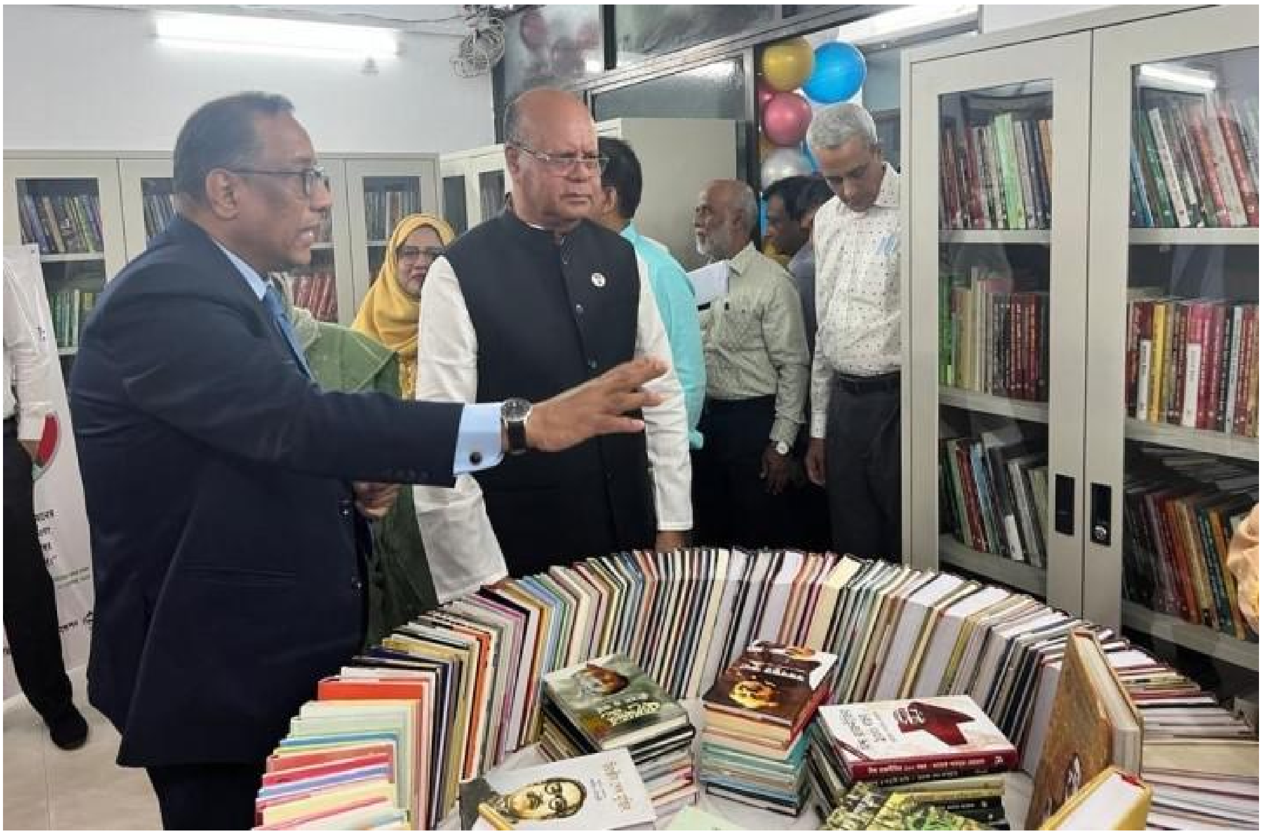

পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু অঙ্গান, স্মৃতি গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ শুভ উদ্বোধন শেষে পরিদর্শন করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, *এম.পি*

বিগত ১০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে শেখ রাসেল বিদস উপলক্ষে পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের বঙ্গবন্ধু তনয় শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতি স্থাপন

বিগত ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-এ পিডিবিএফ-এর আঞ্চলিক প্রধানবর্গের তিনদিন ব্যাপী সম্মিলন ও কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মিলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি।

বিগত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে মহিউদ্দিন আহমেদ মহিলা ডিগ্রী কলেজ মিলনায়তন, মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুরে পিডিবিএফ-এর কৃষি জীবিকায়ন ও কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়ের)-এর ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঋণের প্রতিকী চেক বিতরণ করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও পিরোজপুর-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী, এম.পি

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

www.sfdf.gov.bd

প্রারম্ভিকা:

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২৮ ধারার বিধান মতে যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহণের মাধ্যমে "ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (Small Farmers Development Foundation)" নামে এ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের ৮টি দেশে (যেমন- বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রিলংকা, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া ও থাইল্যান্ড) ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে "Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)" শীর্ষক একটি স্টাডি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রতিবেদনের মূল পর্যবেক্ষণ ছিল প্রচলিত উন্নয়ন ব্যবস্থায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী উন্নয়ন প্রচেষ্টা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে এবং এদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবেদনে গ্রামীণ দরিদ্রদের সকল প্রকার সেবা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি 'গ্রহণকারী ব্যবস্থা' গড়ে তোলা এবং 'প্রদানকারী ব্যবস্থা'কে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়।

এ প্রেক্ষাপটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৭৫-১৯৭৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি) নামক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়া কর্তৃক ১৯৭৬-১৯৮০ সময়ে এবং ১৯৮০-১৯৮৪ পর্যন্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। অত:পর ১৯৮৫ হতে ২০০৪ পর্যন্ত বার্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। বিভিন্ন সংস্থার মূল্যায়নের ভিত্তিতে একে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটি ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করা হয়। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের আওতায় সংগঠিত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে উৎপাদন, আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে জামানতবিহীন ঋণ প্রদাণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফাউন্ডেশন গঠনের প্রাক্কালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে গঠিত 'টাস্ক ফোর্স' কর্তৃক সুপারিশকৃত আবর্তক ঋণ তহবিল নিয়ে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম দেশের ৮টি বিভাগের ৩৬টি জেলার ২০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য:

প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের একটি সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় আর্থিক সহায়তাদান, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং "ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন'কে একটি টেকসই আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা।

ফাউন্ডেশনের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ ও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয়ের উৎস বাড়ানো এবং তাদের আয় বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা;

২. ফাউন্ডেশনের লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিচালনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;

৩. সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের সংগঠিতকরণ, তদারকি করা, সমন্বয় সাধন,

পরিচালনা ও সহযোগিতা করা;

৪. ফাউন্ডেশনের সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা;

৫. ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গঠিত কেন্দ্রের সদস্য/সদস্যাদেরকে 'জামানত বিহীন' ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

৬. কেন্দ্রভুক্ত সদস্য/সদস্যাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজস্ব/কেন্দ্রের পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

৭. ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও কেন্দ্রভূক্ত সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের নেতা/নেত্রী উভয়ের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিশেষ করে সুফলভোগীদেরকে আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৮. কেন্দ্রভূক্ত সদস্য/সদস্যাদের বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ও নারীর ক্ষমতায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান;

৯. সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের জন্য নতুন নতুন এবং যথোপযুক্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান, প্রচার ও প্রয়োগে উৎসাহিতকরণ ও কার্যকর প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন;

১০. কেন্দ্রভূক্ত সদস্য/সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে প্রাসঙ্গিক তথ্য, উপদেশ অথবা অন্যান্য সেবায় অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১১. দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে গবেষণা কর্ম পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ;

১২. আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা ও সম্মেলনের আয়োজন করা;

১৩. ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও অগ্রগতি বিষয়ে প্রতিবেদন, সাময়িক পত্র, প্রবন্ধ, বুলেটিন, জার্নাল এবং বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৪. ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য অর্জনে কৃষি শিক্ষা, সামাজিক, বাণিজ্যিক, শিল্প সংস্থান কর্মকান্ডের উদ্যোগ গ্রহণ।

কার্যাবলি

১. গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ;

২. সংগঠিত পুরুষ/মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

৩. ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

৪. সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন ; এবং

৫. সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।

৬. করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্থ সুফলভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ও মাঝারিকুটির শিল্প খাতে কোভিড-১৯ প্রণোদনা তহবিলের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহযোগিতা প্রদান।

প্রতিবেদনাধীন ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয় । পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং সর্বশেষ সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুন্নয়ন খাত হতে থোক আরো ৪.০০ কোটি আবর্তক ঋণ সহায়তা পাওয়া যায় । ২০০৯ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নবান্ধব সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের জন্য Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) থেকে ২৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অপর একটি এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরো একটি প্রকল্পসহ

মোট ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে দেশের ২৮টি জেলার ১১৯ টি উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সর্বমোট ১২৮.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল সহযোগিতা পায়। ফলে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৫৪ টি উপজেলাসহ দেশের ৩৬টি জেলার ২০০ টি উপজেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।

২০২০-২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ১০০.০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ১০০.০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ফলে বর্তমানে ২৪২.১৮ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' চলমান প্রকল্প হতে তহবিল প্রাপ্তি ২৭.১৮ কোটি এবং সার্ভিসচার্জ প্রবৃদ্ধিসহ সর্বমোট ২৮৪.৮৬ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল এর মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছর ও জুন ২০২৩ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

একনজরে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		২০২২-২৩ অর্থ বছরে অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন, ২০২৩ পর্যন্ত
১। ঋণ কার্যক্রম শুরু	:	-	২০০৭ সালে
২। কার্যক্রম বিস্তৃত জেলা	:	-	৩৬টি
৩। উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা	:	২৭	২০০টি
৪। ক্রমপুঞ্জিত কেন্দ্র গঠন (সংখ্যা)	:	৭১৩	৮২৪১
৫। ক্রমপুঞ্জিত সদস্য ভুক্তি (জন)	:	১৫৮৪৯ জন	২,৫৪৭২৫
৬। ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমা		২৭৫৮.৩৬	১৫৪৬০.২০
৭। ঋণ বিতরণ (আসল)		২৮৩২৪.৭৩	১৭২৪১১.৯৭
৮। ঋণ আদায় (আসল)		২৭৭৮৪.৮০	১৪৭৮৫৭.৬৭
৯। সার্ভিস চার্জ আদায় (১১%)		২৭৯৭.২৮	১৬২৫৯.৮১
১০। বিদ্যমান সদস্য (জন)	:	-	১,১৭৮১২
১১। সঞ্চয় স্থিতি	:	-	৪১৬৩.০০ টাকা
১২। রাজস্ব খাতের বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১৪০০.০০ টাকা
১৩। ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১২৮১৮.০০ টাকা
১৪। কোভিড-১৯তহবিল প্রাপ্তি		-	১০০০০.০০ টাকা
১৫। চলমান প্রকল্প হতে প্রাপ্তি		২৭১৮.০০	২৭১৮.০০ টাকা
১৬। সার্ভিসচার্জ প্রবৃদ্ধি	:	-	১৫৪৯.৮৮ টাকা
১৭। সর্বমোট আবর্তক ঋণ তহবিল (১২+১৩+১৪+১৫+১৬)			**২৮৪৮৫.৮৮ টাকা**
১৬। ক্রমপুঞ্জিত সার্ভিসচার্জ আদায়	:	২১৫৮.০০	১৬২৫৯.৮১ টাকা
১৭। মাঠে বিনিয়োগ স্থিতি (সার্ভিস চার্জসহ)	:	-	২৪৬৩৯.০০ টাকা

বিবরণ		২০২২-২৩ অর্থ বছরে অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন, ২০২৩ পর্যন্ত
১৮। সঞ্চয়ের টাকা বিনিয়োগে আছে	:	-	২৬৯৬.০০ টাকা
১৯। খেলাপি স্থিতি	:	-	৪২৭৭.১০ টাকা
২০। অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থার প্রবর্তন	:	-	প্রধান কার্যালয়সহ ২০০ টি উপজেলা কার্যালয়
২১। ঋণ আদায়ের হার	:	-	৯৭.১৯%

২০২২-২৩ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি:

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ১০-২৫ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৭১৩টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১৫৮৪৯ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৮২৪২টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,৫৪৭২৫ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায় :

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে এক বছর/দেড় বছর/ দুই বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয় । ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২৮৩২৪.৭৩ (আসল) লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ২৭৭৮৪.৮০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১৭২৪১১.৯৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১৪৭৮৫৭.৬৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৭.১৯ ভাগ।

পুঁজি গঠন:

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ৫০ টাকা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণে মাসিক ৫০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২৭৫৮.৩৬ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১৫৪৬০.২০ কোটি টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৮৫৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৪৮৯৯জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সুফলভোগী প্রশিক্ষণ:

সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২–২০২৩ অর্থ বছরে ৮০০০ জন সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৪৮৯৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৫৯১৪৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন সে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী । ফাউন্ডেশনের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ভর্তিকৃত ২,৫৪,৭২৫ জন সদস্যদের মধ্যে ২,৩৬,৪৩৮ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৪%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ২০২২–২০২৩ অর্থ বছরে ২৮৩২৪.৭৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং এ সকল নারী সদস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ২৭৫৮.৩৬ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে । প্রতিটি সমিতি/ কেন্দ্রের নারী সভাপতি, ম্যানেজার এবং সদস্যদের মধ্যে যারা সৃজনশীল ও নারী নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম এবং সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে এ পর্যন্ত ৪৬,৩৮৯৬ জন নারী সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীগণ প্রশিক্ষণ লব্দ অভিজ্ঞতা কেন্দ্রের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে অবদান রাখতে পেরেছেন। ফলে নারীদের উৎপাদন, আত্ন-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আত্ন-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, ও শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ ফাউন্ডেশনের নারী সুফলভোগীদের প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

কোভিড-১৯ পরবর্তী উত্তরণ এবং অর্থনীতিকে সুসংগত রাখার জন্য করণীয় বিষয়ঃ

নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে করোনা সংকট মোকাবিলায় পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীন এলাকায় ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় এসএফডিএফ-কে গত ২৩।০২।২০২১ তারিখে ১০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০ কোটি টাকা মোট ১০০ কোটি টাকা জুন ২০২২ পর্যন্ত ৭৫০৪ জন সদস্যের মাঝে যথাযথ ভাবে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

চলমান প্রকল্প

"রূপকল্প- ২০৪১ দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন" শীর্ষক একটি প্রকল্প গত ০১-০৬-২০২২ একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে, এবং ০২-০৮-২০২২ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুতূলে ৩১২৬.০৩ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। এর মধ্যে ২৭.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল পাওয়া যায় যা প্রকল্পের নতুন ২৭ টি উপজেলা ও ফাউন্ডেশনের ৬৯ টি উপজেলাসহ মোট ৯৬টি উপজেলায় মাঠ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

সাংগাঠনিক কার্যক্রমঃ (ক)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)
০১।	জনবল নিয়োগ	জন	২১৯	১১৪	৫২%
০২।	জনবলের প্রশিক্ষণ	জন	৪২৫	১০৩	%২৪
০৩।	সুফলভোগী প্রশিক্ষণ	জন	৫০০০	১০২৫	২০%৫০.
০৪।	জনবল পোষ্টিংপদায়ন/	জন	২১৯	৮০	%৩৭
০৫।	মাঠ পর্যায়ের অফিস স্থাপন	সংখ্যা	৯৬	৭৫	৭৮%১৩.
০৬।	মাঠ কার্যালয়ের ব্যাংক হিসাব খোলা	সংখ্যা	২৮৮	২৮৮	১০০%
০৭।	অর্থ ছাড়করণ (লক্ষ টাকায়)	টাকা	৩১৮৪৬৮.	৩১২৬০৩.	৯৮.১৫%

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)
০৮।	আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ	সংখ্যা	১৯৬৭	৩৬৬	১৯%
০৯।	কম্পিউটার ও অন্যান্য ক্রয় ও সরবরাহ	সংখ্যা	২৬৯	১১৭	৪৩%
১০।	অফিস সরঞ্জাম ক্রয় ও সরবরাহ	সংখ্যা	১৫	০৪	২৭%
১১।	মোটরযান ক্রয় (জীপ)	সংখ্যা	১	-	পরিপত্র অনুযায়ী ক্রয় স্থগিত রয়েছে
১২।	মোটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	৫৫	-	
১৩।	অফিস সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহ (কার্যালয় সংখ্যা)	সংখ্যা	৯৬	৯৬	১০০%

খ) মাঠ কার্যক্রমঃ

প্রকল্প অনুমোদন পরবর্তীতে সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পাদন শেষে মার্চ, ২০২৩ হতে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয় । এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২২০-২৩ অর্থ বছরের মে ২০২৩,পর্যন্ত ০৩ মাসে মাঠ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০২২২৩ - অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	০৪ মাসের লক্ষ্যমাত্রা	০৪ মাসের অগ্রগতি	০৪ মাসের অগ্রগতির হার (%)	বছরের অগ্রগতির হার (%)
০১।	কেন্দ্র গঠন (সংখ্যা)	২১৭	**৭২**	১১৫	১৬০%	৫৩%
০২।	সদস্য ভুক্তি (জন)	৫৪১০	১৮০৩	৭৫৮	৪২%	১৪%
০৩।	সঞ্চয় আদায় (লক্ষ টাকায়)	২৭৬৯২.	৯২৩০.	৯৩২৭.	১০১%	৩৩%৬৮.
০৪।	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	৮৮৪৪৫৫.	২৯৪৮১৮.	৭৭৩৫১.	২৬%২৪.	৮%৭৫.
০৫।	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৫৯৯২২৯.	১৯৯৭৪৩.	৪৭৫৪.	২%৩৮.	০%৭৯.
০৬।	সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৫৯৩৮৩.	১৯৭৯৪.	৪৭১.	২%৩৮.	০%৭৯.

প্রস্তাবিত প্রকল্প :

প্রস্তাবিত প্রকল্প ”দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প ” ২৬৩.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে, যার জনবল অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে আছে । প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদন হলে নতুন ৫০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।

কর্মশালা সংক্রান্ত

গত ২৮-২৯ আগষ্ট,২০২২ সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার (সিআইসিসি)-এ “এসএফডিএফ এর ঋণ কার্যক্রম সহজীকরণ ও মাঠ কার্যক্রম জোরদারকরণ” শীর্ষক কর্মশালার একাংশ।

অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা

১৭ সেপ্টেম্বর,২০২২ তারিখে কাহালু উপজেলা কার্যালয়, বগুড়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা।

এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর

২১ মে ২০২৩ ফাইন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চুক্তি সাক্ষর অনুষ্ঠান।

আয়বর্ধণমূলক কার্মকান্ডে (আইজিএ) প্রশিক্ষণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা কার্যালয়ে বসাতভিটায় শাক সবজি ও ফলফলাদি চাষের উপর প্রশিক্ষণ কোর্স

বড়লেখা উপজেলা কার্যালয়ে বসাতভিটায় শাক সবজি ও ফলফলাদি চাষের উপর প্রশিক্ষণ কোর্স

কোটালীপাড়া উপজেলা কার্যালয়ে গোবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী প্রতিপালনের উপর প্রশিক্ষণ কোর্স

গণমাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

কৃষি উৎপাদন ও জীবিকার জন্য সমবায় গুরুত্বপূর্ণ: যুবকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নভেম্বর ০৫, ২০২২

ইউএনবি

সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে কাজ করার জন্য বাংলাদেশের যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সমবায় আমাদের কৃষি উৎপাদন, জীবন ও জীবিকার জন্য অপরিহার্য। আর, সমবায় আমাদের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশের জন্য বিশাল সুযোগ তৈরি করে।"

শনিবার (৫ নভেম্বর) শেখ হাসিনা, জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে তিনি গণভবন থেকে ভার্চুয়াল প্লাটফরমে যুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমাদের যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। যদি যুব সমাজ এগিয়ে এসে সমগ্র গ্রাম ও মানুষকে এক করে এবং সমবায়ের মাধ্যমে কার্যক্রম চালাতে পারে; তাহলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো।"

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন যে তার সরকার, জনগণের জন্য কাজ করছে এবং সুযোগ তৈরি করতে চায়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের জীবন ও জীবিকা উন্নত করতে পারে। তিনি আরও বলেন, তার সরকার বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য প্রতিটি খাত খুলে দিয়েছে, যাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

মুদ্রাস্ফীতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সারা বিশ্বে পণ্যের দাম বেড়েছে। যার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। এখন প্রায় সব দেশই উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে ভুগছে।"

শেখ হাসিনা বলেন, "সব দেশেরই রিজার্ভ ব্যবহার করে চলতে হচ্ছে। আমাদেরও তাই করতে হচ্ছে এবং সেটা দেশের মানুষের জন্য করতে হচ্ছে।"

প্রধানমন্ত্রী জানান, "বাংলাদেশের জনগণ ও কৃষি উৎপাদনের স্বার্থে, উচ্চ পরিবহন ব্যয় সত্বেও খুব উচ্চ মূল্যে সার, জ্বালানি ও ভোজ্যতেল কিনতে হবে।"

অনুষ্ঠানে, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এ খাতে অবদানের জন্য ৯টি সমবায় সমিতি এবং একজন ব্যক্তিকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করেন। প্রত্যেক পুরস্কারপ্রাপ্তকে স্বর্ণপদক ও সনদপত্র দেওয়া হয়।

বুধবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৩, ১৯ আশ্বিন ১৪৩০

সমবায় আন্দোলন সরকারের লক্ষ্য পূরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে : প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ৪ নভেম্বর, ২০২২ (বাসস) : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সমবায় আন্দোলন সরকারের লক্ষ্য পূরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

তিনি বলেন, সমবায় জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পোশাক, দুগ্ধ উৎপাদন, আবাসন, ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয়, কুটির-চামড়াজাত-মৃৎ শিল্প ইত্যাদি খাতের বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নসহ ক্ষুদ্র নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করতে বিশাল অবদান রাখছে।

শেখ হাসিনা বলেন, '২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সমবায় আন্দোলন সকল শ্রেণীর মানুষের সমতাভিত্তিক উন্নয়ন ঘটিয়ে আমাদের সরকারের লক্ষ্য পূরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে আজ এক বাণীতে এসব কথা বলেন।

'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শনিবার (৫ নভেম্বর) সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫১তম 'জাতীয় সমবায় দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে সন্তোষ প্রকাশ করে শেখ হাসিনা এ উপলক্ষ্যে দেশের সকল সমবায়ী ও সমবায়বান্ধব জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের ১৩(খ) নং অনুচ্ছেদে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং সমবায়কে গণমুখী আন্দোলনে পরিণত করার ডাক দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দরিদ্র, ভূমিহীন, নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক তাঁদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করতে ১৯৭৩ সালে 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে পাঁচটি দুগ্ধ উৎপাদনকারী এলাকায় দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেন। আজকের মিল্ক ভিটা তাঁরই সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের ফসল।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, জাতির পিতা সমবায় পদ্ধতিতে সমন্বিত/যৌথ কৃষিখামার প্রচলনের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় রাজস্বে পল্লী উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লী উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করি এবং পরবর্তীতে ২০১২ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ একাডেমিতে রূপান্তরিত করি। দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক অগ্রগতি ও নারী-পুরুষ সমতার উদ্দেশ্যে পল্লী-দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন-১৯৯৯ প্রণয়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনটি প্রতিষ্ঠা করি। সমবায় সমিতি আইন-২০০১ এবং জাতীয় সমবায় নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করি। আমরা পুনরায় সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন-২০১৩ এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করি। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর 'আমার বাড়ি, আমার খামার প্রকল্প' গ্রহণ করি এবং এ প্রকল্পের আওতায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করি- যেখানে মোট ১,২০,১৩৮টি সক্রিয় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং যার উপকারভোগী সক্রিয় সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫২,৪৪,০০০।'

তিনি বলেন, গ্রামের সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত গ্রামীণ জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি এবং গ্রাম থেকে শহরমুখী জনস্রোত কমাতে প্রাথমিকভাবে দেশের নয়টি জেলার দশটি গ্রামে 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া দুগ্ধ উৎপাদন ও দুগ্ধ শিল্পের প্রসারে 'দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন,'আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের নির্বাচনি ইশতেহারে ঘোষিত 'আমার গ্রাম আমার শহর' প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমরা সমবায় খাতে বাজেট বৃদ্ধি করেছি, সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছি, আর্থিক ও উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনসহ

সমবায়ীদের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। আমাদের প্রচষ্টায় সমবায় সমিতি এবং সমবায়ীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে সমিতি ১,৯২,৬৯২টি এবং সদস্য ১,২০,৪২,০৯৫ জনে উন্নীত হয়েছে।

তিনি সমবায় আন্দোলন জোরদার হওয়ার পাশপাশি ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

উৎপাদন বাড়াতে পারলে খাদ্য সংকট মোকাবিলা সম্ভব: প্রধানমন্ত্রী

প্রকাশ : ০৫ নভেম্বর ২০২২, ১৩:৪৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সঞ্চয় বাড়াতে পারলে সামনের খাদ্য সংকট মোকাবিলা সম্ভব হবে।

শনিবার (৫ নভেম্বর) সকালে ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি গণভবন থেকে রাজধানীর বঙ্গাবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

তিনি বলেন, যুদ্ধের জন্য সবকিছুর দাম বাড়ছে। আমাদের রিজার্ভ ব্যবহার করে চলতে হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশও তাই করছে। আমি আবারও বলব, আমাদের মিতব্যয়ী হতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, সারা বিশ্বে খাদ্যের অভাব। আমাদের আরও উৎপাদন বাড়াতে হবে। সঞ্চয় বাড়াতে হবে, যাতে এই অভিঘাত আমরা মোকাবিলা করতে পারি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। তবে আমি আশা করি, এ অবস্থা থাকবে না। দেশের সবাইকে একটু সঞ্চয়ের দিকে নজর দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, রিজার্ভ ব্যবহার করে আমরা বিনা পয়সায় কোভিডের টিকা দিয়েছি, যাতে সবাই সুস্থ থাকে। মানুষের কল্যাণই আমাদের লক্ষ্য। যুবসমাজ সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিকাজ করলে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সহজ হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশকে আরও এগিয়ে নিতে জনগণকে একত্রিত করে সমবায় গঠনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশের যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘আমাদের যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। যদি যুব সমাজ এগিয়ে এসে সমগ্র গ্রাম ও মানুষকে এক করে সমবায়ের মাধ্যমে কার্যক্রম চালাতে পারে তাহলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো। কারণ, সবারই একটা দায়িত্ব থাকবে।’ সূত্র: বাসস

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ২০:০৪
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ২০:০৫
চরাঞ্চলের উন্নয়ন সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সফলতা বয়ে আনবে : স্বপন ভট্টাচার্য্য

ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বাসস): চরাঞ্চলের উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সফলতা বয়ে আনবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি।

তিনি আজ রাজধানীর বাংলামটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে মেকিং মার্কেটস ফর চরস (এমফোরসি) এবং ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশের "অর্থনৈতিক নীতি কৌশলে চরের অবস্থান " শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়ন বৈষম্য নিরসনে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছেন। দেশের তৃণমূলে চরাঞ্চলের মানুষের সংকট নিরসনে সর্বদাই নিরলসভাবে কাজ করছেন তিনি।

তিনি বলেন, দেশের সংকটকালীন মূহুর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উন্নয়নে যে রূপরেখা প্রদান করেছিলেন তা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

কৃষির উন্নয়ন এবং এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অবদানও উল্লেখযোগ্য বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, দেশের চরাঞ্চলে প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমি রয়েছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব হলে দেশের অর্থনীতিতে চরাঞ্চলের এই জমি ইতিবাচক অবদান রাখবে।

তিনি বলেন, চরে উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু পণ্যের গুণগত মান ও চাহিদা অনেক বেশি। দেশের অর্থনৈতিক নীতি কৌশলে চরের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করা হলে আমাদের এসডিজি ও ২০৪১ এর উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মান সহজ হবে।ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের চেয়ারম্যান ড. আতিউর রহমান বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

আতিউর রহমান বলেন, নবায়নযোগ্য শক্তির একটি সৃজনশীল ব্যবহার পোর্টেবল সোলার সিস্টেম। চরাঞ্চলের কৃষিতে এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারি উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কৃষিক্ষেত্রে সম্পূরক ভূমিকার ফলে চর বদলে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিবেচনায় চরাঞ্চলে মনোযোগ বাড়ানো দরকার বলেও উল্লেখ করেন তিনি।। তিনি আরো বলেন, চরের কৃষিতে নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতেই হবে। এতে চরের কৃষি উৎপাদনের দক্ষতা যেমন বাড়বে, তেমনি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন আরডিএ'র মহাপরিচালক মো.খুরশিদ আলম, এমফোরসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আবদুল মজিদ, সুইসকন্ট্যাক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর মুজিবুল হাসান এবং পিকেএসএফ ও সেভ দ্যা চিলড্রেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা।

ভোরের কাগজ

প্রচ্ছদ এই জনপদ প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য : চরাঞ্চলের উন্নয়ন অর্থনীতিতে বয়ে আনবে সফলতা

প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য : চরাঞ্চলের উন্নয়ন অর্থনীতিতে বয়ে আনবে সফলতা

প্রকাশিত: সেপ্টেম্বর ১৩, ২০২৩ , ১২:০০ পূর্বাহ্ণ

কাগজ প্রতিবেদক : চরাঞ্চলের উন্নয়ন সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সফলতা বয়ে আনবে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বাংলামোটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে মেকিং মার্কেটস ফর চরস (এমফোরসি) এবং ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের আয়োজনে বাংলাদেশের ‘অর্থনৈতিক নীতিকৌশলে চরের অবস্থান’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়ন বৈষম্য নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। দেশের তৃণমূলে চরাঞ্চলের মানুষের সংকট নিরসনে তিনি সর্বদা তৎপর। দেশের সংকটকালীন মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উন্নয়নে যে রূপরেখা দিয়েছিলেন তা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কৃষির উন্নয়ন এবং এর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অবদান উল্লেখযোগ্য।

স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, দেশের চরাঞ্চলে প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমি রয়েছে। যদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দক্ষতার সঙ্গে তা ব্যবহার করা যায় তাহলে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের চেয়ারম্যান ড. আতিউর রহমান বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে বলেন, নবায়নযোগ্য শক্তির একটি সৃজনশীল ব্যবহার পোর্টেবল সোলার সিস্টেম। চরাঞ্চলের কৃষিতে এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম সভাপতির বক্তব্যে বলেন, নদীর গতি-প্রকৃতি ঠিক রেখে চরাঞ্চলের উন্নয়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরডিএর মহাপরিচালক মো. খুরশিদ আলম, এমফোরসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আবদুল মজিদ, সুইসকন্ট্যাক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর মুজিবুল হাসান এবং পিকেএসএফ ও সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা, মঙ্গলবার ০৩ অক্টোবর ২০২৩
১৮ আশ্বিন ১৪৩০, ১৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫
কালের কণ্ঠ

‘অর্থনীতিতে বড় প্রভাব রাখবে চরাঞ্চল’

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ০০:০০শেয়ার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য বলেছেন, দেশের চরাঞ্চলের কৃষি খুবই সম্ভাবনাময়, যা আমাদের সার্বিক অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে বড় ধরনের প্রভাব রাখতে সক্ষম।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ‘বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি-কৌশলে চরের অবস্থান’ শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনাসভায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বগুড়া) ও সুইস কন্টাক্টের বাস্তবায়িত এমফোরসি প্রকল্প ও ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্স।

স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, ‘সরেজমিনে আমরা দেখেছি, চরে কৃষি উৎপাদন খরচ অনেক কম।

একই সঙ্গে চরের ফসলের গুণগত মান অনেক ভালো।’

মঙ্গলবার, ৩ অক্টোবর ২০২৩

BANGLA NEWS 24.com

‘চরাঞ্চলের উন্নয়ন সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সফলতা বয়ে আনবে’

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আপডেট: সোমবার, ২ অক্টোবর ২০২৩, দুপুর ১২:২৪ সময়

ঢাকা: চরাঞ্চলের উন্নয়ন সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সফলতা বয়ে আনবে বলে মন্তব্য করেছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য।

মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বাংলামোটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে মেকিং মার্কেটস ফর চরস (এমফোরসি) ও ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের আয়োজনে বাংলাদেশের ‘অর্থনৈতিক নীতিকৌশলে চরের অবস্থান’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের চরাঞ্চলে প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমি রয়েছে। যদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায় তাহলে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

তিনি বলেন, চরের উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু পণ্যের গুণগতমান ও চাহিদা অনেক বেশি। দেশের অর্থনৈতিক নীতিকৌশলে চরের সম্ভাবনাকে যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে আমাদের এসডিজি ও ২০৪১-এর উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সহজ হবে।

স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়ন বৈষম্য নিরসনে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি দেশের তৃণমূলে চরাঞ্চলের মানুষের সংকট নিরসনে সর্বদাই তৎপর। দেশের সংকটকালীন মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উন্নয়নে যে রূপরেখা প্রদান করেছিলেন তা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কৃষির উন্নয়ন ও এর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি-আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অবদান উল্লেখযোগ্য বলেও মনে করেন প্রতিমন্ত্রী।

ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের চেয়ারম্যান ড. আতিউর রহমান বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে বলেন, নবায়নযোগ্য শক্তির একটি সৃজনশীল ব্যবহার পোর্টেবল সোলার সিস্টেম। চরাঞ্চলের কৃষিতে এ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারি উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কৃষিক্ষেত্রে সম্পূরক ভূমিকার ফলে চর বদলে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিবেচনায় চরাঞ্চলে মনোযোগ বাড়ানো দরকার বলেও মন্তব্য করেন তিনি। চরের কৃষিতে নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতেই হবে। এতে চরের কৃষি উৎপাদনের দক্ষতা যেমন বাড়বে তেমনি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম বলেন, নদীর গতি-প্রকৃতি ঠিক রেখে চরাঞ্চলের উন্নয়ন করতে হবে। একইসঙ্গে গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ঠিক রেখে নগরায়ণের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরডিএ’র মহাপরিচালক মো. খুরশিদ আলম, এমফোরসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আবদুল মজিদ, সুইসকন্ট্যাক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর মুজিবুল হাসান, পিকেএসএফ, সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

যুগান্তর

‘চরাঞ্চলের উন্নয়ন সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সফলতা বয়ে আনবে’

যুগান্তর প্রতিবেদন

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১১:০০ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

চরাঞ্চলের উন্নয়ন সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সফলতা বয়ে আনবে বলে মন্তব্য করেছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য।

মঙ্গলবার রাজধানীর বাংলামোটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে মেকিং মার্কেটস ফর চরস (এমফোরসি) ও ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের আয়োজনে বাংলাদেশের ‘অর্থনৈতিক নীতিকৌশলে চরের অবস্থান’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের চরাঞ্চলে প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমি রয়েছে। যদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায় তাহলে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

তিনি বলেন, চরের উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু পণ্যের গুণগতমান ও চাহিদা অনেক বেশি। দেশের অর্থনৈতিক নীতিকৌশলে চরের সম্ভাবনাকে যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে আমাদের এসডিজি ও ২০৪১-এর উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সহজ হবে।

স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়ন বৈষম্য নিরসনে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি দেশের তৃণমূলে চরাঞ্চলের মানুষের সংকট নিরসনে সর্বদাই তৎপর। দেশের সংকটকালীন মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উন্নয়নে যে রূপরেখা প্রদান করেছিলেন তা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কৃষির উন্নয়ন ও এর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি-আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অবদান উল্লেখযোগ্য বলেও মনে করেন প্রতিমন্ত্রী।

ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের চেয়ারম্যান ড. আতিউর রহমান বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে বলেন, নবায়নযোগ্য শক্তির একটি সৃজনশীল ব্যবহার পোর্টেবল সোলার সিস্টেম। চরাঞ্চলের কৃষিতে এ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারি উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কৃষিক্ষেত্রে সম্পূরক ভূমিকার ফলে চর বদলে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিবেচনায় চরাঞ্চলে মনোযোগ বাড়ানো দরকার বলেও মন্তব্য করেন তিনি। চরের কৃষিতে নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতেই হবে। এতে চরের কৃষি উৎপাদনের দক্ষতা যেমন বাড়বে তেমনি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম বলেন, নদীর গতি-প্রকৃতি ঠিক রেখে চরাঞ্চলের উন্নয়ন করতে হবে। একইসঙ্গে গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ঠিক রেখে নগরায়ণের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরডিএ’র মহাপরিচালক মো. খুরশিদ আলম, এমফোরসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আবদুল মজিদ, সুইসকন্ট্যাক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর মুজিবুল হাসান, পিকেএসএফ, সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
জাতীয় বার্তা সংস্থা

২৯ জুলাই ২০২৩, ১৮:২৫

চরাঞ্চলের উন্নয়নে বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে : স্বপন ভট্টাচার্য্য

কুড়িগ্রাম, ২৯ জুলাই, ২০২৩(বাসস) : চরাঞ্চলের উন্নয়নে বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

তিনি আজ শনিবার জেলার চিলমারী উপজেলার নয়ারহাট চরে এমসি (মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস) হাট উদ্বোধন ও প্রকল্পের উপকার ভোগীদেও সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান।

স্বপন ভট্টাচায্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধনী-গরীবের বৈষম্য নিরসনে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। দেশের বর্তমান ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন-অগ্রযাত্রায় চরাঞ্চলেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, কোন চক্রান্ত বা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তিকে সমর্থন দেবেন না।এখন যে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা চালু রয়েছে তাঅব্যাহত রাখতে হলে শেখ হাসিনার সরকারকে বিজয়ী করতে হবে।

আরডিএ’র মহাপরিচালক মো. খুরশিদ আলম রেজভীর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন।

এতে অন্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরিফ , পুলিশ সুপার আল আসাদ মো. মাহফুজুল ইসলাম, চিলমারীর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিএম পারভেজ সেলিম, প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আবদুল মজিদসহ সুইসকন্ট্যাক্ট বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা।

যুগান্তর

‘অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার সরকারকে বিজয়ী করতে হবে’

যুগান্তর প্রতিবেদন

২৯ জুলাই ২০২৩, ০৬:৫৮ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

চরাঞ্চলের উন্নয়নে বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য। তিনি জনগণের উদ্দেশে বলেছেন, কোনো চক্রান্ত বা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি বিএনপি-জামায়াতকে সমর্থন দেবেন না।এখন যে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা- তা অব্যাহত রাখতে হলে শেখ হাসিনার সরকারকে বিজয়ী করতে হবে।

শনিবার কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার নয়ারহাট চরে এমফোরসি (মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস) হাট উদ্বোধন ও প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধনী-গরিবের বৈষম্য নিরসনে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ নিয়েছেন।দেশের বর্তমান ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন-অগ্রযাত্রায় চরাঞ্চলেরও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন হচ্ছে।

তিনি বলেন, একটি সরকার যদি মানবদরদি হয়, গণতান্ত্রিক হয় তাহলে সেই সরকার দেশের উন্নয়নে কাজ করে। বঙ্গবন্ধু একটি নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র রূপ দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছেন। তিনি ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম’।এখানে মুক্তি বলতে তিনি অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেছেন। আর এই অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। তিনি সমগ্র বাংলাদেশের সুষম উন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে তিনি আমাকে বিশেষ নির্দেশনা দিয়ে আপনাদের চরের উন্নয়ন আর কী করা যায় তার ব্যবস্থা নিতে পাঠিয়েছেন।

এমফোরসি প্রকল্পের একজন উপকারভোগী অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমরা চরবাসী ধন্য এমফোরসির জন্য। আমাদের জীবনমান উন্নয়নে এমফোরসির অবদান বলে শেষ করা যাবে না। উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ, হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।এই চরে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার মানুষের বসবাস। এটিই আমাদের একমাত্র হাট।দৈনন্দিন কেনাবেচার ক্ষেত্রে চরবাসীর জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সুদীর্ঘ ২১ বছর স্বাধীনতাবিরোধী সরকার (বিএনপি-জামায়াত জোট) আপনাদের চরের উন্নয়নে কি পদক্ষেপ নিয়েছে? নেয়নি। বর্তমান সরকার মানুষের সংকট উপলব্ধি করে সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছে।

উপস্থিত জনসাধারণের কাছে প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, একসময় চরে কী ছিল? কি দুর্বিষহ অমানবিক জীবনাযাত্রা ছিল আপনাদের। আর আজ কী অবস্থা।একটি টিনের চালের মার্কেট পেয়ে আপনাদের যে হাসিমাখা মুখচ্ছবি দেখলাম সত্যিই অভিভূত। আপনাদের মুখে হাসি ফুটাতে দিন রাত পরিশ্রম করছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা।তাই

কোনো চক্রান্ত বা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে সমর্থন দেবেন না।এখন যে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা তা অব্যাহত রাখতে হলে শেখ হাসিনার সরকারকে বিজয়ী করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন বলেন, চরের মানুষ কষ্টসহিষ্ণু মানুষ। এই চর ভাঙে তো ওই চর গড়ে।এটাই নিত্যদিনের খেলা। চরে হাট হচ্ছে, নানাবিধ প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে। এসব উন্নয়ন হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান। চরের মানুষের ভাগ্য বদলে তিনি কাজ করছেন।তিনি শুধু কুড়িগ্রাম নয়, সমগ্র দেশ নিয়ে ভাবেন।

আরডিএ’র মহাপরিচালক মো. খুরশিদ আলম রেজভীর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরিফ, পুলিশ সুপার আল আসাদ মো. মাহফুজুল ইসলাম, চিলমারীর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিএম পারভেজ সেলিম, এমফোরসির প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আবদুল মজিদসহ সুইসকন্ট্যাক্ট বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা বক্তব্য দেন।

০৩ অক্টোবর ২০২৩, ১৮ আশ্বিন ১৪৩০

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
জাতীয় বার্তা সংস্থা

০৯ জুলাই ২০২৩, ২২:৩২
আপডেট : ০৯ জুলাই ২০২৩, ২২:৩৬

জাতির পিতার আদর্শের মধ্য দিয়ে সমবায়কে এগিয়ে নিতে হবে : সমবায় প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৯ জুলাই, ২০২৩ (বাসস) : জাতির পিতার আদর্শের মধ্য দিয়ে সমবায়কে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এম.পি.।

আজ বিকেলে আগারগাঁওয়ে সমবায় অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস হলে ১০১তম আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান ।

স্বপন ভট্টাচার্য্য আরো বলেন, বঙ্গাবন্ধু ছিলেন জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ। তাঁর আদর্শের মধ্য দিয়ে সমবায়কে এগিয়ে নিতে হবে। বঙ্গাবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নতি এখন সারা বিশ্বেই আলোচনার বিষয়। এদেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে প্রবৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে তখনই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শক্তি, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অপশক্তি নানাভাবে চক্রান্ত করছে, দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করছে। দেশ যেন কোনভাবেই দুষ্টু চক্রের হাতে চলে না যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গাবন্ধুর একটি উক্তি আছে ‘বাঙালিকে কেউ দাবায়া রাখতে পারবে না’। জনগণ একতাবদ্ধ থাকলে কোন চক্রান্ত, কোন সাম্প্রদায়িক শক্তিই দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ

করেন।

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব হুমায়ুন খালিদ। আলোচনায় অংশ নেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম, পরিকল্পনা কমিশনের সচিব সত্যজিৎ কর্মকার, মিল্কভিটার চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত নিবন্ধক মো. আহসান কবির প্রমুখ।

সত্য প্রকাশে আপসহীন
THE DAILY BHORER DAK
ভোরের ডাক

বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে: প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি

Published : Tuesday, 11 April, 2023 at 5:17 PM, Update: 11.04.2023 6:07:55 PM

স্টাফ রিপোর্টার: বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী প্রকল্প প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি।

তিনি মঙ্গলবার (১১এপ্রিল) রাজধানীর আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলনায়তনে পল্লী প্রগতি কর্মসূচি কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্প প্রনয়ণে জনসম্পৃক্ততা ও টেকসই উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। নতুন আঙ্গিকে বিচক্ষণতার সাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে হবে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রকল্প কাজ সম্পাদন করা যায়।

তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সমবায় ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে উন্নয়নের সকল সূচকে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ৩০তম। আমাদের মাথাপিছু আয় পাকিস্তানের প্রায় দ্বিগুণ।পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের থেকেও অনেকক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছেন বলেও এ সময় মন্তব্য করেন প্রতিমন্ত্রী।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র মহাপরিচালক আ: গাফফার খান এর সভাপতিত্বে পল্লী উন্নয়ন ও

সমবায় বিভাগের সচিব মো:মশিউর রহমান, এসএফডিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো:জাকির হোসেন আকন্দ বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন।

এছাড়াও বিআরডিবির জেলা পর্যায়ের উপপরিচালক ও ইউআরডিওবৃন্দ মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

মঙ্গলবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৩, ১৮ আশ্বিন ১৪৩০

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

জাতীয় বার্তা সংস্থা

জনবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে আরডিএ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে : স্বপন ভট্টাচার্য্য

বগুড়া, ২২ অক্টোবর, ২০২২(বাসস) : জনবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি।

তিনি আজ শনিবার সকালে জেলায় পল্লী উন্নয়নে একাডেমী (আরডিএ)'র দুই দিনব্যাপি ৩২ তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান।

আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য একটি কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ৩২তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত আধুনিক বাংলাদশ গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে আরডিএ প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি বলেন, এসডিজি, ভিশন ২০৪১ ও ডেল্টাপ্লান বাস্তবায়নে আরডিএ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।জাতির পিতার লক্ষ্য ছিল সমাজ হবে বৈষম্যহীন, উন্নয়ন হবে সুষম ।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গাবন্ধুর সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মো. মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে আরডিএ'র মহাপরিচালক খলিল আহমদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া-৫ আসনের সংসদ সদস্য মো.হাবিবুর রহমান এমপি এবং প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব মো.আবুল কালাম আজাদ।

এছাড়াও বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও প্রতিনিধিরা পরিকল্পনা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

ই-পেপার বাংলা কনভার্টার মঙ্গলবার ● ৩ অক্টোবর ২০২৩ ● ১৭ আশ্বিন ১৪৩০

সত্য প্রকাশে আপসহীন THE DAILY BHORER DAK

ভোরের ডাক

গ্রামীণ উন্নয়নে আরডিএ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে: প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য

Published : Sunday, 23 October, 2022 at 10:41 AM

স্টাফ রিপোর্টার: জনবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি।

গতকাল শনিবার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়ায় দুই দিন ব্যাপি ৩২ তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য একটি কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ের লক্ষ্যে ৩২তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গাবন্ধু ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত আধুনিক বাংলাদশ গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে আরডিএ প্রতিষ্ঠা করেন উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য আরো বলেন, এসডিজি, ভিশন ২০৪১ ও ডেল্টাপ্লান বাস্তবায়নে আরডিএ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। জাতির পিতার লক্ষ্য ছিল সমাজ হবে বৈষম্যহীন, উন্নয়ন হবে সুষম। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গাবন্ধুর সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি এর সভাপতিত্বে আরডিএ, বগুড়ার মহাপরিচালক খলিল আহমদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ঢাকা মঙ্গলবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৩ ।

সমকাল

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ০১ সেপ্টেম্বর ২২ । ০১:১২ | আপডেট: ০১ সেপ্টেম্বর ২২ । ০১:১২

জাতির পিতার সমাধিসৌধ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

বুধবার (৩১ আগস্ট) জাতির পিতার সমাধিসৌধ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। এ সময় বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা অনন্তকাল বাঙালির হৃদয়ে অম্লান হয়ে থাকবেন। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি থাকবে, ততদিন তিনি সবার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে, তবেই তার আত্মা শান্তি পাবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মণিরামপুর উপজেলা শাখার সভাপতি ও পৌর মেয়র অধ্যক্ষ মো. মাহমুদুল হাসান, উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান উত্তম চক্রবর্তী, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান জলি আক্তারসহ যুবলীগ ও বিভিন্ন সহযোগী অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

https://www.dhakapost.com/

গুজব ও অপপ্রচার রোধে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান

৩ সেপ্টেম্বর ২০২২, ১৬:৫৭

মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তির গুজব ও অপপ্রচার রোধে মাঠ পর্যায়ে কর্মরতদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

শনিবার (৩ সেপ্টেম্বর) আগারগাঁওয়ে সমবায় অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ আহ্বান জানান।

স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি সমতাভিত্তিক বৈষম্যহীন ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ। আজ আমরা প্রযুক্তিগত শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছি, চিকিৎসা, অবকাঠামোসহ সব সূচকে দেশের উন্নয়ন লক্ষণীয়। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। দেশ যেন কোনোভাবেই দুষ্ট চক্রের হাতে চলে না যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নতি এখন সারা বিশ্বেই আলোচনার বিষয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। জনবান্ধব নাগরিক সেবা প্রদান প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। দেশটা আমাদের সবার। সবাই একই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে সফলতা আসবেই।

বাংলাদেশ উপজেলা সমবায় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. তারিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মো. মশিউর রহমান, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত নিবন্ধক মো. আহসান কবির প্রমুখ।

https://www.dhakapost.com/

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির বাতিঘর হয়ে আজীবন বেঁচে থাকবেন

১৫ আগস্ট ২০

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম বলেছেন, দুষ্কৃতকারীরা চেয়েছিল জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির বাতিঘর হয়ে আজীবন বেঁচে থাকবেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ণগঠনে তার অবদান ছিল উল্লেখ করার মতো। গ্রাম উন্নয়নে তিনি সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সমবায় অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস হলে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় মোসাম্মৎ হামিদা বেগমের নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সচিব আরও বলেন, জাতির পিতা কূটনীতিক হিসেবেও ছিলেন দক্ষ। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার কূটনীতিক দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। তার জীবন ও কর্ম ছিল এক বিশাল মহাসমুদ্র।

জাতির পিতার জীবনে বঙ্গমাতার অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ কারাজীবনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছিলেন সর্বংসহা। দুর্যোগকালীন সময়ের সহযাত্রী। জাতির পিতার রাজনৈতিক আদর্শের প্রেরণাদাত্রী। প্রেরণাদাত্রী হয়ে আমৃত্যু নিভৃতচারী ছিলেন।

জাতির পিতার দেশাত্মবোধ ও আদর্শ কর্মে প্রতিফলন ঘটানোর জন্য পল্লী উন্নয়নও সমবায় বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আহ্বান জানান তিনি।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) মো. শাহাদাৎ হোসাইনের সভাপতিত্বে পিডিএফর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার, অতিরিক্ত সচিব মুনিমা হাফিজ , অতিরিক্ত সচিব ড. হুমায়রা সুলতানা এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মো: শফিকুর রেজা বিশ্বাস এ সময় বক্তৃতা করেন।

CHANNEL 24
সব সময় | সব দিকের | সব খবর

প্রকাশিত: ১৯:৫১, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২২

গুজব ও অপপ্রচার রোধে মাঠ পর্যায়ে কর্মরতদের ভূমিকা রাখতে হবে: প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য

প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি

মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির গুজব ও অপপ্রচার রোধে মাঠ পর্যায়ে কর্মরতদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি।

শনিবার (৩ সেপ্টেম্বর) আগারগাঁওয়ে সমবায় অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী কর্মকর্তা কর্মচারীদের এই আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, যে আদর্শ যে চেতনা নিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, সেই আদর্শ বাস্তবায়নে আমাদের কাজ করতে হবে। জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি সমতা ভিত্তিক বৈষম্যহীন ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ। আজকে আমরা প্রযুক্তিগত শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছি, চিকিৎসা, অবকাঠামোসহ সকল সূচকে দেশের উন্নয়ন লক্ষ্যনীয়। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। দেশ যেন কোনভাবেই দুষ্টুচক্রের হাতে চলে না যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নতি এখন সারা বিশ্বেই আলোচনার বিষয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

জনসেবায় যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনবান্ধব নাগরিক সেবা প্রদান প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। দেশটা আমাদের সবার। সমন্বিতভাবে সবাই একই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে সফলতা আসবেই।

বাংলাদেশ উপজেলা সমবায় অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মো. তারিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মো.মশিউর রহমান এনডিসি, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুন কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত নিবন্ধক মো. আহসান কবিরসহ সমবায় অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

যুগান্তর

মঙ্গলবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৩, ১৮ আশ্বিন ১৪৩০

সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে

জেলা সমবায় কর্মকর্তাদের উদ্দেশে স্বপন ভট্টাচার্য

সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে

০৭ জুন ২০২২, ১২:০০ এএম | প্রিন্ট সংস্করণ

নাগরিকসেবা দিতে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য। আগারগাঁওয়ে সমবায় অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে জেলা সমবায় কর্মকর্তা সম্মেলন ২০২২-এর দুদিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সোমবার প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী বক্তব্যের শুরুতেই চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মো. হারুন-অর-রশিদ-রশিদ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে জেলা সমবায় কর্মকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত নিবন্ধক মো. আহসান কবীর, সমবায় একাডেমির অধ্যক্ষ অঞ্জন কুমার সরকারসহ সমবায় অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থি'ত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইন ঠিকানা

নাগরিক সেবায় সততা-নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে

সোমবার, ০৬ জুন ২০২২

নাগরিক সেবা প্রদানে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

সোমবার (৬ জুন) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সমবায় অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে দুই দিনব্যাপী জেলা সমবায় কর্মকর্তা সম্মেলন-২০২২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যের শুরুতেই সীতাকুণ্ডে বিএম কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন প্রতিমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনে সহায়তা করে। নাগরিক সেবাকে আরও গতিশীল ও জনবান্ধব করে গড়ে তুলতে মাঠপর্যায়ে কর্মরতদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেন তিনি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের প্রতি কতটা অন্তঃপ্রাণ ছিলেন তা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশ গঠনের লক্ষ্যে জাতির পিতার অন্যতম একটি উদ্যোগ ছিল সমবায় ব্যবস্থা। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার উন্নয়নে সমবায় ব্যবস্থার বিকল্প নেই। তাই তিনি সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সব শ্রেণী-পেশার মানুষের উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ঠিক একইভাবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমবায়কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছেন।

তিনি বলেন, পৃথিবীতে সমবায় একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, জাপান, ভারত, ব্রিটেনসহ বিশ্বের অনেক দেশ সমবায় ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে স্ব স্ব দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান, মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সম্মিলিতভাবে দেশের উন্নয়নকে আরও বেগবান করবেন।সমন্বিতভাবে একই লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে নিয়ে কাজ করলে সফলতা আসবেই। জনবান্ধব সেবা নিশ্চিত করতে হলে সবাইকে একাগ্রচিত্তে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মো. হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত নিবন্ধক মো. আহসান কবীর, সমবায় একাডেমির অধ্যক্ষ অঞ্জন কুমার সরকারসহ সমবায় অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৮ আশ্বিন ১৪৩০, ০৩ অক্টোবর ২০২৩, ১৮ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫

BANGLA NEWS 24.com

নিষ্ঠা ও সততার সাথে সেবাদান করতে হবে: প্রতিমন্ত্রী

স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
আপডেট: ১৯৩৮ ঘণ্টা, জুন ৬, ২০২২

ঢাকা: নাগরিক সেবা প্রদানে নিষ্ঠা ও সততার সাথে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

সোমবার (০৬ জুন) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সমবায় অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে জেলা সমবায় কর্মকর্তাদের দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

কর্মমুখী প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনে সহায়তা করে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী নাগরিক সেবাকে আরও গতিশীল ও জনবান্ধব করে গড়ে তুলতে মাঠ পর্যায়ে কর্মরতদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশ গঠনের লক্ষ্যে জাতির পিতার অন্যতম একটি উদ্যোগ ছিল সমবায় ব্যবস্থা। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার উন্নয়নে সমবায় ব্যবস্থার বিকল্প নেই। তাই তিনি সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সকল শ্রেণিপেশার লোকদের উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। বতর্মান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ঠিক একইভাবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমবায়কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছেন।

তিনি আরও বলেন, পৃথিবীতে সমবায় একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, জাপান, ভারত, ব্রিটেনসহ বিশ্বের অনেক দেশ সমবায় ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে স্ব স্ব দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান, মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সম্মিলিতভাবে দেশের উন্নয়নকে আরো বেগবান করবেন। সমন্বিতভাবে একই লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে নিয়ে কাজ করলে সফলতা আসবেই। জনবান্ধব সেবা নিশ্চিত করতে হলে সবাইকে একাগ্রচিত্তে নিষ্ঠা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বক্তব্যের শুরুতেই চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে তিনি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মো. হারুন-অর-রশিদ-রশিদ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে অতিরিক্ত নিবন্ধক মো. আহসান কবীর, সমবায় একাডেমির অধ্যক্ষ অঞ্জন কুমার সরকারসহ সমবায় অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সময়: ১৯৩৭ ঘণ্টা, জুন ০৬, ২০২২

মঙ্গলবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৩১৯ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

https://www.dhakapost.com/

জাতির পিতার আদর্শের মধ্য দিয়ে সমবায়কে এগিয়ে নিতে হবে

৯ জুলাই ২০২৩, ২১:৫৭

জাতির পিতার আদর্শের মধ্য দিয়ে সমবায়কে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

রোববার (৯ জুলাই) আগারগাঁওয়ে সমবায় অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস হলে ১০১তম আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ। তার আদর্শের মধ্য দিয়ে সমবায়কে এগিয়ে নিতে হবে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নতি এখন সারা বিশ্বেই আলোচনার বিষয়। এদেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে প্রবৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে তখনই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শক্তি, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তি নানাভাবে চক্রান্ত করছে, দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করছে।

দেশ যেন কোনোভাবেই দুষ্টচক্রের হাতে চলে না যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান তিনি।

স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, বঙ্গবন্ধুর একটি উক্তি আছে 'বাঙালিকে কেউ দাবায়া রাখতে পারবে না।' জনগণ একতাবদ্ধ থাকলে কোনো চক্রান্ত, কোনো সাম্প্রদায়িক শক্তিই দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।

বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমবায় যাতে পিছিয়ে না পড়ে সেজন্যে একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক সমবায় নীতিমালা প্রণয়ন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব হুমায়ুন খালিদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদারের সভাপতিত্বে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম, পরিকল্পনা কমিশনের সচিব সত্যজিৎ কর্মকার, মিল্কভিটার চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত নিবন্ধক মো. আহসান কবির সহ সমবায় অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় বক্তৃতা করেন।

এছাড়াও বিভিন্ন সমবায়ী নেতারা সমবায়ের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

● ৩ অক্টোবর ২০২৩ ● ১৭ আশ্বিন ১৪৩০
সত্য প্রকাশে আপসহীন THE DAILY BHORER DAK
ভোরের ডাক

দেশের চরাঞ্চলে প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমি রয়েছে : প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য

Published : Tuesday, 12 September, 2023 at 5:52 PM

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের চরাঞ্চলে প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমি রয়েছে বলে বলে জানিয়েছেন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

তিনি বলেন, যদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায় তাহলে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে। তিনি মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বাংলামটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে মেকিং মার্কেটস ফর চরস (এমফোরসি) এবং ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্স এর আয়োজনে বাংলাদেশের "অর্থনৈতিক নীতিকৌশলে চরের অবস্থান " শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন ।

চরাঞ্চলের উন্নয়ন সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সফলতা বয়ে আনবে উল্লেখ তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়ন বৈষম্য নিরসনে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছেন। দেশের তৃণমূলে চরাঞ্চলের মানুষের সংকট নিরসনে সর্বদাই তৎপর। দেশের সংকটকালীন মূহুর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উন্নয়নে যে রূপরেখা প্রদান করেছিলেন তা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কৃষির উন্নয়ন এবং এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অবদান উল্লেখযোগ্য বলেও মনে করেন প্রতিমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেছেন, চরের উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু পণ্যের গুনগত মান ও চাহিদা অনেক বেশি। দেশের অর্থনৈতিক নীতিকৌশলে চরের সম্ভাবনাকে যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে আমাদের এসডিজি ও ২০৪১ এর উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মান সহজ হবে। ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্স এর চেয়ারম্যান ড.আতিউর রহমান বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে বলেছেন, নবায়নযোগ্য শক্তির একটি সৃজনশীল ব্যবহার পোর্টেবল সোলার সিস্টেম। চরাঞ্চলের কৃষিতে এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারি উদ্যোগ গুলোর পাশাপাশি অ-সরকারি প্রতিষ্ঠান কৃষিক্ষেত্রে সম্পূরক ভূমিকার ফলে চর বদলে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিবেচনায় চরাঞ্চলে মনোযোগ বাড়ানো দরকার বলেও মন্তব্য করেন তিনি।। চরের কৃষিতে নবায়ন যোগ্য শক্তির সম্ভবনাকে কাজে লাগাতেই হবে। এতে চরের কৃষি উৎপাদনের দক্ষতা যেমন বাড়বে তেমনি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম সভাপতির বক্তব্যে বলেন, নদীর গতি প্রকৃতি ঠিক রেখে চরাঞ্চলের উন্নয়ন করতে হবে। গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ঠিক রেখে নগরায়নের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। এছাড়াও গ্রামীণ পর্যটনের বিভিন্ন ইতিবাচক দিক উপস্থাপন করে বক্তব্য করেন। ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্স এর চেয়ারম্যান ড.আতিউর রহমান বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরডিএ'র মহাপরিচালক মো: খুরশিদ আলম, এমফোরসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আবদুল মজিদ, সুইসকন্ট্যাক্ট এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মুজিবুল হাসান , পিকেএসএফ, সেভ দ্যা চিলড্রেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন ।

'এক পল্লী এক পণ্য' পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি -মাধুকর

'এক পল্লী এক পণ্য' পরিদর্শনে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 'এক পল্লী এক পণ্য' মডেলে সৃজিত পণ্য ভিত্তিক পল্লী পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা শনিবার সন্ধ্যায় গাইবান্ধা সদর উপজেলার ভবানীপুর এমব্রয়ডারি পল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি।

বিআরডিবি প্রকল্প কর্তৃপক্ষের আয়োজনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বগুড়ার আরডিএ'র প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব মোঃ খলিল আহমেদ, গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প পরিচালক ও বিআরডিবির উপ-পরিচালক মো. আব্দুস সবুরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। এর আগে মন্ত্রী 'এক পল্লী এক পণ্য' মডেলে সৃজিত পণ্য ভিত্তিক পল্লী পরিদর্শন করেন এবং মহিলাদের কার্যক্রম দেখে তিনি অভিভুত হন। মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার ফলে স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণে বেশী দূরে নয়। খুব শিঘ্রই স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

(https://banglanews24.com)

'খাদ্য উৎপাদনে চরাঞ্চলে মনোযোগ বাড়াতে হবে'

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম | আপডেট: ২১২২ ঘণ্টা, মে ১৬, ২০২৩

ঢাকা: যেসব চরে ভুট্টা, মরিচ, তরমুজ, আলু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে এসব চরের দিকে মনোযোগ বৃদ্ধির তাগিদ দিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম।

তিনি বলেন, চরের কৃষি ও কৃষকের প্রতি আরও নজর দেওয়া হলে আরও উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। চরে উৎপাদিত কৃষিপণ্য কীভাবে বিপণন করা যায়, সে বিষয়ে আরও ভাবতে হবে।

মঙ্গলবার (১৬ মে) সিরডাপ মিলনায়তনে 'চরাঞ্চলের উন্নয়ন ও সম্ভাবনা: চরের জন্য জাতীয় বাজেট' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। সুইস কন্ট্যাক্ট, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়া এবং ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের যৌথ উদ্যোগে এ সেমিনার আয়োজিত হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্স এবং উন্নয়ন সমন্বয়-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. আতিউর রহমান। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য।

মূল প্রবন্ধে ড. আতিউর রহমান বলেন, চরাঞ্চলের অমিত সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সকল অংশীজনকে একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। একইসঙ্গে চরবাসীর চাহিদাগুলোকে সামনে আনার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে বাস্তবভিত্তিক ও সময়োচিত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায়।

মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অর্থবিভাগের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ আজাদ সাল্লাল এবং প্রফেসর ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক, আইএডিএস।

আজকের পত্রিকা

সমবায় বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালিত

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

প্রকাশ : ১৫ আগস্ট ২০২৩, ১৬:৩২

https://www.ajkerpatrika.com/287398

সমবায় বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালিত। ছবি: সংগৃহীত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২৩ পালিত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সমবায় অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস হলে এক আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগমের নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সমবায় সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম বলেন, দুষ্কৃতকারীরা চেয়েছিল জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির বাতিঘর হয়ে আজীবন বেঁচে থাকবেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ণগঠনে তাঁর অবদান ছিল উল্লেখ করার মত। গ্রাম উন্নয়নে তিনি সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জাতির পিতা কূটনীতিক হিসেবেও ছিলেন দক্ষ। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর কূটনীতিক দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর জীবন ও কর্ম ছিল এক বিশাল মহাসমুদ্র।

বঙ্গমাতার অবদান উল্লেখ করে সচিব বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ কারাজীবনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছিলেন সর্বংসহা। দুর্যোগকালীন সময়ের সহযাত্রী। জাতির পিতার রাজনৈতিক আদর্শের প্রেরণাদাত্রী। প্রেরণাদাত্রী হয়ে আমৃত্যু নিভৃতচারী ছিলেন। জাতির পিতার দেশাত্মবোধ ও আদর্শ কর্মে প্রতিফলন ঘটানোর জন্য পল্লী উন্নয়নও সমবায় বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আহ্বান জানান তিনি।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) মো. শাহাদাৎ হোসাইন এর সভাপতিত্বে পিডিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার, অতিরিক্ত সচিব মুনিমা হাফিজ, অতিরিক্ত সচিব ড. হুমায়রা সুলতানা ও সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক মো. শফিকুর রেজা বিশ্বাস এ সময় বক্তৃতা করেন।

ই-পেপার বাংলা কনভার্টার মঙ্গলবার ● ৩ অক্টোবর ২০২৩ ● ১৭ আশ্বিন ১৪৩০
সত্য প্রকাশে আপসহীন THE DAILY BHORER DAK
ভোরের ডাক

দেশের চরাঞ্চলে প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমি রয়েছে : প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের চরাঞ্চলে প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমি রয়েছে বলে বলে জানিয়েছেন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

তিনি বলেন, যদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায় তাহলে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে। তিনি মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বাংলামটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে মেকিং মার্কেটস ফর চরস (এমফোরসি) এবং ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্স এর আয়োজনে বাংলাদেশের "অর্থনৈতিক নীতিকৌশলে চরের অবস্থান " শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন ।

চরাঞ্চলের উন্নয়ন সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সফলতা বয়ে আনবে উল্লেখ তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়ন বৈষম্য নিরসনে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছেন। দেশের তৃণমূলে চরাঞ্চলের মানুষের সংকট নিরসনে সর্বদাই তৎপর। দেশের সংকটকালীন মূহুর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উন্নয়নে যে রূপরেখা প্রদান করেছিলেন তা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কৃষির উন্নয়ন এবং এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অবদান উল্লেখযোগ্য বলেও মনে করেন প্রতিমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেছেন, চরের উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু পণ্যের গুনগত মান ও চাহিদা অনেক বেশি। দেশের অর্থনৈতিক নীতিকৌশলে চরের সম্ভাবনাকে যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে আমাদের এসডিজি ও ২০৪১ এর উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মান সহজ হবে। ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্স এর চেয়ারম্যান ড.আতিউর রহমান বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে বলেছেন, নবায়নযোগ্য শক্তির একটি সৃজনশীল ব্যবহার পোর্টেবল সোলার সিস্টেম। চরাঞ্চলের কৃষিতে এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারি উদ্যোগ গুলোর পাশাপাশি অ-সরকারি প্রতিষ্ঠান কৃষিক্ষেত্রে সম্পূরক ভূমিকার ফলে চর বদলে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিবেচনায় চরাঞ্চলে মনোযোগ বাড়ানো দরকার বলেও মন্তব্য করেন তিনি।। চরের কৃষিতে নবায়ন যোগ্য শক্তির সম্ভবনাকে কাজে লাগাতেই হবে। এতে চরের কৃষি উৎপাদনের দক্ষতা যেমন বাড়বে তেমনি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম সভাপতির বক্তব্যে বলেন, নদীর গতি প্রকৃতি ঠিক রেখে চরাঞ্চলের উন্নয়ন করতে হবে। গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ঠিক রেখে নগরায়নের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। এছাড়াও গ্রামীণ পর্যটনের বিভিন্ন ইতিবাচক দিক উপস্থাপন করে বক্তব্য করেন। ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্স এর চেয়ারম্যান ড.আতিউর রহমান বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরডিএ'র মহাপরিচালক মো: খুরশিদ আলম, এমফোরসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আবদুল মজিদ, সুইসকন্ট্যাক্ট এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মুজিবুল হাসান, পিকেএসএফ, সেভ দ্যা চিলড্রেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন ।

যুগান্তর

- ঢাকা ‘অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার সরকারকে বিজয়ী করতে হবে’

যুগান্তর প্রতিবেদন
২৯ জুলাই ২০২৩, ০৬:৫৮ পিএম |

চরাঞ্চলের উন্নয়নে বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য। তিনি জনগণের উদ্দেশে বলেছেন, কোনো চক্রান্ত বা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি বিএনপি-জামায়াতকে সমর্থন দেবেন না।এখন যে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা- তা অব্যাহত রাখতে হলে শেখ হাসিনার সরকারকে বিজয়ী করতে হবে।

শনিবার কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার নয়ারহাট চরে এমফোরসি (মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস) হাট উদ্বোধন ও প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধনী-গরিবের বৈষম্য নিরসনে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ নিয়েছেন।দেশের বর্তমান ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন-অগ্রযাত্রায় চরাঞ্চলেরও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন হচ্ছে।

তিনি বলেন, একটি সরকার যদি মানবদরদি হয়, গণতান্ত্রিক হয় তাহলে সেই সরকার দেশের উন্নয়নে কাজ করে। বঙ্গবন্ধু একটি নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র রূপ দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছেন। তিনি ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম’।এখানে মুক্তি বলতে তিনি অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেছেন। আর এই অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। তিনি সমগ্র বাংলাদেশের সুষম উন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে তিনি আমাকে বিশেষ নির্দেশনা দিয়ে আপনাদের চরের উন্নয়ন আর কী করা যায় তার ব্যবস্থা নিতে পাঠিয়েছেন।

এমফোরসি প্রকল্পের একজন উপকারভোগী অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমরা চরবাসী ধন্য এমফোরসির জন্য। আমাদের জীবনমান উন্নয়নে এমফোরসির অবদান বলে শেষ করা যাবে না। উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ, হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।এই চরে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার মানুষের বসবাস। এটিই আমাদের একমাত্র হাট।দৈনন্দিন কেনাবেচার ক্ষেত্রে চরবাসীর জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সুদীর্ঘ ২১ বছর স্বাধীনতাবিরোধী সরকার (বিএনপি-জামায়াত জোট) আপনাদের চরের উন্নয়নে কি পদক্ষেপ নিয়েছে? নেয়নি। বর্তমান সরকার মানুষের সংকট উপলব্ধি করে সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছে।

উপস্থিত জনসাধারণের কাছে প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, একসময় চরে কী ছিল? কি দুর্বিষহ অমানবিক জীবনাযাত্রা ছিল আপনাদের। আর আজ কী অবস্থা।একটি টিনের চালের মার্কেট পেয়ে আপনাদের যে হাসিমাখা মুখচ্ছবি দেখলাম সত্যিই অভিভূত। আপনাদের মুখে হাসি ফুটাতে দিন রাত পরিশ্রম করছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা।তাই কোনো চক্রান্ত বা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে সমর্থন দেবেন না।এখন যে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা তা অব্যাহত রাখতে হলে শেখ হাসিনার সরকারকে বিজয়ী করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন বলেন, চরের মানুষ কষ্টসহিষ্ণু মানুষ। এই চর ভাঙে তো ওই চর গড়ে।এটাই নিত্যদিনের খেলা। চরে হাট হচ্ছে, নানাবিধ প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে। এসব উন্নয়ন হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান। চরের মানুষের ভাগ্য বদলে তিনি কাজ করছেন।তিনি শুধু কুড়িগ্রাম নয়, সমগ্র দেশ নিয়ে ভাবেন।

আরডিএ'র মহাপরিচালক মো. খুরশিদ আলম রেজভীর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মাদ সাইদুল আরিফ, পুলিশ সুপার আল আসাদ মো. মাহফুজুল ইসলাম, চিলমারীর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিএম পারভেজ সেলিম, এমফোরসির প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আবদুল মজিদসহ সুইসকন্ট্যাক্ট বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা বক্তব্য দেন।

BANGLA NEWS 24 .com
(https://banglanews24.com)

'খাদ্য উৎপাদনে চরাঞ্চলে মনোযোগ বাড়াতে হবে'

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম | আপডেট: ২১২২ ঘণ্টা, মে ১৬, ২০২৩

ঢাকা: যেসব চরে ভুট্টা, মরিচ, তরমুজ, আলু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে এসব চরের দিকে মনোযোগ বৃদ্ধির তাগিদ দিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম।

তিনি বলেন, চরের কৃষি ও কৃষকের প্রতি আরও নজর দেওয়া হলে আরও উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। চরে উৎপাদিত কৃষিপণ্য কীভাবে বিপণন করা যায়, সে বিষয়ে আরও ভাবতে হবে।

মঙ্গলবার (১৬ মে) সিরডাপ মিলনায়তনে 'চরাঞ্চলের উন্নয়ন ও সম্ভাবনা: চরের জন্য জাতীয় বাজেট' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। সুইস কন্ট্যাক্ট, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়া এবং ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের যৌথ উদ্যোগে এ সেমিনার আয়োজিত হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্স এবং উন্নয়ন সমন্বয়-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. আতিউর রহমান। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য।

মূল প্রবন্ধে ড. আতিউর রহমান বলেন, চরাঞ্চলের অমিত সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সকল অংশীজনকে একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। একইসঙ্গে চরবাসীর চাহিদাগুলোকে সামনে আনার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে বাস্তবভিত্তিক ও সময়োচিত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায়।

মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অর্থবিভাগের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ আজাদ সাল্লাল এবং প্রফেসর ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক, আইএডিএস।